BENGALI VERSION

सत्यमेव जयते

Competition Act, 2002
প্রতিযোগিতা আইন, 2002

প্রতিযোগিতার প্রচার

সবার মঙ্গলের জন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতা'

Fair Competition
For Greater Good

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
COMPETITION COMMISSION OF INDIA

লক্ষ্য

সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, যা গ্রাহকদের কাছে বাণিজ্যকে আরও বেশী স্বচ্ছ, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উদ্ভাবনশীল করে তুলবে, ফলস্বরূপ তা গ্রাহক পরিষেবা ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করবে|

উদ্দেশ্য ২০২০

ভারতের প্রতিযোগিতা আয়োগের উদ্দেশ্য হল নিম্নলিখিত উপায়গুলির মাধ্যমে একটি শক্তসমর্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ স্থাপন করা:

- উপভোক্তা, শিল্প, সরকার ও আন্তর্জাতিক অধিক্ষেত্র সহ সকল অংশীদারদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে
- সুদক্ষ ও জ্ঞাননিবিড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
- আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা, দৃঢ়সংকল্পতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

নির্দেশিকা

এই নির্দেশিকা ভারতের কম্পিটিশন কমিশনের প্রতিযোগিতা এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এটির বিষয়বস্তু যেনকোনও ভাবেইকমিশনের মতামত হিসাবে গণ্য করা না হয়। পাঠকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন প্রতিযোগিতা আইন ২০০২,যেটি প্রতিযোগিতা আইন ২০০৭ এবং প্রতিযোগিতা আইন ২০০৯-এর দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে, সেটি ভালোভাবে পড়েন এবং প্রয়োজন হলে যেন আইনি পরামর্শ নেন।

প্রতিযোগিতার প্রচার

সবার মঙ্গলের জন্য
ন্যায্য প্রতিযোগিতা'

সূচিপত্র

১. প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী 10

- প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রস্তুত সম্মতি ব্যবস্থা 11
- তদন্তে কর্মচারীদের প্রস্তুতিকরণ 16
- ঝুঁকি তে থাকা কর্মচারী ও বিভাগগুলির সনাক্তকরণ 16
- গোপনীয়তা 17

২. কিভাবে তথ্য দায়ের করতে হবে? 22

- কারা তথ্য দায়ের করতে পারেন? 23
- বিষয়টি কি হবে যার উপর ভিত্তি করে তথ্য দায়ের করা যাবে? 23
- কোন নির্দিষ্ট বিধান গুলি প্রতিযোগিতার আইনবিরোধী প্রতিযোগিতামূলক চুক্তিগুলির ২০০২ (সংশোধিত) (আইন) উপর বর্তিত হয়েছে? 23
- প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহারের উপর প্রতিযোগিতামূলক আইন- ২০০২ এর নির্দিষ্ট বিধানগুলি কি কি? 24
- ভারতের কম্পিটিশন কমিশনের নিকট কিভাবে তথ্য দায়ের করা যাব..... 25
- কাকে সম্ভাষণ করা হবে এবং কোথায় দায়ের করা হবে? 26
- কত পারিশ্রমিক দিতে হবে? 26
- কিভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন? 26

৩. কার্টেল 28

- সূচনা 29
- কার্টেল বলতে কী বোঝায়? 29
- রাষ্ট্র-বহির্গত প্রসার 30
- কার্টেল -আনুমানিক ক্ষতিকর 30
- কার্টেল-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য 31
- কার্টেল গঠনে সহায়ক কয়েকটি শর্ত 31
- কার্টেল নিয়ে তদন্ত 31
- কমিশনের ক্ষমতা 32
- সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) প্রকল্প 32
- অস্থায়ী আদেশ 33
- আপীল 33

৪. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন.....34

- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতা-বিরোধী আচরণ.....35
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব.....36
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতা সংস্থার ভূমিকা.....36
- শিল্প, পণ্য এবং পরিষেবার বৈশিষ্ট্য যা গোপন চুক্তিতে সাহায্য করে.....38
- দর কারচুপির সতর্কতা সংকেত.....39
- দরকারচুপি শনাক্ত করার জন্য অতিরিক্ত নজর তালিকা.....42
- দর কারচুপির ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতি.....42
- অন্যান্য কারণ যেগুলো প্রতিযোগিতা খর্ব করে.....45
- উপসংহার.....46

৫. দর কারচুপি 47

- সূচনা 48
- নিলামীতে কারচুপি বলতে কী বোঝায়..... 48
- নিলামীতে কারচুপি প্রতিযোগিতা-বিরোধী 48
- নিলামীতে কারচুপির প্রকার 49
- প্রস্তাব অবদমন 49
- পরিপূরক নিলাম ডাক 49
- নিলাম ডাকে আবর্তন 50
- উপ-চুক্তি 50
- কিছু সন্দেহজনক ব্যবহারের নমুনা 50
- দর কারচুপির উপর তদন্ত 51
- কমিশনের ক্ষমতা 51
- জরিমানা 52
- অন্তর্বর্তী আদেশ 52
- আবেদন 52

৬. আধিপত্যের অপব্যবহার 53

- ভূমিকা 54
- আধিপত্য বলতে কি বোঝায়? 54
- প্রাসঙ্গিক বাজার 54

- প্রাসঙ্গিক দ্রব্যের বাজার..... 55
- প্রাসঙ্গিক ভৌগলিক বাজার..... 55
- কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান নির্ণায়ক বিষয়সমূহ 55
- কর্তৃত্বের অপব্যবহার 56
- শোষণমূলক আচরণ ও অপব্যবহার 57
- আবশ্যিক সুবিধা মতবাদ..... 57
- আই.পি.আর. এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহার 58
- কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত তদন্ত 58
- কমিশনের ক্ষমতা 59
- অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ 59
- আবেদন 60
- ক্ষতিপূরণ [ধারা নং ৫৩ এন] 60

৭. সমন্বয় 61

- সূচনা 62
- সমন্বয় কি? 62
- সমন্বয় আইনের সীমা 62
- অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ 64
- যে সমন্বয়গুলির ব্যাপারে সাধারণত বিজ্ঞপ্তি জারি করা আবশ্যক হয় না 65
- সমন্বয় বিজ্ঞপ্তি 67
- পি এফ আই, ভি সি এফ প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তিকরণ অথবা অর্থায়ন দক্ষতা 67
- সমন্বয়ে অনুসন্ধানের কার্যপ্রণালী 67
- প্রতিযোগিতার ওপর লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাবের মূল্যায়ন 67
- সবুজ প্রণালী (গ্রীণ চ্যানেল)..... 68
- আবেদনসমূহ 68

৮. সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) কর্মসূচী.....69

- সূচনা.....70
- ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ (সিসিআই) 70
  - প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২.....70
  - কার্টেলস্: এই আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা.....70

- সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কর্মসূচির যুক্তি....71
- সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কর্মসূচি কি....71
- আইনের অন্তর্ভুক্ত সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা শর্তসমূহ....71
- কাদের জন্য সহানুভূতিশীল কর্মসূচী....72
- নিয়মাবলী- ভারতের প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ (কমশাস্তির)নিয়মাবলী....72
- সহানুভূতিশীল প্রস্তাবনাগুলির লাভজনক সুবিধা নেওয়ার শর্ত....72
- শাস্তি কমানোর পদ্ধতি....73
- সহানুভূতিশীল বিধানের প্রতিরোধ ক্ষমতা....73
- গোপনীয়তা....74
- উপসংহার....74
- আয়োগের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি....75
- পরিশিষ্ট-I....76
- পরিশিষ্ট-II....77
- পরিকল্পনা....84

৯. প্রায়শই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী 85

- বাজারে প্রতিযোগিতা কি? 86
- বাজারে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন কেন? 86
- অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অর্থ কি? 86
- প্রতিযোগিতার নিয়মনীতি কি? 86
- প্রতিযোগিতা আইন ২০০২ (AS AMENDED) [THE ACT] এর লক্ষ্য কি? 87
- কিভাবে আইনটির লক্ষ্যগুলিতে পৌছনো যাবে?.... 87
- CCI এর কাজ কি? 87
- আইনটির অধীনে একটি চুক্তি কি? 87
- একটি প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি কি? 87
- কিভাবে কর্তৃত্বের অপব্যবহার হয়? 88
- কখন কমিশন প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ওপর তদন্ত শুরু করতে পারে? 88
- কারা তথ্য প্রদান করতে পারে? 88
- কে তদন্তের (অনুসন্ধানের) জন্য সূত্র দিতে পারে? 89
- কমিশন কি নিজের মত করে অনুসন্ধান করতে পারে? 89

- কমিশন কিভাবে তদন্ত (অনুসন্ধান) প্রক্রিয়া চালায়? 89
- তদন্তের পর কমিশন কি করবে? 89
- বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা চুক্তিগুলি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে, কোন নিয়মগুলিকে কমিশন বৈধতা দিতে পারে? 90
- আইনের অধীনে সমন্বয়কি? 90
- সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক মান কি? 90
- একটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের প্রস্তাব করে কমিশনকে অবহিত করতে পারে? 92
- সমন্বয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করার জন্য কোনো আবশ্যকীয় অপেক্ষাকাল আছে? 92
- সমন্বয়ের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া কি? 92
- একটি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশন কি কি অর্ডার পাস করতে পারে? 92
- প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তির ওপর যারা তথ্য দেয়, তাদের মধ্যে কাউকে কি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়? 92
- পার্টিদের হয়ে কে কমিশনের সামনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? 93
- কে প্রতিযোগিতা পলিসির ওপর রেফারেন্স তৈরি করতে পারে? 93
- প্রতিযোগিতা ইস্যুতে কে রেফারেন্স তৈরি করতে পারে? 93
- প্রতিযোগিতাকমিশনকিবিধিবদ্ধকর্তৃপক্ষেরওপর রেফারেন্সতৈরিকরতেপারে? 93
- কম্পিটিশন কমিশনের অর্ডারের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করার কি সুযোগ রয়েছে? 93
- কিভাবে তথ্য নথিভুক্ত করা হয়? 93
- নির্ধারিত ফি কত? 94

Regulations Notified by the Competition Commission of India 95

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী

প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ মেনে চলার জন্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রস্তুত একটি প্রস্তাবিত কাঠামো:

প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রস্তুত সম্মতি ব্যবস্থা-

প্র.১ প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী (কম্পিটিশন কমপ্লায়েন্স প্রোগ্র্যাম বা সিসিপি) দ্বারা কি বোঝানো হয়?

উ. সম্মতি হল কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আইনের বিধি মেনে চলার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিষ্ঠান তা সুনিশ্চিত করার জন্য জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যখন কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়, তখন তা আইনের বিধান লঙঘন করেনা এবং সেটিকে সিসিপি অনুসরণ করা বলা যেতে পারে।

প্র.২ সিসিপি-র উদ্দেশ্য কি ?

উ. সিসিপি-র নিম্নলিখিত প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে:

(ক) আইন লঙঘনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক আইন, ২০০২ এবং তার অধীনে বানানো সকল নিয়ম কানুন, বিধি নিষেধ ও আদেশ প্রণীত করা।

(খ) সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা, এবং

(গ) উন্নত বাণিজ্যিক নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা।

প্র.৩ সিসিপি বজায় রাখার সুবিধাগুলি কি কি?

উ. সাধারণত সিসিপি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দিয়ে থাকে:

- সংস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে ব্যবসার সর্বাত্মক উন্নতি ঘটান সম্ভব।
- একটি প্রতিষ্ঠান কে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাইয়ে দেয় এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।
- প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি এবং সুনাম বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যদি আইনের বিধি লঙঘন করে, তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম নষ্ট হতে পারে ও নিজেদের পণ্যচিহ্নের (ব্র্যান্ড) উন্নয়নে প্রভাব পড়তে পারে।
- আইনি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মামলা মোকদ্দমার খরচ এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস পায়।
- সামাজিক নৈতিকতা, অর্থনৈতিক রীতিনীতি এবং জাতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠানের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- একটি দৃঢ় সিসিপি যা আইন মেনে চলার আগ্রহকে প্রকাশ করে তা আইন লঙঘনের শাস্তির তীব্রতা কম করতে পারে।

প্র.৪ অসামঞ্জস্যপূর্ণতার প্রধান খরচ গুলি কি কি?

উ. অসামঞ্জস্যপূর্ণতা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই ব্যয়বহুল হতে পারে। তাই অসামঞ্জস্যপূর্ণতা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে| ফলস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানের খরচ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক হতে পারে :

- খ্যাতি হারানো অথবা সম্মানহানি যা নির্মিত হয়েছে খুবই উচ্চমূল্যে।
- ভারী মাত্রার জরিমানা: পূর্ববর্তী তিন বছর ধরে অপ্রতিযোগিতামূলক চুক্তি ও আধিপত্য অপব্যবহারের ফলে যে সামঞ্জস্যপূর্ণতা লংঘিত হয়েছে তার ফলস্বরূপ গড় টার্ন ওভারের ১০ শতাংশ। কার্টেলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের ওপর জরিমানা হিসাবে তাদের প্রত্যেক বছরের মুনাফার তিন গুন্ অথবা টার্ন ওভারের দশ শতাংশ, উভয়ের মধ্যে যেটা বেশি।
- আধিপত্যের অপব্যবহারের ফলস্বরূপ, কমিশনের আদেশ অনুসারে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান বিভক্ত হয়ে যেতে পারে।
- যদি কোন লঙ্ঘন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ প্রতিযোগিতামূলক আপীলাত ট্রাইব্যুনাল (কম্প্যাট বা compat)- এর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে, যা লঙ্ঘনের উপর নির্ভর করে অনেক বড় মাপের হতে পারে।
- প্রতিযোগিতামূলক আইন লঙ্ঘনের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পদের নিঃশেষীকরণ।
- ব্যবসার ক্ষতির ফলে সম্ভাব্য গ্রাহক, বিনিয়োগকারী অথবা যৌথ প্রতিষ্ঠাতারা এড়িয়ে চলতে পারে।

প্র.৫ প্রতিযোগিতামূলক আইনের সামঞ্জস্যপূর্ণতার সুবিধা কি কি ?

উ. সামঞ্জস্যপূর্ণতার সুবিধাগুলি হলো নিম্নলিখিত :

- জরিমানা এড়াতে অথবা জরিমানার মাত্রা প্রশমিত করতে সাহায্য করে।
- সম্ভাব্য অকার্যকর চুক্তিগুলি এড়ানো যেতে পারে।
- ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য পদক্ষেপ এড়ানো যেতে পারে।
- পরোক্ষ খরচগুলিও এড়ানো যেতে পারে।
- আইনে ক্ষমাশীল সংস্থান (leniency provisions) থেকে উপকার পেতে সাহায্য করে।
- কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আইন সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

প্র.৬ একটি সিসিপি-র উপাদানগুলি কি কি ?

উ. একটি উন্নত এবং যথোপযুক্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচীর উচিত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর ব্যবসায়িক বাস্তবতা কে সম্বোধনকরা।

মৌলিক সূত্রটি হল বাজারে প্রতিযোগিতা আইনের সংজ্ঞা অনুসারে, এটি একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান কিনা । একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের বাজারে নিজের ব্যবহার সম্পর্কে আরও বেশী সতর্ক থাকতে হবে, যেহেতু আইন প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বাজারে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণবিধি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও আইন দলগত আধিপত্যকে স্বীকৃতি দান করে। প্রতিটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের তাদের নিজস্ব কর্মচারীদের, বিশেষত বরিষ্ঠ আধিকারিকদের, প্রতিষ্ঠানের সেইসব নির্দিষ্ট ধরনের আচরণবিধি সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা উচিত, যা সাবধানতার সহিত এড়িয়ে চলতে হবে।

যে প্রতিষ্ঠানগুলি চুক্তিবদ্ধ অথবা মধ্যস্থতা দ্বারা চুক্তিবদ্ধ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, বিশেষত প্রতিযোগীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তাদের উচিত আইনের সঠিক দিকে থাকার জন্য উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিল্প/ব্যবসা সমিতির সদস্য, সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতামূলক আইন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার সময় এটি সুনিশ্চিত করা উচিত যে তা দৈনিক ভিত্তিতে ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করা যায়। একটি অত্যাধুনিক আইনি গ্রন্থ সেইসব কর্মীদের জন্য উপযুক্ত দলিল হতে নাও পারে যারা দৈনিক ভিত্তিতে কাজ দেখাশোনা করে এবং আইনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচিগুলো প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করা উচিত এবং তা এমন একটি কর্মসূচি হতে হবে যার মাধ্যমে খুব সহজেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা যাবে।

ব্যবহারিক নির্দেশিকা এমনভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত যার মাধ্যমে বাজারে সংস্থার অবস্থান প্রতিফলিত হয়।

নির্দেশিকায় ব্যবহৃত কিছু দিক:

- বিভিন্ন প্রকার বহিরাগত আলোচনা সর্বদা নিষিদ্ধ করা হবে (উদা: মূল্য)
- বৈধভাবে বিনিময়যোগ্য তথ্যের ওপর নির্দেশিকা এবং কোনগুলি গোপনীয় বা বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য তা নির্দেশ করা
- প্রতিযোগীদের (অথবা সরবরাহকারীদের/গ্রাহকদের) সঙ্গে বৈঠক সুষ্ঠ সম্পাদনার জন্য নির্দেশিকা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মূল্য নির্ধারণ (উপযুক্ত পুনরায় বিক্রয়মূল্য রক্ষণাবেক্ষণসহ) ওপর উপদেশ
- গ্রাহকদের অথবা সরবরাহকারীদের থেকে কিভাবে অভিযোগ সামলাবে তার ওপর উপদেশ

- প্রভাবশালী কোম্পানির ক্ষেত্রে গ্রাহক/সরবরাহকারীদের সাথে কিভাবে যত্ন সহকারে আচরণ বিধি মেনে চলবে তার ওপর উপদেশ
- ব্যবসায়িক সংস্থার ক্ষেত্রে কি কি করণীয় ও কি কি করণীয় নয়, তার ব্যবহারিক উদাহরণের সাথে জীবন্ত উদাহরণ, যা ব্যবসার উন্নতিতে খুবই কার্যকর হবে

প্র.৭ একটি সিসিপির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

উ. একটি সিসিপির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলি হলো :

- সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচিতে প্রবীণ ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতির স্পষ্ট বিবৃতি
- একটি প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির সহজলভ্যতা
- প্রশিক্ষণ ও কর্মচারীদের শিক্ষা
- সামঞ্জস্যতার ম্যানুয়াল
- সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির প্রধান নীতিগুলি সহজ এবং সাধারণ ভাষায় যা সহজে বোধগম্য হয় সেটাতেই হওয়া উচিত
- একটি কার্যকরী অনুসরণ নীতি হল- কর্মচারীদের থেকে অঙ্গীকার স্বরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেওয়া যে তারা ব্যবসায়িক লেনদেন ও কর্মচারীদের আচার আচরণ কাঠামোর নিয়ম অনুসারে করবেন, যারা এই আইন লঙঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে
- প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে এটা সুনিশ্চিত করা উচিত যাতে কর্মচারীরা কোন লেনদেন **প্রতিযোগিতামূলক** আইন মেনে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারেন এবং আইন লঙঘনের সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করতে পারেন । এই চর্চা "সর্বোত্তম কার্যাভ্যাস" হিসাবে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিয়মের অন্তর্গত হওয়া উচিত

প্রতিষ্ঠান একটি কার্যকর সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি উদ্ভাবনের জন্য নিম্নলিখিত অপরিহার্য উপাদান বিবেচনা করতে পারে যেমন :

- প্রতিযোগিতামূলক আইন এবং তার প্রবিধান, সরকার এবং ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক কমিশন প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলার একটা সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি
- ব্যবসায়িক লেনদেনের আচরণবিধির সামগ্রিক নীতি মেনে চলার জন্য সব কর্মচারী এবং পরিচালকদের দায়িত্ববোধ ও এই মর্মে তাদের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুত চেয়ে নেওয়া
- ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আইনের বিধানাবলী লঙঘনে কোম্পানিকে জড়ানোর অপরাধে কর্মচারী/পরিচালক/স্বত্বাধিকারী/অংশীদারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে একটি প্রতিশ্রুতি

প্র.৮ কিভাবে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট করা যেতে পারে ?

উ. জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার সমর্থন দৃশ্যমান, সক্রিয় এবং নিয়মিতভাবে চাঙ্গা হতে হবে। জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সর্বোচ্চ স্তর থেকে চালিত হওয়া উচিত। প্রতিশ্রুতির উপাদান বিভিন্ন উপায় অর্জন করা যেতে পারে, যথা-

- সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচিতে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধকরণের একটি ব্যক্তিগত বার্তা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার তরফে কর্মচারীদের জানান হয়ে থাকে
- কোম্পানির "মিশন স্টেটমেন্ট" অথবা পরিচালনা ও নৈতিকতার কোড সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিকে উল্লেখ করে
- প্রোগ্রামের প্রতি আনুগত্য দেখানো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের অংশ করা
- সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী নিশ্চিত করার জন্য, সামগ্রিক দায়িত্ব নিতে সক্ষম এমন একজন জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য (সামঞ্জস্যপূর্ণ অফিসার) নিয়োগ, যার দায়িত্ব :
  - সঠিক পরিকল্পনা,
  - নিয়মিত পর্যবেক্ষন,
  - কার্যকররূপে বাস্তবায়ন,
  - বোর্ডকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রিপোর্ট দেওয়া।

সামঞ্জস্যনীতির কার্যকারিতা আরো উন্নত হবে, যদি এটাকে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের হিউমান রিসোর্সে এবং শাস্তিমূলক নীতির সাথে সংযুক্ত করা হয়। এটি কর্মীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে উদ্যত করবে। এছাড়া, প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃপক্ষের কাছে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণতার প্রতি পরিচালনার গুরুত্ব প্রতিফলন করবে। বিঁধিলঙঘনের ভিন্ন মাত্রার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে নিষেধাজ্ঞার মাত্রা এবং ফলস্বরূপ সবচেয়ে গুরুতর লঙঘনের জন্য অপসারণও করা হতে পারে।

প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণতা গঠন করা যেতে পারে বিদ্যমান কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা, যাতে কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে একটি ফর্ম-এ স্বাক্ষর করতে বলা হবে, এটা নিশ্চিত করতে যে তারা কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

এটা কোনো প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিযোগিতামূলক নীতি খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকতে পারে।

সামঞ্জস্য নীতির কার্যকারিতা আরো উন্নত হবে যদি এটিকে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের হিউমান রিসোর্সে এবং শাস্তিমূলক নীতির সাথে সংযুক্ত করা হয়। হিসাবরক্ষণ ও শিল্পের উদ্দেশ্যে আর্থিক তথ্য রাখার জন্য বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব নীতি আছে। যেই তথ্য একটি প্রতিষ্ঠান বা কোনো কর্মচারীর প্রতিযোগিতামূলক আইনের ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা প্রমান করতে সাহায্য করবে তা সংরক্ষণ করে রাখা উচিত যাতে লঙঘন অভিযোগের মামলাতে আত্মরক্ষা না করতে হওয়ার মতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়।

প্র.৯ সিসিপিতে প্রশিক্ষণের ভূমিকা কি?

উ. একটি প্রতিষ্ঠানের উচিত জ্ঞানী পেশাদার যার দক্ষতা ও কর্পোরেট সামঞ্জস্যপূর্ণতায় অভিজ্ঞতা আছে, এমন একজনকে দিয়ে সক্রিয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা। প্রশিক্ষণ যতটা সম্ভব ব্যবহারিক হওয়া উচিত এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠানের অতীতের প্রকৃত পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাগুলি নেওয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষণে লঙ্ঘনের পরিণতিও তুলে ধরা উচিত।

এর উদ্দেশ্য হল সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইন অমান্য-এর সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যকলাপ চিনতে এবং শনাক্ত করার ক্ষমতা বিকাশ করতে সক্ষম করা। সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাতে কঠিন আইনি ধারণা এবং দিক সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবহারিক ব্যাখ্যা বা উদাহরণ থাকতে হবে। এটা তাই যুক্তিযুক্ত যে প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা সংগঠিত করবে।

এটা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, যে কিনা প্রথমবার সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি লাগু করছে, যে তার সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি, তার উদ্দেশ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে।

যেসব প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচিকে সক্রিয় এবং বাস্তবায়িত করছে, বছরের পর বছর তার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে তাদের উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে নিয়মিতভাবে কর্মসূচি সংশোধন করা:

- ব্যবসা পরিবেশের পরিবর্তন
- বাজার বিভাজন
- প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রতিযোগিতা
- প্রতিযোগিতা অনুশাসন পরিবর্তন

তদন্তে কর্মচারীদের প্রস্তুতিকরণ

যখন একটি তদন্তের মুখোমুখি হতে হয় তখন তদন্তকারীরা কাজের জন্য দায়ী কর্মচারীদের সঙ্গে কথোপকথন করতে পারে। তাই জন্য কর্মচারীদের এই ধরণের তদন্তের সম্ভাবনা থেকে সচেতন করে দেওয়া উচিত এবং তাদের উচিত তদন্তকারী সংস্থাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করা।

ঝুঁকি তে থাকা কর্মচারী ও বিভাগগুলির সনাক্তকরণ

সেইসকল কর্মচারীদের ও বিভাগগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন যারা প্রতিযোগিতা আইন এর আওতায় পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। এগুলি স্বাভাবিক ভাবে:

- যারা বিক্রয় ও বিপণন করছে
- যারা প্রতিযোগীদের সঙ্গে সরাসারি যোগাযোগ রাখছে
- যারা প্রতিস্থাপন এবং বিতরণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত
- যারা সমন্বয় মোকাবিলায় নানা পন্থার আশ্রয় নিয়েছে

জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির সংযুক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি যাতে কর্মীরা সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

গোপনীয়তা

যতক্ষন না গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয় ততক্ষন পর্যন্ত কর্মচারীরা অভিযোগ লংঘনসম্পর্কে অবহিত করতে নাও পারে, বিশেষত যদি পরিচিত কেউ জড়িত থাকে। প্রাথমিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধিকারিকের সাথে মৌখিকভাবে যোগাযোগ গোপনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নথিকরণ অনুসরণ করতে হবে এবং রিপোর্ট সংগ্রহকরণ ও নথিভুক্ত করতে হবে, এটি নিশ্চিত করতে যে, বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি বা অঘোষিত অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

প্র.১০ সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (একটিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা এ.আর.এম.) কি এবং সামঞ্জস্যপূর্ণতায় এ.আর.এম. পদ্ধতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উ. সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল লঙঘন ও অসম্মতির ঝুঁকি এড়ানো, প্রতিষ্ঠানের ওপর তার যাবতীয় পরিণতি সহ।

তবে, আইনের উন্নতির সাথে সাথে পদ্ধতি ও প্রবিধানগুলি নিয়মিতভাবে আরো উন্নত হচ্ছে এবং মতামত ও সমস্যার ওপর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার প্রতি একটি স্থিতিশীল নীতি উদ্দেশ্য প্রনোদিত করতে পারেনা, এটি এমনকি হিতে বিপরীত হতে পারে।

একটি গতিশীল পরিবেশ সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আবশ্যক করে দেয়। প্রতিযোগিতা আইন অনুসারে যা গত কাল সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তা আজ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে ঘোষণা হয়ে যেতে পারে, অথবা যে শর্তের অধীনে কোনো আচরণ আজ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটি ভিন্ন শর্তের অধীনে কাল অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। অতএব, একটি সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দরকার হয়ে পরে। চুক্তির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

চুক্তির ক্ষেত্রে সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

- কোম্পানি দ্বারা স্বাক্ষরিত সব চুক্তি এবং প্রতিযোগিতার সামঞ্জস্যের জন্য মূল্যায়নের রেকর্ড রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো চুক্তির ফলস্বরূপ কমিশন দ্বারা প্রতিযোগিতা আইনের বিধান লঙঘনের ঝুঁকি থেকে যায়, যা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুব ব্যয়বহুল হতে পারে।
- প্রতিযোগিতার দিক থেকে চুক্তির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি থাকা দরকার। এই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ আধিকারিকের ওপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, যেহেতু বাণিজ্যিক বিভাগ দ্বারা ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়।
- বিপণন/বিক্রয়/ক্রয় বিভাগের আইনগত বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত। রেকর্ডে যে চুক্তি আছে প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরে তার প্রতিযোগিতার পর্যালোচনা হওয়া উচিত. খুব বড়ো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই পর্যালোচনা বাৎসরিক ভিত্তিতে হতে পারে।
- যখন এইরূপ সক্রিয় ঝুঁকিবিহীন ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তরীণ ভাবে সম্ভব হয়না তখন বাইরের বিশেষ সংস্থার সহায়তা নেওয়া উচিত।

একটি কার্যকর সামঞ্জস্য কর্মসূচি একটি নিরীক্ষণ পদ্ধতিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সামঞ্জস্য কর্মসূচি শুরুর সময় পদ্ধতির এবং নথির ইমেল সহ একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ চালু করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে এটির পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। সামঞ্জস্য কর্মসূচির কার্যকরিতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির অনুসারে এই প্রকার নিরীক্ষণ এর প্রকৃতি তৈরী করা উচিত।

পদ্ধতি, নথি এবং প্রতিটি কর্মচারীর ইমেল নিরীক্ষণ করা খুব কঠিন কাজ হয়ে উঠতে পারে, তাই সবথেকে বেশি ঝুঁকি তে থাকা কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট দিনের ইমেল এর "স্ন্যাপ শট" নিরীক্ষণ করে তাদের চিহ্নিত করা যায়। কর্মচারীদের নিজেদের ইমেল নিরীক্ষণ করাকে ঘিরে অস্বস্তি হলে বহিরাগত আইনি উপদেষ্টার সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

প্র.১১ প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা করা কি অপরিহার্য?

উ. প্রতিষ্ঠান গুলিকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এটি নিশ্চিত করার জন্য যে, সামঞ্জস্য কর্মসূচী যেন প্রাসঙ্গিক, ব্যাপক ও কার্যকর হয় এবং বর্তমান সর্বোত্তম কার্যাভ্যাস প্রতিনিধিত্ব করে। সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচীর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন তাকে প্রাসঙ্গিক তাকে রাখতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি পৃথক কর্মীদের আইনি প্রক্রিয়া, নীতি ও পদ্ধতির জ্ঞান মূল্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

সামঞ্জস্য নীতির প্রতি আনুগত্য, কোনো ব্যক্তি ও দপ্তরের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন মানদণ্ডের একটি নির্ণায়ক হতে পারে। এটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নিশ্চিত করা উচিত যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি যতটা সম্ভব স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত রয়েছে।

সামঞ্জস্য কর্মসূচি প্রস্তাবিত ফলাফল অর্জন করে কিনা এবং পদ্ধতি যথাযথ ও কার্যকর হয় কিনা তা মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। মূল্যায়নের ফলাফলে সামঞ্জস্য পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা কর্মসূচি, এবং সামঞ্জস্য ম্যানুয়াল সহ সামগ্রিক কর্মক্ষম পদ্ধতিতে উপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে সামঞ্জস্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেরণা, নেতৃত্বের চালকশক্তি, ক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টন, মানবিক ও শারীরিক সম্পদের সমর্থন এবং যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাই সামঞ্জস্য নীতি অনুযায়ী মূল্যায়ন মানদণ্ড নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্র.১২ প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির মূল্যায়নের জন্য কর্মক্ষমতা সূচকগুলি কি কি?

উ. উদ্যোগীরা সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কর্মক্ষমতা সূচকের উদ্ভাবন করার বিবেচনা করতে পারে। কর্মক্ষমতা সূচকের একটি অর্থবোধক তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে:

- সামঞ্জস্য নিয়ে প্রধান নির্বাহীর সংকল্প সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা কতটা সচেতন?

- কি ধরণের আচরণে প্রতিযোগিতামূলক আইন লংঘন হয় তা সম্পর্কে কি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিষ্কার ধারণা আছে?
- আইন লঙঘন প্রতিরোধে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা কি করণীয় আর কি করণীয় না তা কি জানেন?
- সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন কি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার সব স্টোরে অনুভূত হচ্ছে?
- প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পদ্ধতি কতদূর প্রতিযোগিতা আইনের বিধানাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখেছে?
- একই ব্যবসায়িক কার্যক্রমে লিপ্ত অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় একটি প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্যতা স্তর কতটা উঁচুতে?
- কতগুলো লঙঘন হয়েছে এবং তাদের গুরুত্ব কতটা?
- ঐধরণের লঙঘনের বিরুদ্ধে কি ধরণের সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে এবং তা কতটা কার্যকর?
- কত প্রায়শই অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ হয়ে থাকে এবং সেই পর্যবেক্ষণ কি আইন লঙঘন চিহ্নিত করতে এবং বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে?
- কাকে এবং কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং শিক্ষা কর্মসূচি কতটা কার্যকর হয়েছে?

প্র.১৩ শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দ্বারা কিরূপ যত্ন গ্রহণ করা উচিত?

উ. শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচিত নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলা:

- অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের দাম,
- কি কি "ন্যায্য মুনাফা স্তর" গঠন করে,
- মূল্য নীতি এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের খোর,
- সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস,
- মূল্য প্রমিতকরণ বা স্থিতিশীলতা,
- প্রকল্পের জন্য দর কষাকষি,
- ষড়যন্ত্রপূর্ণ টেন্ডারিং (বিড রিগিং),
- ঋণ ও বাণিজ্য পদ এর প্রমিতকরণ,
- উৎপাদনে সংযম,
- বাজারের বিভাজন বা স্থান বন্টন,
- গ্রাহক নির্বাচন করা তাদের সাথে লেনদেন করার জন্য বা না করার জন্য,
- বাজারে সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ।

প্র.১৪ সামঞ্জস্যঅফিসার-এর ভূমিকা কি?

উ. সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রোগ্রামের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, এটি কাঙ্ক্ষিত যে, সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী জোরদার করার জন্য যথাযথ ক্ষমতাসহ একজন সামঞ্জস্য কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করা হবে।

- সামঞ্জস্যপূর্ণ অফিসারকে বাঞ্ছনীয়ভাবে একজন স্বাধীন পেশাদার হতে হবে যার সামঞ্জস্যপূর্ণতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং সুপারদর্শিতা আছে ।
- তিনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হবেন এবং একটি কর্মসূচী পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকার সাথে সাথে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রেরণা দেবেন, যেকোনো সহচারী প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন, সামঞ্জস্য ম্যানুয়াল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরীক্ষণ প্রস্তুত করবেন।

প্র.১৫ সামঞ্জস্য ম্যানুয়াল কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উ. সামঞ্জস্যপূর্ণতা সহজতর করার জন্য, প্রতিষ্ঠানের একটি সামঞ্জস্য ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা উচিত এবং আইনের বিধান মেনে চলার জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকাসহ সেটা তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিতরণ করা উচিত।

- ম্যানুয়ালটি উপরে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্য, তার ব্যবসা, তার কর্মক্ষম পরিবেশ, এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিযোগিতামূলক শাসন- সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ম্যানুয়ালটিতে সম্পূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সঠিকভাবে তা বিতরণ করা হবে।
- সামঞ্জস্য ম্যানুয়ালটি, সামঞ্জস্যপূর্ণ আধিকারিকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, বিতরণ এবং তা বাস্তবায়িত করা উচিত।
- ভারপ্রাপ্ত অধিদপ্তর / বিভাগগুলিকে, ব্যবসায়িক পরিবেশ ও বাজার পরিস্থিতির যেকোনো পরিবর্তন যার প্রভাব সামঞ্জস্যের ওপর পরতে পারে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ আধিকারিক কে জানানো উচিত এবং অধস্তনদের মতামতও জানান উচিত।
- প্রতিষ্ঠানকে, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনাসহ চূড়ান্ত দায়িত্ব সমন্বয়ে সামঞ্জস্য কর্মসূচী দেখাশোনা ও তার কার্যকারিতার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনাসহ, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কমিটির গঠন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র

সিসিআই একটি 'কমপ্লায়েন্স ম্যানুয়াল ফর এন্টারপ্রাইজেস' প্রকাশ করেছে যা ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করতে পারে। এটি কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে www.cci.gov.in

প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী
চেকলিস্ট

- সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুসারে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যদিও উপাদানের সংখ্যা অনুরূপ থাকবে।
- সামঞ্জস্যপূর্ণ আধিকারিক : সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও তার রক্ষনাবেক্ষণ দেখাশোনা করার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করবে।
- আইনের বিষয় নিয়মিত ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সম্ভাব্য লঙঘনের চিহ্নিতকরণ
- একটি ব্যাপক সামঞ্জস্যপূর্ণ ম্যানুয়াল, যা সাধারণ কর্মচারীদের কাছে বোধগম্য। এতে প্রয়োজনীয় বিশদ ব্যাখ্যা থাকা উচিত।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালন পদ্ধতি থাকা উচিত সেই সকল পরিস্থিতির জন্য, যেখানে প্রতিযোগিতার বিধান লঙঘনের ভয়ে কর্মচারীদের সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে।
- আইনি বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে চুক্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হতে হবে, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে -সেখানকার বিধানগুলি ২০০২ সালের প্রতিযোগিতামূলক আইন বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রতিযোগিতার দিক থেকে পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা উচিত।
- কর্মচারীদের মৌখিক বা লিখিত কথোপকথনে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ই-মেল যোগাযোগে ভাষার উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করা উচিত।
- রেকর্ডিং এর একটি সঠিক পদ্ধতি অথবা মিটিং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং অন্যান্য ঘটনা যা প্রতিষ্ঠান বা তার কর্মচারী দ্বারা প্রতিযোগিতাবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এর প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে - তা নিশ্চিত করতে হবে।
- যেখানে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, সামঞ্জস্য কর্মসূচী সেইসব দেশের অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত করা উচিত।
- সক্রিয় / গতিশীল ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী, সামঞ্জস্য কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য উপাদান হতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সামঞ্জস্য কর্মসূচীর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সামঞ্জস্য কর্মসূচীকে একীভূত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

কিভাবে তথ্য দায়ের করতে হবে?

কিভাবে তথ্য দায়ের করতে হবে?

কারা তথ্য দায়ের করতে পারেন?

- যে কোনো ব্যক্তি, ক্রেতা কিংবা তার সংগঠন অথবা কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা কমিশনের কাছে তথ্য পেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার অথবা আইন দ্বারা স্বীকৃত কোনো কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের নিকট তথ্য পেশ করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF), সংস্থা, কোম্পানী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় অথবা কোনো কৃত্রিম বিচারসংক্রান্ত ব্যক্তি ইত্যাদি হল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টি কি হবে যার উপর ভিত্তি করে তথ্য দায়ের করা যাবে?

- তথ্যগুলি যে সমস্যার জন্য দায়ের করা যেতে পারে তা হল –বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক চুক্তি, প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহার, সমন্বয়ের অভাব অথবা ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতার উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব।

কোন নির্দিষ্ট বিধান গুলি প্রতিযোগিতার আইনবিরোধী প্রতিযোগিতামূলক চুক্তিগুলির ২০০২ (সংশোধিত) (আইন) উপর বর্তিত হয়েছে?

- আইনের ৩(১) ধারা অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমিতি বা ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ, সঞ্চয়স্থান, অধিগ্রহণ বা পন্যের নিয়ন্ত্রণ,পরিষেবার বিধান ইত্যাদি সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করা নিষেধ,যা কিনা ভারতের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপর কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।
- কোনো চুক্তি যদি উপরে উল্লিখিত বিধানগুলিকে লঙঘন করে তাহলে তা বাতিল করা হবে। [ধারা ৩(২)]
- একাধিক উদ্যোগের মধ্যে, অথবা উদ্যোগ সমিতির মধ্যে, অথবা ব্যক্তিসমিতির মধ্যে, অথবা ব্যক্তি এবং উদ্যোগের মধ্যে কোনো চুক্তি,বা কোন উদ্যোগসমিতি বা ব্যক্তিসমিতি, কার্টেল সহ, যারা এক বা একধরনের পণ্যের বানিজ্যে অথবা পরিষেবা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কোনো কার্যকলাপ বা গৃহীত সিদ্ধান্ত, যা
  - প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রয় বা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে।
  - উৎপাদন, সরবরাহ, বাজার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিনিয়োগ বা পরিষেবা সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করে।
  - বাজারে ভৌগলিক এলাকার বন্টনের মাধ্যমে, পণ্য বা পরিষেবার ধরণ, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বা অন্য কোনো অনুরূপ উপায়ে বাজারের বা উৎপাদনের উৎস অথবা পরিষেবার ব্যবস্থা ভাগ করে নেয়।

- দর-কারচুপি বা অশুভ আঁতাতে যুক্ত নিলামীর মধ্যে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ফলাফল নির্ণীত করে, তার প্রতিযোগিতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব আছে বলে অনুমান করা হয়।

- ধারা ৩(৪) অনুয়ায়ী কোন উদ্যোগ, বা ব্যক্তি, যারা উত্পাদন শৃঙ্খলায় পৃথক পর্য্যায়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো চুক্তি, যা কিনা উত্পাদন, সরবরাহ, বন্টন,স্টোরেজ, বিক্রয় অথবা দাম, কিংবা পণ্যের বানিজ্য অথবা পরিষেবা প্রদান সংক্রান্ত, যেমন

  (ক) নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ হওয়া

  (খ) একচেটিয়া সরবরাহ চুক্তি

  (গ) একচেটিয়া বন্টন চুক্তি

  (ঘ) চুক্তির প্রত্যাখ্যান

  (ঙ) পুনর্বিক্রয়মূল্য রক্ষণাবেক্ষণ

  তা উপধারা (১) কে উল্লংঘন করবে যদি তা ভারতে প্রতিযোগিতার উপর একটি উল্লেখযোগ্য বিরূপপ্রভাব সৃষ্টি করে বা করার সম্ভাবনা রাখে।

- ধারা ৩(৫),আইনের ধারা ৩-এর কিছু নির্দিষ্ট ব্যাতিক্রম বর্ণনা করে।

প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহারের উপর প্রতিযোগিতামূলক আইন-২০০২ এর নির্দিষ্ট বিধানগুলি কি কি?

- কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা গোষ্ঠী তার প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহার করতে পারে না [ধারা ৪(১)]

- আইনের ৪ নং ধারা (২) প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত নিম্নলিখিত প্রথাগুলিকে অপব্যবহার হিসেবে নির্দেশ করে :

  ক) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দ্রব্য ও পরিষেবার ক্রয় এবং বিক্রয়ের ওপর অন্যায্য তথা বৈষম্যমূলক শর্ত আরোপ করা; বা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দ্রব্য ও পরিষেবার ক্রয় এবং বিক্রয়ের ওপর অন্যায্য তথা বৈষম্যমূলক মূল্য (প্রিডেটরি মূল্যসহ) আরোপ করা;

  খ) বাজারে দ্রব্যের উৎপাদনঅথবা পরিষেবার বন্দোবস্তকে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করা; দ্রব্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত উপভোক্তাদের পূর্বধারণার সাপেক্ষে প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করা;

  গ) বাজারে প্রবেশ সীমাবদ্ধ করে এমন কোনও অনুশীলন বা অনুশীলনে লিপ্ত হয় ; বা

  ঘ) এমন একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে যাতে শর্ত থাকে যে অন্যান্য পক্ষগুলির কিছু সম্পূরক বাধ্যবাধকতা থাকবে যাদের সাথে প্রকৃতিগতভাবে বা বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুসারে, এই জাতীয় চুক্তির বিষয়ের কোনও সংযোগ নেই; বা

ঙ) প্রভাবশালী অবস্থানের সৌজন্যে একটি প্রাসঙ্গিক বাজার থেকে আর একটি প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রবেশ অথবা নিকটবর্তী প্রাসঙ্গিক বাজারকে রক্ষা করা

ভারতের কম্পিটিশন কমিশনের নিকট কিভাবে তথ্য দায়ের করা যাবে?

আপনার আইনগত নাম

- আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা, পিনকোড, টেলিফোন নম্বর,ফ্যাক্স নম্বর, ইলেক্ট্রনিকমেল ঠিকানা সূচিত করুন।
- পরামর্শদাতা বা তথ্যদাতার অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম এবং ঠিকানা উল্লেখ করুন, যদি থাকে।
- আইনের বিধান লঙঘন করেছে বলে অভিযোগ করা এন্টারপ্রাইজ (গুলি) এর আইনি নাম এবং ঠিকানা (গুলি) উল্লেখ করুন। পরিষেবার জন্য আপনার পছন্দসই ধরণ চিহ্নিত করুন যার মাধ্যমে আপনি কমিশনের কাছ থেকে উত্তর পেতে চান।
- প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাগুলি উল্লেখ করুন যারা আইনের বিধানাবলী লঙঘন করেছে এবং কৌঁসুলি বা আইনি উপদেষ্টার নাম এবং ঠিকানা অথবা যদি কোনো অনুমোদিত প্রতিনিধি থাকে, তার নাম ও ঠিকানা দিন।

তথ্যের মূল বিষয়বস্তু।

- আইনে কথিত লঙঘনের বিস্তৃত বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত তথ্যকে সর্বদা তথ্য বিবরণীর আকারে হওয়া উচিত। একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করে সব কাগজপত্র, হলফনামা এবং প্রমাণ, মামলা অনুযায়ী কথিত লঙঘনের সমর্থনকে ও সজ্জিত করা যেতে পারে। কথিত লঙঘনের সমর্থনে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ যা কমিশনকে দ্রুততার সঙ্গে ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপনার ঘটনাকে পরীক্ষা করে দেখতে সাহায্য করবে।
- যে উপশম বা অন্তর্বর্তী উপশম আপনি কমিশনের থেকে পেতে চান সেটির কথা উল্লেখ করুন।
- কমিশনে জমা দেওয়ার আগে নিশ্চিত হোন যে তথ্য পরিশিষ্টের এবং অ্যাটাচমেন্ট/ সংযোজনের সাথে সম্পূর্ণ করা এবং যথাযথ ভাবে আপনার দ্বারা যাচাই করা।
- দায়ের করা তথ্যে পৃথকভাবে আবেদনকারীর স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক। এক মালিকানা সংস্থার একমাত্রস্ব ত্বাধিকারী, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের (HUF) ক্ষেত্রে কর্তা, কোম্পানীর ক্ষেত্রে পরিচালনসমিতি দ্বারা অনুমোদিত ম্যানেজার, পরিচালন অধিকর্তা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে যেকোনো অধিকর্তা, যথাযথভাবে স্বাক্ষরকরতে পারে| একটি বৈধ ওয়াকালতনামা একজন উকিলের মাধ্যমে দায়ের করা প্রয়োজন।
- এছাড়াও আপনার কৌঁসুলি তথ্যে তার স্বাক্ষর যুক্ত করতে পারেন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে উল্লেখ করতে পারেন।

কাকে সম্ভাষণ করা হবে এবং কোথায় দায়ের করা হবে?

- কমিশনের তথ্য অথবা রেফারেন্স অথবা প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে, ব্যাক্তি বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বা ক্যুরিয়ার সার্ভিস বা হস্তলিপি প্রেরণ দ্বারা সম্বোধন করতে হবে সচিব বা অনুমোদিত কর্মকর্তাকে।

- যাইহোক তথ্যের সমর্থনের জন্য যদি কোনো পৃথক বা অতিরিক্ত কাগজপত্রের উপর আপনি নির্ভর করতে চান তবে রেফারেন্সকে একটি গ্রন্থের আকারে দাখিল করতে হবে, অন্তত সাধারণ সভার সাতদিন পূর্বে, কার্যধারার জন্য উল্লিখিত কাগজপত্র নথির দায়িত্ব অন্যপক্ষও পালন করার পর, পরিষেবাটির তথ্যচিত্র প্রমাণসহ দাখিল করা প্রয়োজন। কিছু নথির ক্রমানুসারে চিহ্নিতকরণ করা প্রয়োজন, যার একটি সূচিকা থাকবে এবং একটি যাচাইকরণের দ্বারা অনুমোদিত হবে।

- সমস্ত রকম তথ্য/তথ্যগুলি বা রেফারেন্স অথবা প্রতিক্রিয়া বা অন্যান্য দলিল যা কমিশনের সামনে দায়ের করার প্রয়োজন হয় সেগুলিকে অবশ্যই টাইপ করতে হবে ১২ সাইজের এরিয়াল ফন্টে A4 মাপের (২১০x ২৯৭ মিমি অথবা ৮.২৭'' x ১১.৬৯'') সাদা অঙ্গীকার/ মুচলেকা কাগজে বাঁদিক ২'' মার্জিন ও অন্যান্য পাশে ১'' মার্জিনের সাথে দ্বিগুণ ব্যবধানে।

- শুধুমাত্র পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ফটোকপি বা স্ক্যান করা নথি যথাযথভাবে সত্য কপি হিসাবে প্রত্যায়তি সংযুক্তি বা প্রদর্শন হিসাবে দায়ের করা যাবে।

কত পারিশ্রমিক দিতে হবে?

- যে তথ্য আপনি কমিশনের কাছে দায়ের/ প্রদান করবেন তা পারিশ্রমিক প্রদান করার আনুষঙ্গিক প্রমাণসহ দায়ের করতে হবে

  (ক) ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের (এইচইউএফ) ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার) টাকা পারিশ্রমিক দিতে হবে,

  (খ) বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বা কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন, বা একটি সমবায় সমিতি বা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে 10,000 টাকা (দশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিক দিতে হবে,

  (গ) ফার্ম (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা কোম্পানি (এক ব্যক্তি সংস্থা সহ) এর পূর্ববর্তী বছরে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত টার্নওভার থাকলে, 40,000 টাকা (চল্লিশ হাজার) পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করতে হবে

  (ঘ) ফার্ম (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা কোম্পানি (এক ব্যক্তি সংস্থা সহ) এর পূর্ববর্তী বছরে দুই কোটি টাকা ছাড়িয়ে টার্নওভার এবং 50 কোটি টাকা পর্যন্ত, 1,00,000 টাকা (এক লক্ষ) পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করতে হবে

  (ঙ) যদি উপরোক্ত দফা (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ) এর অন্তর্ভুক্ত না হয় তা হলে ৫০,০০০/- টাকা পারিশ্রমিক দিতে হবে।

কিভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন?

ডিমান্ড ড্রাফ্ট বা ব্যাংকারের চেক টেন্ডার করে, কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম্পিটিশন ফান্ড), নয়াদিল্লির পক্ষে প্রদেয় অথবা এনইএফটি/আরটিজিএস/আইএমপিএস মোডের মাধ্যমে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম্পিটিশন ফান্ড) অ্যাকাউন্টে প্রদান করা যেতে পারে: -

অ্যাকাউন্ট নং ১৯৮৮০০২১০০১৮৭৬৮৭ আইএফএসসি কোড-পিইউএনবি0198800 পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ভিকাজিকামা প্লেস, নিউদিল্লি-১১০০৬৬

অথবা

অ্যাকাউন্ট নং সিএলসিএ০১১০০০০২ কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, ভিকাজিকামা প্লেস, নিউদিল্লি-১১০০৬৬

সহায়তার জন্য: কোনও সন্দেহের ক্ষেত্রে বা আপনার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আপনি সর্বদা কমিশনের সচিবালয়ের কাছে যেতে পারেন। কমিশনের সচিবের ল্যান্ডলাইন নম্বর এবং ইমেল আইডি হল 20815009 (আন্তর্জাতিক কোড +91 11 সহ; জাতীয় এসটিডি ০১১) এবং secy@cci.gov.in। আইনের ৩ বা ৪ ধারায় এবং আইনের ৫ ও ৬ ধারায় দায়ের করা সম্পর্কিত অনুসন্ধানের জন্য যথাক্রমে atdregistry@cci.gov.in এবং combination@cci.gov.in করা যেতে পারে। আরও তথ্যের জন্য https://www.cci.gov.in/contact-us-0 সিসিআই-এর আমাদের পৃষ্ঠায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

- তদন্ত এবং তদন্ত সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলির বিশদ বিবরণের জন্য, তথ্য দাখিলের জন্য আপডেট করা সাধারণ বিধিগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। (সিসিআই ওয়েবসাইটে www.cci.gov.in এবং লিঙ্ক http://www.cci.gov.in/sites/default/files/regulation_pdf/cci-general-regulations-as-amended.pdf)।
- কমিশন বিভিন্ন প্রতিযোগিতাবিরোধী অনুশীলন সম্পর্কিত বিধানের উপর অ্যাডভোকেসি সিরিজের পুস্তিকাও প্রকাশ করেছে। এগুলি কমিশনের ওয়েব পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে বা ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের ফেসিলিটেশন সেল থেকে হার্ড কপি পাওয়া যেতে পারে।

কার্টেল

কার্টেল

সূচনা

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২(সংশোধিত) [আইনটি] আধুনিক প্রতিযোগিতার আইনের দর্শন অনুসরণ করে এবংএই আইনটির লক্ষ্য প্রতিযোগিতা গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অ-প্রতিযোগিতামূলক কাজকর্ম থেকে ভারতীয় বাজারকে রক্ষাকরা। অ-প্রতিযোগিতামূলক চুক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার নিষিদ্ধ এবং সম্মিলিত প্রক্রিয়া (একত্রীকরণ, সংযুক্তিকরণ ও আয়ত্তি) নিয়ন্ত্রণ করে ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব নেই তা নিশ্চিত করার জন্যই এই আইনটি।

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ (সংশোধিত) যেকোনো চুক্তি যা ভারতের বাজারে প্রতিযোগিতার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তা বাতিল করে। এইরকম যেকোনো ধরনের চুক্তি বাতিল করা হয়।

কোনো চুক্তি আনুভূমিক (হরাইজন্টাল), অর্থাৎ দুটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে হতে পারে যা মূলত একইরকম বস্তু বা পরিষেবায় নিযুক্ত। আবার এটি উল্লম্বও (ভার্টিকাল) হতে পারে, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বাজারের উৎপাদনশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে।

কার্টেলীকরণ একটি অন্যতম আনুভূমিক চুক্তি যা আইনটির ৩নং ধারা অনুযায়ী প্রতিযোগিতার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

কার্টেল বলতে কী বোঝায়?

কার্টেল এই আইনের ধারা ২,দফা(গ)-এ বর্ণিত রয়েছে। "কার্টেল" উৎপাদক, বিক্রেতা, পরিবেশক, ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীর একটি সমিতি যা নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পণ্যের উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রয় বা এর মূল্য নির্ধারণ অথবা বাণিজ্য বা পরিষেবা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

কার্টেল বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের (যেমন ব্যক্তি, সরকারী বিভাগ, এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমিতি) মধ্যে কৃত চুক্তি, মূল্য,পণ্য, (পণ্য ও পরিষেবাসহ) বা গ্রাহকদের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার জন্য| এই আইনে ধারা ২ দফা (জ)-এব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে। কার্টেলের উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতামূলক স্তরের উপরে দাম বাড়ানো, যার ফলে ভোক্তা ও অর্থনীতিতে আঘাত লাগে।ফলে ভোক্তাদের কাছে কোনো উপায় থাকে না উচ্চমূল্যে নিম্ন মানের কম পণ্য এবং পরিষেবা কেনা ছাড়া ।

যখন দুই বা ততাধিকপ্রতিষ্ঠানঘোষিত বা অঘোষিত চুক্তি দ্বারা মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদন ও সরবরাহ সীমা নির্ধারণ,মার্কেট শেয়ার বা বিক্রয়কোটা নির্দিষ্টকরণ,অথবা এক বা একাধিক বাজারের আইনবিরুদ্ধ নিলামীতে জড়িত থাকে,সেখানে কার্টেল বিদ্যমান।কার্টেলের সংজ্ঞারএকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি চুক্তি প্রয়োজন যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা সীমিত করার জন্য হয়।

যখন একটি কার্টেলে বিদ্যমান সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান একই দেশভিত্তিক হয় না অথবা যখন এটি একাধিক দেশের বাজারকে প্রভাবিত করে, তখন তাকে **আন্তর্জাতিক কার্টেল** বলে।

আমদানিকারক কার্টেল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সমিতিসহব্য বসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত রূপ যা দেশের অভ্যন্তরে আমদানির উদ্দেশ্যে গঠিত।

একটি **রপ্তানিকারক কার্টেল** এক দেশভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যা অন্যান্য দেশগুলির বাজারকে কার্টেলীকরণ করার চুক্তিতে গঠিত।এই আইনটিতে যেইসব কার্টেল একচেটিয়াভাবে ভারতকৃত রপ্তানীর ক্ষেত্রে গঠিত তাদের অপ্রতিযোগিতামূলক চুক্তির আয়ত্তের বাইরে রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্র-বহির্গত প্রসার

কার্টেল সহ অ-প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম, যেগুলি ভারতের বাইরে সংঘটিত হলেও ভারতে প্রতিযোগিতার উপর প্রভাব ফেলে সেগুলি আইনের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে এবং কমিশন কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। আইনটি রাষ্ট্র-বহির্গত প্রসারলাভ করেছে (ধারা ৩(২)।

কার্টেল -আনুমানিক ক্ষতিকর

আইনে উল্লিখিত চার ধরনের কার্টেল সহ,একইরকম বস্তু বা পরিষেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দ্বারা কৃত চুক্তি সাধারণতআনুভূমিক চুক্তি নামে পরিচিত যা বাজারে যথেষ্ট প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং এটিঅ-প্রতিযোগিতামূলক এবং অপ্রযোজ্য।

তবে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত উপরোক্ত চার ধরনের যৌথ উদ্যোগ দ্বারা প্রবেশিতঅনুভূমিক চুক্তি, প্রতিযোগিতার উপর যথেষ্ট প্রতিকূল প্রভাব ফেলে না এবং উপরোক্ত ধারা ৩,উপ-ধারা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ।ধারা (৩) (৩) আইন অনুযায়ী যদি তারা উৎপাদন,সরবরাহ, বিতরণ,সংরক্ষণ,অধিগ্রহণ বা পণ্য বা সেবা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩)–এ বর্ণিত চুক্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য চুক্তিগুলি সহ :

- টাই-ইন ব্যবস্থা
- একটি একচেটিয়া সরবরাহ ব্যবস্থা
- একটি একচেটিয়া বন্টন চুক্তি
- চুক্তিতে অস্বীকারের অধিকার
- একটি পুনর্বিক্রয় মূল্য রক্ষণাবেক্ষণ

প্রতিযোগিতার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে কিনা কমিশন এটি তথ্যনির্ভর, যুক্তিসঙ্গত উপায়েমূল্যায়ন করবে ।

কার্টেল-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এটি সাধারণত গোপনভাবে কাজ করে।
- কার্টেল সদস্যদের অধিকাংশ কমিশনের থেকে নিজেদের লুকানোর জন্য তাদের কার্যকলাপ গোপন রাখতেচায়।
- কার্টেলের চিরস্থায়ীত্ব প্রতিশোধমূলক সতর্কতাসূচক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। যদি কোনো সদস্য প্রতারণা করে, কার্টেলের সদস্যগণ সাময়িক মূল্যহ্রাসের মাধ্যমে ব্যবসা বন্ধ বা সেই সদস্যকে বিছিন্ন করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।
- ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা নামক আরেকটি পদ্ধতি, যা প্রতারণা নিরুৎসাহিত করার জন্য অবলম্বন করা হয়।এই প্রকল্প অনুযায়ী যদি কোনো কার্টেলের একজন সদস্য তার বরাদ্দ শেয়ারের বেশি বিক্রি করে, তবে তাকেঅন্য সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কার্টেল গঠনে সহায়ক কয়েকটি শর্ত

যদি বাজারে বেশি প্রতিযোগিতা থাকে তবেকার্টেল গঠন এবং টিকে থাকা কষ্টকর।কয়েকটি কার্টেলীকরণ সহায়ক শর্ত হল:

- উচ্চ ঘনত্ব-কম প্রতিযোগী
- প্রবেশ এবং প্রস্থানে প্রচুর পরিমানে প্রতিবন্ধকতা
- পণ্যেসমতা (অনুরূপপণ্য)
- সমান উৎপাদনখরচ
- বাড়তি উৎপাদনক্ষমতা
- ক্রেতাদের পণ্যের উপর উচ্চ নির্ভরশীলতা
- গোপন চুক্তির ইতিহাস
- একটি সক্রিয় বাণিজ্য সমিতি

কার্টেল নিয়ে তদন্ত

কমিশন আইনটির ১৯ নং ধারা অনুসারে ন্যস্ত করা ক্ষমতাবলে, আইনটির ৩ নং ধারারশর্তগুলি লংঘনের যেকোনো অভিযোগ তদন্ত করতে পারে যা অন্য বিষয়ের থেকে কার্টেলকে আলাদা করে।

কমিশন যদি সন্তুষ্ট হয় যে কার্টেলে একটি প্রত্যক্ষরূপে তদন্তের বিষয় বর্তমান তা হলে সোজাসুজি ডিরেক্টর জেনারেলকে তদন্ত এবং রিপোর্ট তৈরীর নির্দেশ দিতে পারে। দেওয়ানী আদালত দ্বারা, দেওয়ানী কার্য-পরিচালনা ধারা অনুযায়ী ন্যস্ত করা ক্ষমতাবলে কমিশনের আদালতের শমন বা কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি বলবৎকরা এবং তাকে হলফ করে পরীক্ষা করা, হলফনামায় প্রয়োজনীয় আবিষ্কৃত ও নির্মিত তথ্যপ্রমাণ এবং গৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা কায়েম রয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেলকে

দেওয়ানী আদালত "অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তকরণ" পরিচালন ক্ষমতার পাশাপাশি তদন্ত সম্পাদনের ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: কোনো জিজ্ঞাসা বা তদন্ত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য অনুগ্রহ করে ২১ শে মে ২০০৯-এর প্রবিধান নং২, ২০০৯ পড়ুন (সিসিআই ওয়েবসাইট www.cci.gov.in

কমিশনের ক্ষমতা

কমিশন যেকোনো কার্টেল, কার্টেলের যেকোনো সদস্যের প্রতারণা অনুসন্ধান এবং এর জরিমানা স্বরূপ চুক্তি চলাকালীন প্রতি বছর লাভের তিন গুন অথবা ব্যবসায়ে যে টাকা বার বার খাটে সেই টাকার মোট পরিমাণের ১০%, যার মোট পরিমাণ বেশী তা দিতে বাধ্য করতে পারে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি যদি কোনো কোম্পানী হয় তবে এর ডিরেক্টর বা অফিসার যেই অপরাধী তার বিরূদ্ধেও মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

এছাড়াও ধারা ২৭-এর সাহায্যে কমিশনের ক্ষমতা আছে নিম্নলিখিত অথবা এগুলির মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় নির্দেশ করার–

- গোষ্ঠীগুলিকে কার্টেল চুক্তি বাতিল এবং পুণরায় চুক্তি গঠনে বাধা।
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত চুক্তিগুলিকে পরিবর্তন।
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন আদেশ যা কমিশন দ্বারা জারি এবং মূল্য পরিশোধন সহ বিভিন্ন নির্দেশে একমত হবে, তা পালন করতে এবং
- এই ধরনের অন্যান্য আদেশ বা নির্দেশ জারি যা উপযুক্ত বলে তারা প্রয়োজন মনে করে।

সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) প্রকল্প

কার্টেলের সদস্যদের, যারা কার্টেল সংক্রান্ত সম্পূর্ণ সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন, কমিশন আইনটির ৪৬ নং ধারা অনুসারে কম জরিমানা আরোপের দ্বারা সহানুভূতি প্রদর্শনে সমর্থ। প্রকল্পটি সদস্যদের কার্টেল সম্বন্ধিত সত্যি উদঘাটন ও তদন্তে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি হেতুবাক্য ভিত্তিক যা হল একটি সফল কার্টেলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় কার্টেলের সদস্যের দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্য আবশ্যক। এইরকম সহানুভূতিশীল প্রকল্প কার্টেলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর ক্ষেত্রে বিদেশী বিচারব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কমিশন দ্বারা ঘোষিত ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন (কম জরিমানা) প্রবিধান, ২০০৯ সালের কার্টেল সদস্যদের যারা কার্টেলের বিরোধিতা, কমিশনের সহায়তা এবং অভিযুক্ত কার্টেলের বিরোধিতা বা ব্যর্থতায় সহায়তা করবে তাদের সহানুভূতি প্রদর্শনের পদ্ধতি প্রক্রিয়াধীন।

দ্রষ্টব্য: কম জরিমানার শর্তাবলীর বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ১৩ই আগস্ট ২০০৯-এর প্রবিধান নং ৪, ২০০৯ পড়ুন (সিসিআই ওয়েবসাইট www.cci.gov.in

অস্থায়ী আদেশ

আইনটির ৩৩ নংধারা অনুযায়ী, যেখানে কমিশন প্রয়োজনীয় মনে করবে, পরবর্তী নির্দেশ বা তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত, কমিশন কোনো তদন্ত বিচারাধীন থাকাকালীন কোনো পক্ষকে সাময়িকভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রদান ছাড়াই নিয়ে এগোতে বাধাদান করতে পারে।

দ্রষ্টব্য: অস্থায়ী আদেশ সম্পর্কিত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ২১ শেমে ২০০৯-এর প্রবিধান নং ২, ২০০৯ পড়ুন (সিসিআই ওয়েবসাইট www.cci.gov.in

আপীল

জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) আইনটির ৫৩ (ক) ধারা অনুসারে কোনো জারি করা আদেশ, সিদ্ধান্ত বা আইনটির কোনো নির্দিষ্ট ধারার অধীনে কমিশন দ্বারা পাশ করা আদেশের বিরুদ্ধে করা আপীল বা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ শোনা এবং খারিজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে। কমিশনের সিদ্ধান্তগ্র হণের ৬০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন হল সরকারের একরূপ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রক্রিয়া যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থান দ্বারা পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করা হয়, যেটি সাধারণত গড় হিসাবে বিশ্বব্যাপী জাতীয় অর্থনীতিগুলির (ইউরোপীয় কমিশন ২০১৪) অন্তর্গত গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এর ১০–২৫%। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদন দ্বারা প্রায় ৩০% জিডিপি উৎপাদিত হয়।

পণ্য ও পরিষেবাগুলির আসাদন কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়স্তরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ পৌরনিগম এবং বেসরকারি আরব্ধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন হয়।

একটি কার্যকর আসাদননীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দক্ষতার প্রসার, অর্থাৎ সর্বনিম্ন মূল্যের সরবরাহকারীকে নির্বাচন করা বা আরো সাধারণভাবে, অর্থের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠ মান অর্জন করা। কার্যকরী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তহবিলের অপব্যয় এড়িয়ে চলে। সরবরাহকারীদের মধ্যে সবল প্রতিযোগিতা সরকারকে এই উদ্দেশ্যগুলি বুঝতে সাহায্য করে। অন্যদিকে যখন প্রতিযোগিতা কম থাকে, উদাহরণস্বরূপ, যখন সরবরাহকারীরা দর কারচুপি নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সরকার ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি দাম দেয় তখন করদাতাদের টাকা অপচয় হয়।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আসাদনের নিয়মকানুনগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে গোপন চুক্তিব্যবস্থাগুলিকে সহজতর যাতে না করতে পারে। আসাদন শাসনের যে আনুষ্ঠানিক নিয়ম, সেই অনুযায়ী যাতে একটি নিলাম সম্পন্ন করা যায় এবং নিলামের নকশা নিজেই প্রতিযোগিতা ব্যাহত করতে পারে এবং দরকারচুপির ষড়যন্ত্রগুলিকে উন্নীত করতে এবং বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতা-বিরোধী আচরণ

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বেগগুলি মোটামুটিভাবে একইরকম হয় যা একটি সাধারণ বাজার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যেমন নিলাম প্রক্রিয়া চলাকালীন অথবা সারা প্রক্রিয়া ধরে নিলামকারীদের মধ্যে গোপন চুক্তি। অতীতে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার (সিএজি) নিরীক্ষা প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় নজরদারি আয়োগ (সিভিসি) সতর্কতার প্রতিবেদন ও বিভিন্ন অধ্যয়ন তুলে ধরেছিল ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ব আসাদনের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় দর-কারচুপি ও কার্টেলাইজেশানের প্রাদুর্ভাব।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন নিয়ে সর্বোচ্চ উদ্বেগ হল, আনুষ্ঠানিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা সহজ। এর দ্বারা নিলামকারীদের মধ্যে গোপন চুক্তির সম্ভাবনা বাড়ে এবং এর ফলে আসাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমে যায়, তার সঙ্গে দক্ষতার উপর ক্ষতিকর প্রভাবও বেড়ে যায়। বিশেষভাবে, সেইসব ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতায় নামা কঠিন এবং যখন নিলামী 'বিজয়ী-সব নেয়' প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে হয় না। যেমন সাধারণ অর্থনৈতিক বাজারে হয় ঠিক তেমনি গোপন চুক্তি সহজেই উত্থিত হতে পারে নিলাম এবং দরকষাকষির প্রক্রিয়ায়।

এটা প্রায়ই খেয়াল করা হয় যে অধিকাংশ সরকারি বিভাগে গৃহীত আসাদনের নির্মাণ কৌশল নিজেই প্রতিযোগিতার গুরুত্বকে মাথায় রেখে কার্যকরী ফলাফল নিশ্চিত করতে পরিকল্পিত নয়। এমন কি কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশল নিজেই প্রতিযোগিতা বিরোধী চর্চাকে সহজতর করে তোলে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হল, এক প্রকার নিয়মকানুন এবং আইন থাকায়, এই ধরনের অভ্যাসগুলোকে দমন করার জন্য কর্মকর্তাদের কাছে সীমিত কৌশলগত উপায় আছে। যেখানে একটি বেসরকারী ক্রেতা

সহজে তার ক্রয় কৌশল নির্বাচন করতে পারেন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিভাগের একাধিক স্তরে বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক আচরণের জন্য প্রাপ্য প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়া দেখাতে সীমিত বিকল্প রয়েছে। কঠোর নিয়ন্ত্রক/সাংবিধানিক কাঠামো এবং বিস্তারিত প্রশাসনিক নিয়মকানুন/পদ্ধতি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিভাগে বিচক্ষণতার দ্বারা কোন অপব্যবহার এড়াতে নির্ধারণ করা হয়। তবে, ক্রয় প্রক্রিয়ার পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকার ফলে গোপন চুক্তি উৎসাহিত হতে পারে। নিলামকারীদের পরিচয় এবং প্রতিটি দরের শর্ত প্রতিযোগীদের সহায়তা করে একটি গোপন চুক্তি থেকে বিচ্যুতি সনাক্ত করতে, এবং সেই সংস্থাগুলোকে শাস্তি ও ভবিষ্যত দরপত্রে ভাল সমন্বয় সাধন করতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব

একটি দক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদননীতি প্রতিযোগিতাকে অনেক ধরণের উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে:

(১) সরবরাহকারীদের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যমান সরবরাহকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর প্রভাব, একটি বিশেষ দরপত্রে সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী প্রভাব

(২) প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যকলাপের তাৎক্ষণিক প্রভাব (জনসাধারণেরঅর্থিকক্ষতি), ছাড়াও সেখানে দেশীয় বাজারে সামগ্রিক দক্ষতার উপর একটি গভীর ফলাফল দেখা যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদনে থাকতে পারে অন্যান্য, প্রতিযোগিতার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদন একটি শিল্পখাতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমন উদ্ভাবনীর মাত্রা, বিনিয়োগের উচ্চতা, অনুভূমিক আত্তীকরণ ইত্যাদি)। এটি পালাক্রমে প্রতিযোগিতার স্তরে ভবিষ্যতের দরপত্রে প্রতিফলিত হতেপা রে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনে প্রতিযোগিতা সংস্থার ভূমিকা

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদনের গোপন চুক্তি কমাতে কঠোর প্রয়োগকারী প্রতিযোগিতার আইন প্রয়োজন এবং সরকারের সকল স্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন সংস্থার শিক্ষা, দক্ষ আসাদন প্রক্রিয়াগুলির পরিকাঠামো তৈরি এবং গোপন চুক্তি সনাক্তকরণে তা তাদের সাহায্য করবে।

ক। বলবতকরণ

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন বাজারে প্রতিযোগিতাকে উন্নীত করার সবচেয়ে সরাসরি উপায় হল চিহ্নিত করা এবং কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক দর কারচুপি সংশোধন করা। দর কারচুপির শনাক্তকরণ হার বাড়িয়ে এবং নিলামকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিয়ে প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে দর কারচুপি প্রতিরোধ করতে পারবেন যখন কোম্পানীরা জানবে যে একবার তাদের গোপন চুক্তি চিহ্নিত করা হলে তারা যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই তুলনায় দর কারচুপির সুবিধা অনেক কম।

অনেক আইনি এলাকায় নির্দিষ্ট নিষেধ থাকায়, তাদের প্রতিযোগিতার আইনে দর কারচুপিতে বারণ, বা দরকারচুপির ফলে প্রতিযোগিতার নিয়ম লঙ্ঘন হয়। বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক চুক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ বিশ্বাসবিরোধী আইনের উপর দর কারচুপির বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশগুলি কেবল তাদের বলপ্রয়োগকারী অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে। ভারতে, প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ ধারা ৩(১) এর অধীনে ধারা

৩(৩)(ঘ) এর সাথে অধীত, ইহার ফলে দর কারচুপি বা গোপন চুক্তি (সরাসরি বা পরোক্ষ) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এটি চারটি অনুভূমিক চুক্তির মধ্যে অন্যতম একটি যেটির প্রতিযোগিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল প্রভাব (এ.এ.ই.সি.) আছে বলে অনুমান করা হয়।

ভারতীয় প্রতিযোগিতা আয়োগ ('আয়োগ' / সি.সি.আই.) এই ধরনের চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তি বা উদ্যোগগুলিকে আরোপিত করা, বিগত তিন পূর্ববর্তী অর্থবছরের জন্য গড় লেনদেনের উপর ১০% পর্যন্ত জরিমানা করা এবং এই ধরনের বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক চুক্তিতে তদন্ত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

উপরন্তু, যদি এধরনের চুক্তি একটি কার্টেলের দ্বারা করা হয়ে থাকে, তাহলে আয়োগ প্রতিটি উৎপাদনকারী, বিক্রেতা, পরিবেশক, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারী যারা ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত তাদের জরিমানার জন্য অবিরাম প্রতিটি বছর তাদের প্রকৃত আয়ের তিন গুণ পর্যন্ত বা অবিরাম প্রতিটি বছরের জন্য তার টার্নওভারের ১০%, যেটা তুলনামূলক বেশী হবে সেটি আরোপ করতে পারবে।

যদি একটি প্রতিষ্ঠান একটি 'কোম্পানি' হয়, তার পরিচালক/কর্মকর্তারা যারা দোষী তারাও দায়বদ্ধ।

উপরন্তু, আয়োগের অন্যান্য কোনো বিষয়ের অথবা নিম্নলিখিত সব আদেশ পাস করার ক্ষমতা রয়েছে (অধ্যায় ২৭):

- এই ধরনের চুক্তি পরিত্যাগ করতে এবং এই ধরনের চুক্তির ভেতরে পুনরায় প্রবেশ না করতে পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারবে;
- চুক্তি সংশোধন করার জন্য পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারবে;
- পক্ষগণকে নির্দেশ দিতে পারবে আয়োগের এই ধরনের অন্যান্য আদেশ মেনে চলতে খরচ পরিশোধ সহ, যেখানে প্রযোজ্য ; এবং
- এই ধরনের অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে বা এই ধরনের নির্দেশ জারি, যেমন তার সঠিক মনে হতে পারে।

খ। প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি

আসাদন দরপত্রে দর কারচুপিতে ঝুঁকির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষ প্রচার প্রচেষ্টায় জড়িত। এধরনের শিক্ষামূলক কর্মসূচির জন্য এই বিষয়ে অনেক উদাহরণ আছে। কিছু কর্তৃপক্ষ আসাদন সংস্থার জন্য নিয়মিত দর কারচুপির উপর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করে; অন্যরা বিশেষ সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করে।

এই প্রচার অনুষ্ঠান প্রমাণ করেছে যে তা একাধিক কারণের জন্য অত্যন্ত দরকারী:

(ক) তারা প্রতিযোগিতা এবং বেসরকারি আসাদন কর্মকর্তাদের সাহায্য করে ঘনিষ্ঠ কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তুলতে;

(খ) তারা আসাদন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রকৃত উদাহরণের মাধ্যমে দর কারচুপি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তারা কি খোঁজ করবে সেই বিষয়ে, যেমন নিলামীর ধরন এবং আচার যা ঘটমান দর কারচুপির ইঙ্গিত;

(৩) তারা আসাদন কর্মকর্তাদের প্রমাণ সংগ্রহ করার প্রশিক্ষণ দেয় যাতে তা দরকারচুপি আচরণের আরো ভালো এবং কার্যকরভাবে বিচার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে;

(৪) তারা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আসাদন কর্মকর্তা ও সরকারি তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাহায্য করে সরকারের ওপর এবং চূড়ান্তভাবে করদাতাদের উপর দর কারচুপির খরচের বিষয়ে; এবং

(৫) তারা আসাদন কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন দর কারচুপি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণে অংশগ্রহন না করতে যা আসাদন দরপত্রে প্রতিযোগিতার মানকে খাটো করে দেয় ।

শিল্প, পণ্য এবং পরিষেবার বৈশিষ্ট্য যা গোপন চুক্তিতে সাহায্য করে

অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সংগঠন (ও.ই.সি.ডি.) বিভিন্ন শিল্প এবং পণ্য বৈশিষ্ট্য গুলি তালিকাভুক্ত করেছে যা গোপন চুক্তি প্রবণ এগুলি হল:

(i) **অল্পসংখ্যক কোম্পানি:** দর কারচুপি সম্ভবত বেশি ঘটতে পারে যখন কিছু অল্পসংখ্যক কোম্পানি পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করে। যত বিক্রেতার সংখ্যা কম হবে, দরের উপর একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে তাদের জন্য এটা তত সহজ হবে।

(ii) **স্বল্পপ্রবেশ বা প্রবেশ নিষেধ:** একটি বাজারে যখন অল্প কিছু ব্যবসা সম্প্রতি প্রবেশ করে বা প্রবেশ করতে চায় যেহেতু এটি ব্যয়বহুল তাই কঠিন বা ধীরে প্রবেশ করে, বাজারে ফার্মগুলো সম্ভাব্য নতুন সমাগমের প্রতিযোগিতামূলক চাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে। প্রতিরক্ষামূলক বাধা দর কারচুপি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে সাহায্য করে।

(iii) **বাজার শর্তাবলী:** চাহিদা ও যোগানের শর্তে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চলমান দরকারচুপি চুক্তিকে অস্থিতিশীল করতে পারে। সরকারি সংস্থা থেকে একটি নিয়মিত চাহিদার অনুমানিক প্রবাহ গোপন চুক্তির ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তোলে। একই সময়ে, অর্থনৈতিক উত্থান বা অনিশ্চয়তার সময়ে, প্রণোদনা বৃদ্ধি প্রতিযোগীদের হারানো ব্যবসাকে গোপন চুক্তিগত লাভে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে উৎসাহিত করে|

(iv) **শিল্পসমিতি/ বনিকসভা:** শিল্পসমিতিকে একটি বৈধ, প্রতিযোগিতামুখী প্রক্রিয়া হিসাবে, একটি ব্যবসা বা পরিষেবা বিভাগের মান, উদ্ভাবনী এবং প্রতিযোগিতা উন্নীত করতে সদস্যদের দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে। বিপরীতক্রমে, অবৈধ এবং, প্রতিযোগিতাবিরোধী উদ্দেশ্যগুলির সম্মুখীন হয়ে, কোম্পানির কর্মকর্তারা মিলিত হয়ে একটি দরকারচুপি চুক্তিতে পৌঁছাতে, এবং সেটি বাস্তবায়ন করতে এই সমিতি ব্যবহার করতে পারেন।

(v) **পুনরাবৃত্তি মূলক নিলামী:** পুনরাবৃত্তি মূলক ক্রয়ে গোপন চুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নিলামী পুনরাবৃত্তির হার একটি দর কারচুপি চুক্তি সদস্যদের নিজেদের মধ্যে চুক্তি ধার্য করতে সাহায্য করে। উপরন্তু, কার্টেলের সদস্যরা একটি প্রতারককে শাস্তি দিতে পারেন মূলত তাকে বরাদ্দ দর লক্ষ্য করে। সুতরাং, কোনো পণ্য বা সেবার জন্য চুক্তি যেগুলি নিয়মিত এবং আবর্তক তাদের বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন হতে পারে। সতর্কতার দরুণ গোপন চুক্তিবদ্ধ দরপত্র নিরুৎসাহিত করবে।

(vi) **অভিন্ন বা সহজ পণ্য বা পরিষেবা:** যখন পণ্য বা পরিষেবা যা ব্যক্তি বা কোম্পানিগুলি বিক্রি করে তা অভিন্ন বা অনেকটা একই ধরনের, তখন চুক্তিতে পৌঁছানো খুব সহজ, একটি সাধারণ মূল কাঠামোতে

(vii) **মুষ্টিমেয় বিকল্প:** যখন কয়েকটি, ভালো বিকল্প পণ্য বা পরিষেবা থাকে যা পণ্য বা পরিষেবা যা ক্রয় করা হচ্ছে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে, ব্যক্তি বা সংস্থাগুলো দর কারচুপি করতে ইচ্ছুক এটা জেনে নিশ্চিন্ত হয় যে ক্রয়কারীর খুব কম ভালবি কল্প আছে, এবং এইভাবে তাদের প্রচেষ্টা দাম বাড়াতে আরো সফল হতে পারে।

(viii) **সামান্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন:** পণ্য বা পরিষেবায় সামান্য নতুনত্ব অথবা একেবারেই নতুনত্ব না হলে তা সাহায্য করে সংস্থাগুলোকে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে এবং সে চুক্তি বজায় রাখতে।

দর কারচুপির সতর্কতা সংকেত

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দর কারচুপির খোঁজ পেতে সহায়ক:

(১) **দরের মধ্যে**

- একই সরবরাহকারী প্রায়ই সবচেয়ে কম দর ডাকে।
- এখানে বিজয়ী দরপত্রে একটি ভৌগলিক বিভাজন হয়। কিছু সংস্থা দরপত্র জমা দেয় যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বিজয়ী হয়।
- নিয়মিত সরবরাহকারী যে দরপত্রের উপর দর করতে ব্যর্থ হয় সাধারনত তারা সেই দরপত্রের জন্য দর করবে আশা করা হয় কিন্তু অন্য দরপত্রের জন্য দর করতে অব্যাহত থাকে।
- কিছু সরবরাহকারী অপ্রত্যাশিতভাবে নিলামী থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন
- কিছু কোম্পানি সবসময় দর জমা দেন কিন্তু বিজয়ী হন না।
- প্রতিটি কোম্পানি পালা করে বিজয়ী দরদাতা হচ্ছে দেখা যায়।
- দুই বা ততোধিক ব্যবসা একটি যৌথ দর জমা করেন যদিও তাদের মধ্যে অন্তত একজন তার নিজের মতো করে দর করতে পারবেন।
- বিজয়ী দরদাতা বারংবার ঠিকা কাজগুলি অসফল দরদাতাদের দেয়।
- বিজয়ী দরদাতা চুক্তি গ্রহণ করেছে এবং পরে তাকে একজন ঠিকাদার হিসেবে দেখা যায়
- প্রতিযোগীরা নিয়মিত মেলামেশা করে বা দরপত্রের সময়সীমা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে বৈঠকে মিলিত হয়।

(২) নথিতে

- প্রমাণের জন্য সাবধানে সব নথিগুলির তুলনা করতে হবে যা বুঝতে সাহায্য করবে যে দর একই ব্যক্তি দ্বারা বা যৌথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন কোম্পানি দ্বারা জমা দেওয়া দরনথিতে বা চিঠিতে একই ভুল / সংশোধন যেমন বানান ভুল।

- বিভিন্ন কোম্পানির দর থেকে একই ধরনের হাতের লেখা বা টাইপ ফেস বা অভিন্ন রূপে ব্যবহার বা স্টেশনারি ব্যবহার।
- একটি কোম্পানি থেকে দর কাগজপত্রে প্রতিযোগীদের দর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বা অন্য দরদাতার লেটারহেড বা ফ্যাক্স নম্বর ব্যবহার করা
- বিভিন্ন কোম্পানির থেকে পাওয়া দরে একই ভুল গণনা রয়েছে৷
- বিভিন্ন কোম্পানি থেকে পাওয়া দরে নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের দামের অভিন্ন অনুমান রয়েছে৷
- বিভিন্ন কোম্পানি থেকে পাওয়া প্যাকেজিং এ একই ধরণের ডাকমোহর বা ডাকযন্ত্রের চিহ্ন রয়েছে৷
- বিভিন্ন কোম্পানি থেকে পাওয়া অসংখ্য শেষমুহূর্তের রদবদলগুলো, যেমন রবারের ব্যবহার বা অন্যান্য বাহ্যিক বদলের ইঙ্গিত রয়েছে৷
- বিভিন্ন কোম্পানি দ্বারা জমা দেওয়া দর কাগজপত্রে অনেক কম বিবরণ থাকে যা প্রয়োজনীয় বা প্রত্যাশিত হতেপা রে, বা আসল না হওয়ার ইঙ্গিত দেয়৷

(৩) দরমূল্য নির্ধারণের মধ্যে

গোপন চুক্তি উন্মোচনে সাহায্যের জন্য দরমূল্য ব্যবহার করা যেতে পারে৷ যখন অন্যান্য দর বিজয়ী দরের চেয়ে অনেক বেশী হয়, নিলামকারীরা একটি নিলামী আবরণ পরিকল্পনা ব্যবহার করতে পারে৷ এই ধরণের দরপত্রের জন্য যে দরমূল্য অনুমানিক প্রকৌশল খরচের চেয়ে বেশি বা পূর্ববর্তী দর চেয়ে বেশী তা গোপন চুক্তির ইঙ্গিতও হতে পারে৷ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

- দর বা দরের প্রসারে হঠাৎ এবং অভিন্ন বৃদ্ধি যা নিলামকারী এর খরচ বৃদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না৷
- অপেক্ষিত ছাড় বা বাটা অপ্রত্যাশিতভাবে অদৃশ্য৷
- অভিন্ন মূল্য উদ্বেগ বাড়াতে পারে বিশেষ করে যখন নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি সত্যি:
  - দীর্ঘ সময় ধরে সরবরাহকারীদের দাম একই ছিল,
  - সরবরাহকারীদের দাম পূর্বে পরস্পর থেকে আলাদা ছিল,
  - বর্ধিত খরচের দ্বারা সরবরাহকারীরা মূল্য বাড়ায় এবং এটি প্রয়োজনীয় নয়, অথবা
  - সরবরাহকারী ছাড় দেওয়া বন্ধ করে দেয়, বিশেষত একটি বাজারে যেখানে ঐতিহাসিকভাবে ছাড় দেওয়া হয়৷
- বিজয়ীদের এবং অন্যান্য দরের মূল্যের মধ্যে বড় পার্থক্য থাকে
- একটি নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর একটি নির্দিষ্ট চুক্তির জন্য দর অনেক বেশি, আরেকটি একই ধরণের চুক্তির জন্য সরবরাহকারীর দরের থেকে

- যখন অতীতের মূল্যমাত্রা থেকে একটি দর পরে একটি নতুন বা অনিয়মিত সরবরাহকারী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, উদাহরণস্বরূপ নতুন সরবরাহকারীটি একটি বিদ্যমান নিলামীতে ট্রাস্টকে বিঘ্নিত করতে পারে।
- স্থানীয় সরবরাহকারীরা অধিকতর দূর গন্তব্যে বিতরণের চেয়ে নিকটস্থ প্রদান করার নিলামীতে উচ্চ মূল্যের ডাকে।
- স্থানীয় এবং অস্থানীয় কোম্পানি দ্বারা একই ধরনের পরিবহন খরচ উল্লিখিত হয়
- শুধু একজন দরদাতা একটি দর জমা করার পূর্বে দরমূল্য নির্ধারণের জন্য তথ্য নিতে পাইকারী বিক্রেতার কাছে যায়।
- একটি নিলামে বেসরকারি নিলামদরের অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য, বৈদ্যুতিক বা অন্যথায়, যেমন অস্বাভাবিক সংখ্যাসহ প্রস্তাব যেখানে একটি শত বা হাজারের ঘরের পূর্ণসংখ্যা আশা করা যায়, ইঙ্গিত হতে পারে, যে নিলামকারীরা যোগাযোগ তথ্য বা দর গুলির সংকেত দ্বারা নিজেদের জন্য একটি যোগসাজস বাহন হিসেবে দর ব্যবহার করছেন।

(৪) নিলামকারীদের বিবৃতিতে

বিক্রেতাদের সঙ্গে কাজ করার সময় সন্দেহজনক বিবৃতির উপর সতর্কতার সাথে নজর রাখা উচিত যা কোম্পানিগুলির একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া বা তাদের দামে বা বিক্রি অনুশীলনের সমন্বয়ের সম্পর্কে ধারণা দেবে।

(৫) নিলামকারীদের আচরণে

সভা বা ঘটনা দেখুন যেখানে দাম নিয়ে আলোচনা করার জন্য সরবরাহকারীদের একটি সুযোগ থাকতে পারে, বা আচরণ যা একটি কোম্পানির নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয় যাতে শুধুমাত্র অন্যান্য সংস্থাগুলোর উপকার হয় :

সন্দেহজনক আচরণের প্রকার নিম্নলিখিত গুলি কে অন্তর্ভুক্ত করে:

- সরবরাহকারীরা দর জমা দেওয়ার আগে একান্তে মিলিত হয়, কখনো কখনো অবস্থানের কাছাকাছি যেখানে দর জমা দেওয়া হয়।
- সরবরাহকারীদের নিয়মিত একসঙ্গে মেলামেশা করতে বা নিয়মিত বৈঠক করতে দেখা যায়।
- একটি কোম্পানী নিজের এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য একটি দর প্যাকেজের অনুরোধকরে।
- একটি কোম্পানী তার নিজস্ব এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর উভয়ের দর এবং নিলামী কাগজপত্র জমা দেয়।
- একটি কোম্পানী দ্বারা জমা দেওয়া একটি দর যা সফলভাবে চুক্তি সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়।
- একটি কোম্পানী একটি নিলামে একাধিক দর করে এবং অন্য কারা দর করছে তা নির্ধারণের পর (অথবা নির্ধারণ করার চেষ্টা) বেছে নেওয়া হয় কোন দর জমা দেওয়ার হবে।

- বিভিন্ন প্রার্থী আসাদন সংস্থার থেকে একই ধরনের জিজ্ঞাসা করে বা একই ধরনের অনুরোধ বা উপকরণ জমা দেয়।

দরকারচুপি শনাক্ত করার জন্য অতিরিক্ত নজর তালিকা:

সতর্কতার জন্য:

- নিলামকারীদের সুযোগ আছে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার
- নিলামকারীদের মধ্যে সম্পর্ক (উদাঃ জেভিস এবং ঠিকাদারি)
- সন্দেহজনক নিলামীর নিদর্শন এবং মূল্যের নিদর্শন (উদাঃ অপ্রত্যাশিতভাবে উচ্চ মূল্য অথবা অপ্রত্যাশিতভাবে কম ছাড়)
- অস্বাভাবিক আচরণ (উদাঃ দরপত্র থেকে অহেতুক প্রত্যাহার, প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়া দর জমা দেওয়া)।

দর কারচুপি এড়ানোর জন্য, দরপত্র পরিকাঠামোর জন্য একটি নজর তালিকা উদ্ভাবন করা যাতে পারে, যা **পি.এস.ইউ.**স এবং সরকারী সংস্থা দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই ধরনের একটি নজর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- বাজার এবং সরবরাহকারীদের বিষয়ে জানুন
- সম্ভাব্য নিলামকারীদের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ান
- প্রয়োজনীয়তাগুলিকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করুন ও অনুমা এড়ান
- নিলামকারীদের মধ্যে যোগাযোগ কমিয়ে আনুন

একটি হলফনামায় স্বাধীন দর সংকল্পের (**সি.আই.বি.ডি**) শংসাপত্রগুলি ব্যবহার করতে হবে। **সি.আই.বি.ডি** সাধারণত প্রতিটি নিলামকারীকে একটি বিবৃতিতে সই করায় এই শপথের সপক্ষে যে:

- সে দর সম্পর্কে তার প্রতিযোগীদের সঙ্গে একমত নয়,
- সে তার প্রতিযোগীদের কাছে কোন দরদাম প্রকাশ করেনি,
- সে অন্যদের সাথে যোগদান বা গোপন চুক্তিতে কোনো আকারে সম্মত হন নি যা কোনো আকারে বা পদ্ধতিতে দর কারচুপি করতে পারে, এবং
- সে দর কারচুপি করার জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজি করাতে চেষ্টা করেননি।

দর কারচুপির ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতি

(i) **পণ্য / পরিষেবার সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা**

- বাজারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যার থেকে একজন ক্রয় করবে এবং সাম্প্রতিক শিল্পকার্যক্রম বা প্রবণতা যা দরপত্র জন্য প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করতে পারে তা নিয়েও সচেতন হতে হবে।

- যে বাজার থেকে ক্রয় করা হবে তাতে গোপন চুক্তির বৈশিষ্ট আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের উপর, তাদের পণ্য, তাদের দাম এবং তাদের খরচ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। যদি সম্ভব হয়, **বি২বি** আসাদন প্রদত্ত মূল্যের সাথে তুলনা করুন।
- সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। নিজেকে অবহিত রাখুন প্রতিবেশী ভৌগলিক অঞ্চল এবং সম্ভাব্য বিকল্পপণ্যের দাম সম্পর্কে।
- একই বা অনুরূপ পণ্যের জন্য গত দরপত্রের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন।
- অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক দের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং মক্কেল যারা সম্প্রতি অনুরূপ পণ্য বা সেবা ক্রয় করেছেন বাজার সম্পর্কে আপনার বোঝার এবং তার অংশগ্রহণকারীদের উন্নত করার জন্য।
- একজন যদি মূল্য অনুমান বা খরচ সাহায্য করার জন্য বহিরাগত পরামর্শদাতা ব্যবহার করে, নিশ্চিত করেন যে তারা গোপনীয়তার চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

(ii) **সর্বাধিক সম্ভাব্য নিলামকারীদের অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন**

- অপ্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে চলুন যা যোগ্যতাসম্পন্ন নিলামকারীদের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। আসাদন চুক্তির সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তাগুলি উল্লেখ করুন যা আকার এবং বিষয়বস্তুর সমানুপাতিক হয়। সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করবেন না যাতে অংশগ্রহণে একটি বাধা সৃষ্টি হয়, যেমন আকার, গঠন বা সংস্থাগুলির প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ।
- মনে রাখবেন যে, নিলামের শর্ত হিসাবে নিলামকারীর থেকে বড় আর্থিক নিশ্চয়তা দাবী অন্যথায় যোগ্যতা সম্পন্ন ছোট নিলামকারীদেরকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা থেকে প্রতিরোধ করতে পারে। নিশ্চিত অর্থের পরিমাণ শুধুমাত্র এত উঁচু নির্ধারণ করা হয় যা প্রতিশ্রুতি হিসেবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজন।
- যখনই সম্ভব আসাদনে বিদেশী অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা কমিয়ে আনা।
- যতটা সম্ভব, অশুভ আঁতাতের চর্চা এড়ানোর জন্য এবং পূর্বনির্ধারিত দলের মধ্যে ও সংস্থাগুলির মধ্যে নিলামকারীদের সংখ্যা এবং পরিচয় সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আসাদন প্রক্রিয়া চলাকালীন যোগ্য নিলামকারীকে চয়ন করা হোক , ।যোগ্যতা এবং পুরস্কার মধ্যে একটি খুব দীর্ঘ সময়কাল এড়িয়ে চলুন, তাতে গোপন চুক্তির পথ সুগম হতে পারে।
- নিলামি প্রস্তুতির খরচ কমিয়ে আনা। এটি একাধিক উপায়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা যাবে:
  - সময় এবং পণ্য জুড়ে সহজ দরপত্র করণ পদ্ধতি দ্বারা (উদাঃ, একই আবেদনপত্র বহার, একই ধরনের তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি)।
  - দরপত্র প্যাকেজিং দ্বারা (অর্থাৎ বিভিন্ন আসাদন প্রকল্প) একটি দর প্রস্তুতির নির্দিষ্ট খরচ ছড়িয়ে দেওয়া।
  - সরকারি অনুমোদিত ঠিকাদারদের একটি তালিকা রাখা বা সরকারি শংসাকরণ সংস্থা দ্বারা শংসাকরণ।

- একটি দর প্রস্তুত এবং জমা দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলোকে পর্যাপ্ত সময়ের অনুমতি দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, পাইপলাইন প্রকল্পের বিষয়ে আগাম ভাল বাণিজ্য এবং পেশাদারী পত্রিকা, ওয়েবসাইট বা সাময়িক পত্রিকায় বিস্তারিত প্রকাশনা।
- সম্ভব হলে ইলেক্ট্রনিক নিলামী ব্যবস্থা ব্যবহার।

- যখনই সম্ভব চুক্তি মধ্যে থাকা নির্দিষ্ট ঢের বা বস্তুর উপর বা উহার সমন্বয়ের উপর দরের চেয়ে শুধুমাত্র পুরো চুক্তির উপর দর করার অনুমতি দেওয়া হোক।
- ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা থেকে নিলামকারীকে অযোগ্য না করা বা অবিলম্বে তাদের একটি নিলামী তালিকা থেকে অপসারণ না করা যদি তারা একটি সাম্প্রতিক দরপত্রে একটি দর জমা দিতে ব্যর্থ হয়।
- সংস্থাগুলোর সংখ্যার ব্যাপারে নমনীয় হতে হবে যার কাছ থেকে একটি দরের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ৫ জন নিলামকারীদের প্রয়োজন দিয়ে শুরু করেন কিন্তু মাত্র ৩ টি সংস্থা থেকে দর প্রাপ্ত হয়, ৩টি সংস্থা থেকে একটি প্রতিযোগিতামূলক ফলাফল প্রাপ্ত করা সম্ভব হয় কিনা এটা বিবেচনা করুন, বরং একটি পুনরায় দরপত্র অনুশীলন চাইবার চেয়ে, যেটি আরো স্পষ্ট করতে পারে যেপ্র তিযোগিতা কম পাওয়ার হবার প্রবল সম্ভাবনা আছে।

(iii) কর্মচারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ

- কর্মীদের জন্য দরকারচুপি এবং কার্টেল শনাক্তকরণ এর উপর একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রতিযোগী সংস্থা বা বাহ্যিক আইনি পরামর্শদাতার সাহায্যে বাস্তবায়ন করা।
- বিগত দরপত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তথ্য সঞ্চয় (উদাঃ, পণ্যক্রয়ের, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর দর, এবং বিজয়ীর পরিচয়)।
- পর্যায়ক্রমে দরপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার জন্য সন্দেহজনক নিদর্শন চিহ্নিত করার চেষ্টা করা, বিশেষত যে শিল্পগুলোতে গোপন চুক্তির সম্ভাবনা বেশি।

(iv) পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত দরপত্র পর্যালোচনা করতে একটি নীতি গ্রহণ করা

- যে কোম্পানি আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দিয়েছে এবং যে কোম্পানি সম্ভাব্য প্রবণতা যেমন দর প্রত্যাহার বা উপঠিকাদারদের ব্যবহার চিহ্নিত করতে দর জমা দিয়েছে তাদের মধ্যে একটা তুলনামূলক পরীক্ষা করে দেখা উচিত।
- বিক্রেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নিন যারা অসফল বিক্রেতা আর যারা দরপত্রেদর জমা দেয় না।
- সংস্থাগুলির প্রতিযোগিতার উদ্বেগ বোঝানোর জন্য একটি অভিযোগ প্রক্রিয়া স্থাপন। উদাহরণস্বরূপ, পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা উচিত সেই ব্যক্তিটিকে বা কার্যালয়টি যাতে অভিযোগ দাখিল করতে হবে (এবং তাদের যোগাযোগের বিবরণ প্রদান করে) এবং গোপনীয়তার যথাযথ পর্যায় নিশ্চিত করে।

- কোম্পানি এবং তাদের কর্মীদের থেকে দর কারচুপির উপর তথ্য সংগ্রহ করতেপ্রক্রিয়াগুলিকে ব্যবহার করুন, যেমন গুপ্তচরের ব্যবস্থা। বিবেচনা করে কোম্পানিদের আমন্ত্রণ জানাতে মিডিয়াতে অনুরোধ চালু করুন যাতে কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য গোপন চুক্তির উপর তথ্য সমেত প্রদান করে।
- গুপ্তচরের সুরক্ষা: আসাদন সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাদল ও কম্পট্রোলার ছাড়াও অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিস্থাপন করা উচিত যা কর্মকর্তাদের সন্দেহজনক বিবৃতি বা আচরণের খবর প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষকে দেওয়া প্রয়োজন বা দিতে উৎসাহিত করবে এবং কর্মকর্তাদেরও তা করতে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনার কথা বিবেচনা করা উচিত।
- প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

(v) পরিষ্কারভাবে আসাদনের আবশ্যকতা নির্ধারণ করুন (যাতে সরবরাহকারীরা নিজস্ব সুবিধা অর্জনে মূল শব্দ সংজ্ঞায়িত করার জন্য কোন কক্ষ ছেড়ে না চলে যায়)।

(vi) মূল্যায়নের দরপত্রের জন্য বিচারধারা হওয়া উচিত এমন, যা নিলামী প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক সংখ্যায় নিলামকারীদের অংশগ্রহণের দ্বারা সুবিধা দেয়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের নিলামকারীদের।

সন্দেহভাজন দর কারচুপির ক্ষেত্রে সন্দেহ করা হলে আসাদন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত-

- প্রতিযোগিতা আইন ২০০২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন/বেসরকারি আসাদনের সাথে সম্পর্কিত নিয়মের কাজবুঝতে হবে।
- সন্দেহভাজন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে উদ্বেগ আলোচনা করবেন না।
- দরনথি, চিঠিপত্র, খাম, ইত্যাদি সহ সব নথি রাখুন।
- সব সন্দেহজনক আচরণ/ঘটনা/বিবৃতির একটি বিস্তারিত নথি রাখুন।
- আপনার অভ্যন্তরীণ আইনি কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর, বিবেচনা করুন দরপত্রের প্রস্তাবটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত কিনা।
- ভারতের প্রতিযোগিতা আয়োগের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক উল্লেখ রূজু করুন।

অন্যান্য কারণ যেগুলো প্রতিযোগিতা খর্ব করে

সরকারের নীতি ও আইনের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিযোগিতায় বিকৃতি যার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনার প্রয়োজন। দর কারচুপির ন্যায্য প্রতিযোগিতায় বিকৃতি ঘটাচ্ছে এরম কিছু কারণ:

- **সরবরাহকারীদের সীমিত সংখ্যা**: আসাদন প্রক্রিয়ায় সরবরাহকারীদের সংখ্যা সীমিত হতে পারে, যখন আসাদনের নিয়ম একটি মালিকানাধীন পণ্য পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ পরিত্যাগ করে এবং বর্গীয় নির্দিষ্টকরণ পরিত্যাগ করে না।
- **প্রবেশে বাধা**: রাষ্ট্রায়ত্ত কোটনাদের মধ্যে একটা প্রবণতা হয় অংশগ্রহণ সীমিত করে বড় এবং নামকরা সংস্থাগুলোকে নির্বাচন করার। প্রায়ই দর মূল্যায়নের খরচ কমাতে বাস্থা য়িত্ব এবং

সরবরাহের মান নিশ্চিত করার জন্য এটি করা হয়। তবে, এই প্রবণতা নতুন প্রতিযোগীদের জন্য অদক্ষ ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে সেক্ষেত্রে প্রবেশে চরম বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

- **প্রতিযোগিতামূলক নিরপেক্ষতা:** প্রতিযোগিতামূলক নিরপেক্ষতার লক্ষ্য হল জনসাধারণের জন্য সমান পর্যায়ে সুযোগ সেই সাথে ব্যক্তিগত সত্ত্বা বাজারে প্রদান করা। সরকারি সংস্থা দ্বারা আস্বাদিত কাঠামোর সুবিধার ফলে বাজারের প্রবণতা বিকৃত হতে থাকে, যা প্রতিযোগিতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।
- **তথ্য অসামঞ্জস্য**: এটা লক্ষ্য করা গেছে যে জনসাধারণের কার্যক্ষেত্রে কোনো তথ্য উপলব্ধ নেই, যা এই সূচনা দেয়, যেখানে সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা পণ্য বা পরিষেবা এবং তাদের অনুমত পরিমাণ আসাদন করা হয়, এবং আসাদিত কোন পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের বিদ্যমান ক্ষমতার উপর আকস্মিক সিদ্ধান্ত দ্বারা চাপ দেওয়া হয় যা একটি মূল্যটান এর কারণ সৃষ্টি করে প্রায়ই অদক্ষ আসাদনের দিকে পরিচালিত করে।

দ্রষ্টব্য: তথ্য রূজু করার প্রক্রিয়া জানতে চাইলে, অনুগ্রহ করে "কিভাবে তথ্য রূজু হয়" পুস্তিকাটি পড়ুন

উপসংহার

সরকারী আসাদন কার্যকর করা সুশাসনের একটি অংশ। কার্যকরি প্রতিযোগিতার প্রয়োজন সরবরাহকারী এবং সম্ভাব্য নিলামকারীদের মধ্যে গোপন চুক্তি প্রতিরোধ করতে। প্রতিযোগিতা আইনে স্পষ্টভাবে নিলামকারীদের মধ্যে গোপন চুক্তি নিষিদ্ধ করা যা পরিণামে জনসাধারণের তহবিলকে প্রভাবিত করে এবং জনসাধারণের টাকার ক্ষতি হয়। এভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদনে ন্যায্য লেনদেনে সেরা চুক্তি পেতে শুধুমাত্র কোটনাদেরই সাহায্য করবে না পাশাপাশি কার্যকরীভাবে সম্পদ ব্যবহার করার জন্য দেশকেও সাহায্য করবে।

গোপন চুক্তিতে বিরূপতার প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদনের সকল স্তরে গোপন চুক্তি হ্রাসে প্রতিযোগিতা আইনে দক্ষ নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া, কঠোর প্রয়োগকারী এবং সরকারি আসাদন সংস্থার মধ্যে সচেতনতা প্রয়োজন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিযোগিতার প্রচার নীতি সম্পূর্ণভাবে পরিপূরক।

সারসংক্ষেপে, দর কারচুপিকে নিরস্ত করতে সতর্কতা বৃদ্ধি, শক্তসমর্থ প্রয়োগকারী, এবং ভাল রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদনের কর্মসূচী পরিকল্পনার মাধ্যমে নীতি পরিকল্পনাবিদের, রাষ্ট্রায়ত্ত আসাদনের কর্মকর্তাদের এবং সিসিআই এর একটি দল হিসেবে একসঙ্গে কাজ করা উচিত।

দ্রষ্টব্য: আসাদন কর্মকর্তারা "দর কারচুপি সংক্রান্ত বিধান" এর উপর সি.সি.আই. এর প্রচার পুস্তিকা থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।

কমিশন 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অফিসারের জন্য ডায়াগনস্টিক টুলকিট' প্রকাশ করেছে যা সরকারি সংগ্রহ আধিকারিকদের সংগ্রহ পদ্ধতি এবং প্রতিযোগিতা-দক্ষতার স্তর পর্যালোচনা করতে ব্যবহারিক গাইড হিসাবে কাজ করে। টুলকিটটি একটি প্রতিযোগিতা-দক্ষ টেন্ডারিং সিস্টেম ডিজাইনের বিশদ নির্দেশিকা এবং প্রস্তাবিত অনুশীলন সরবরাহ করে। এই টুলকিট কমিশনের ওয়েবসাইট, www.cci.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।

দর কারচুপি

দর কারচুপি

সূচনা

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ (সংশোধিত) [আইনটি] আধুনিক প্রতিযোগিতার আইনের দর্শন অনুসরণ করে এবং এই আইনটির লক্ষ্য প্রতিযোগিতা গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অ-প্রতিযোগিতামূলক কাজকর্ম থেকে ভারতীয় বাজারকে রক্ষা করাএই আইনপ্রতিযোগিতা-বিরোধী চুক্তি এবংপ্রভাবশালী বাণিজ্যিকসংস্থাগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে,এবংভারতেপ্রতিযোগিতার উপর যাতে কোন কু-প্রভাব না পড়ে সেটা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয় (সমবায়,একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ) নিয়ন্ত্রণ করে।

এই আইন সেই সকল চুক্তিকে নিষিদ্ধ করে যেগুলি ভারতীয় বাজারের প্রতিযোগিতার উপর কোন কু-প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে। এই প্রকারের যেকোন চুক্তিঅকার্যকর।

একটি চুক্তি অনুভূমিকও হতে পারে,যেমন, বাণিজ্যিক সংস্থা,ব্যক্তি,সমিতি,ইত্যাদির মধ্যে যেগুলিঅভিন্ন বা অনুরূপ পণ্যের বাণিজ্য অথবা পরিষেবা প্রদান করে, অথবাসেটি উল্লম্বও হতে পারে, যেমন, বাণিজ্যিক সংস্থা বাব্যক্তিদের মধ্যে যেগুলিবিভিন্নবাজারে পণ্যওপরিষেবাসং ক্রান্তউৎপাদনপ্রক্রিয়ারবিভিন্নক্ষেত্রওঅবস্থারসঙ্গেযুক্ত। নিলামীতে কারচুপি বা বে-আইনিভাবে নিলামী করা অনুভূমিক চুক্তিগুলির মধ্যে একটি, যা এই আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিযোগিতার উপর কু-প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

নিলামীতে কারচুপি বলতে কী বোঝায়?

> এই আইনের ধারা ৩-এর উপধারা (৩) ব্যাখ্যা করে যেনিলামীতে কারচুপি হল " উপ-ধারা (৩) দ্বারা উল্লিখিত বাণিজ্যিক সংস্থা বা ব্যক্তি যারা অভিন্ন এবং অনুরূপ উৎপাদন বা পণ্যের লেনদেন বা পরিষেবা প্রদান করার সাথে যুক্ত, তাদের মধ্যে যেকোনো চুক্তি যা নিলামীর প্রতিযোগিতায় হ্রাস আনার বা তা দূর করার বা তার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার বা নিলামীর পদ্ধতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।"

নিলামীতে কারচুপিতখন হয় যখন নিলামকারীরা হাত মিলিয়ে নিলামের টাকার পরিমাণ একটা পূর্বনির্ধারিত মাত্রায় রাখে।এই পূর্বনির্ধারণ নিলাম-গোষ্ঠীর দ্বারা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়।নিলামকারীরা প্রকৃত বা সম্ভাব্য হতে পারে, কিন্তু তারাচক্রান্ত করে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করে।

নিলামীতে কারচুপি প্রতিযোগিতা-বিরোধী

নিলামী সবচেয়ে অনুকূল শর্তে পণ্য বা পরিষেবা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। সরকার (এবং সরকারি সংগঠন) এবং বেসরকারি সংস্থা (কোম্পানি, কর্পোরেশন,ইত্যাদি) উভয়ই নিলামীর নিমন্ত্রণের পথ অবলম্বন করে। কিন্তু সবচেয়ে অনুকূল মূল্য এবং পরিবেশের উদ্দেশ্যটি চাপা পড়ে যায় যখন সম্ভাব্য নিলামকারীরা চক্রান্ত করে হাত মিলিয়ে কাজ করে।এই ধরনের প্রতারণামূলক নিলামী বা নিলামীতে কারচুপির ফলে প্রস্তাব নিমন্ত্রনের আসল উদ্দেশ্যটি লঙ্ঘিত হয় এবং এটি সহজাতরূপে প্রতিযোগিতা-বিরোধী।

প্রতারণামূলক নিলামী বা নিলামীতে কারচুপি নানাভাবে ঘটতে পারে। সবচেয়ে বেশি গৃহীত উপায়গুলি হল:

- অনুরূপ প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেওয়ার জন্য চুক্তি।
- কে সর্বনিম্ন প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেবে সেই বিষয়ে চুক্তি, আচ্ছাদন দর জমা দেওয়ার জন্য চুক্তি (স্বেচ্ছায় স্ফীত দর) ।
- একে অপরের বিরুদ্ধে দর-কষাকষি না করার চুক্তি।
- প্রস্তাবিত মূল্যের মেয়াদ এবং নিরিখ হিসেব করার জন্য প্রচলিত নিয়মের উপর চুক্তি।
- বহির্ভূত নিলামকারীদের প্রতিযোগিতা থেকে বিযুক্ত করার জন্য চুক্তি।
- পর্যায়ক্রমে বা ভৌগলিক বন্টনের উপর ভিত্তি করে বা ক্রেতাদের বন্টনের উপর ভিত্তি করে দর বিজয়ীদের আগাম আখ্যা দেওয়ার জন্য চুক্তি।
- সেই দরের জন্য চুক্তি যে দরের প্রস্তাব যেকোন গোষ্ঠি পণ্য বিক্রয়ের জন্য আয়োজিত নিলামে দিতে পারে বা এমন কোন চুক্তি যার ফলে কোন গোষ্ঠি পণ্য বিক্রয়ের জন্য আয়োজিত নিলামে দর কষাকষি থেকে বিরত থাকতে রাজি হয়ে যায়।

এই ধরনের কিছু চুক্তিতে একটি অন্তর্নিবিষ্ট ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা থাকে যেখানে সফল নিলামকারীদের লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ অসফল নিলামকারীদেরকে দেওয়া হয়।

নিলামীতে কারচুপি যদি সরকারী নিলামেরউপর হয় তাহলে ক্রয় এবং সরকারী খরচের উপর তীব্র কু-প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে ।

এই ধরণের কারচুপি ও প্রতারণামূলক নিলাম আইনের চোখে কঠোরভাবে দণ্ডনীয় এমনকি এই সংক্রান্ত সামান্য সন্দেহকেও কঠোরভাবে যাচাই করে দেখা হয়।

নিলামীতে কারচুপির প্রকার

নিলামীতে কারচুপি বিভিন্ন আকার নিতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ নিলামীতে কারচুপি করার যে চক্রান্ত তা সাধারণত নিম্নলিখিত এক বা একাধিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত :

প্রস্তাব অবদমন

এই পরিকল্পনায়, এক বা একাধিক প্রতিযোগী যাদেরকে এমনিতে দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া হয়, বা যারা আগে দরকষাকষি করেছে, তারা নিলামের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকতে রাজি হয়ে যায় বা আগে জমা দেওয়া মূল্যের প্রস্তাব তুলে নেয় যাতে আখ্যাত বিজয়ীর দর গৃহীত হয়।

পরিপূরক নিলাম ডাক

পরিপূরক নিলাম ডাক ('আচ্ছাদন'বা'সৌজন্য নিলাম-ডাক' নামেও পরিচিত)তখন সংঘটিত হয় যখন কিছু প্রতিযোগী অনেক উঁচু দর জমা দেওয়ার জন্য রাজি হয়, যেটা হয় খুব বেশী হওয়ার জন্য গৃহীত হবে না বা কোনো বিশেষ শর্তাবলী থাকার ফলে ক্রেতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই ধরনের নিলামডাক আসলে, ক্রেতা গ্রহণ করবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না, এগুলি শুধু প্রকৃত প্রতিযোগিতামূলক নিলামডাক হচ্ছে,একথা সকলকে বোঝানোর জন্য আয়োজিত হয়।পরিপূরক নিলাম ডাক পরিকল্পনাগুলি হল নিলাম ডাকের বাকি সব ধরনগুলির মধ্যে সবথেকে ঘনঘন ঘটতে থাকা নিলাম ডাক এবং এগুলির দ্বারা স্ফীত মূল্য গোপন করার জন্য

প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ভান করা হয়এবং এইভাবেক্রেতাদের প্রতারিত হওয়ার থেকে রক্ষা করারভানকরা হয়।

নিলাম ডাকে আবর্তন

এই ধরনের পরিকল্পনায় সব চক্রান্তকারীরাই প্রস্তাবিত মূল্য জমা দেয় কিন্তু সর্বনিম্ন নিলামকারী হওয়ার পালার জন্যঅপেক্ষা করে। আবর্তনের শর্তাবলীগুলি ভিন্ন হতে পারে;যেমন, চুক্তির আয়তন অনুযায়ী প্রতিযোগীরা চুক্তির পালার জন্য অপেক্ষা করতে পারে, এবং প্রত্যেক চক্রান্তকারীকে সমান পরিমাণ টাকা বন্টন করতে পারে বা চক্রান্তকারীর আয়তন অনুযায়ী বন্টন করতে পারে।

উপ-চুক্তি

উপ-চুক্তির আয়োজন সাধারণত নিলামীতে কারচুপির পরিকল্পনারই একটি অংশ।যেপ্রতিযোগীরা দরাদরি করতে বা হারের সম্ভাবনা-যুক্ত দর জমা দিতে চায় না, তারা মাঝেমাঝেই উপচুক্তি গ্রহণ করে বা সফল নিলামকারীদেরকে দরের বিনিময়ে চুক্তি সরবরাহ করে। কিছু পরিকল্পনায়, একজন নিম্ন নিলামকারী একটি লাভজনক উপচুক্তির বিনিময়ে, তার পরের নিম্ননিলামকারীর পক্ষে তার দর তুলে নিতে রাজি হয়ে যাবে, যে উপচুক্তি, বে-আইনিভাবে লব্ধ উচ্চ মুল্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়।

প্রায় সবধরনের নিলামীতে কারচুপির মধ্যেই একটি জিনিস একই থাকে:কিছু বা সব নিলামকারীদের মধ্যে একটি চুক্তি যা আগে থেকেই স্থির করে নেয় যে বিজয়ী নিলামকারী কে হবে এবং প্রতিযোগিতাকে চক্রান্তকারী বিক্রেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে বা একেবারেই দুর করে দেয়।

কিছু সন্দেহজনক ব্যবহারের নমুনা

নিলামীতে কারচুপি ধরতে পারা কঠিন। যাইহোক, অস্বাভাবিক নিলামডাক বা নিলামকারীর কিছু বলা বা করার থেকে সন্দেহ জাগতে পারে। একটি চুক্তি(চক্রান্ত করে) যেটি অনুযায়ী প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাথে কথা না বলে কোনো প্রস্তাবের নিয়ন্ত্রণে সাড়া দেওয়া হয় না, সেটিও একটি নিলামীতে কারচুপি করারই অপরাধ। কিছু নিলামডাকের নমুনা চক্রান্তের সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। যে পরিস্থিতিগুলিতে সন্দেহজনক ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে, সেগুলি হল :

(১) নিলামকারীদের দ্বারা দেওয়া কিছু নিলাম প্রস্তাবের মধ্যে কিছু অভিন্ন বা একইরকম ভুল বা অনিয়ম থাকে(বানান, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় এবং হিসেব সংক্রান্ত)। এর থেকে বোঝা যেতে পারে যে মনোনীত বিজয়ীই বাকি দরপ্রস্তাবগুলি(পরাজিতদের) তৈরী করেছেন।

(২) দর প্রস্তাবের দলিলগুলির মধ্যে একই ধরনের সংশোধন এবং পরিবর্তন থাকে যা দেখে বোঝা যায় যে শেষ মুহুর্তে পরিবর্তন করা হয়েছে।

(৩) একজন নিলামকারী তার নিজের জন্য এবং তার প্রতিযোগীর জন্যেও একটি দর প্রস্তাবের প্যাকেজ চায়।

(৪) একজন নিলামকারী তার নিজের এবং তার প্রতিযোগীর, দুজনের দর প্রস্তাবই জমা দেয়।

(৫) একটি পার্টি নিলামক্রিয়ার উদ্বোধনের সময় একাধিক প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং অন্য কারা নিলামে অংশ নিচ্ছে সেটা জানতে পারার পর দর প্রস্তাব জমা দেয়।

(৬) একজন নিলামকারীর বক্তব্য শুনে বোঝা যায় যে তার প্রতিযোগীদের নিলাম প্রস্তাব সম্বন্ধে তার পূর্ব-ধারনা আছে।

(৭) একজন নিলামকারীর বক্তব্যে যখন মনে হয় যে নিলাম প্রস্তাব একটি 'পরিপূরক''সৌজন্য' বা 'আচ্ছাদিত 'প্রস্তাবিত মূল্য।

(৮) একজন নিলামকারীর বক্তব্যে যখন মনে হয় যে নিলামকারীরা মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন।

দর কারচুপির উপর তদন্ত

এই আইনের ১৯ নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করে, ধারা (৩)এর উপধারা ৩ অনুযায়ী কমিশন যেকোনো নিয়মলঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পারে, যাদর কারচুপি নিষিদ্ধকরে দিতে পারে।

দর কারচুপি হচ্ছে একথা প্রাথমিকভাবে বোঝার পর, কমিশনের উচিত ডিরেক্টর জেনারেলকে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এবং তার বিবৃতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া। দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অর্পিত, অসামরিক পদ্ধতির অধীনে, কাউকে তলব করা, কাউকে উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা, কাউকে শপথ করিয়ে জেরা করা, দলিলের সন্ধান চাওয়া এবং সেগুলি পেশ করতে বলা, এবং শপথপত্রের প্রমাণ চাওয়া – এই সবকিছুর ক্ষমতাই কমিশনের আছে। 'অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তকরণ'-এর ক্ষমতা ছাড়াডিরেক্টার জেনারেলকে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়।

মনে রাখবেন:

তদন্তের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দয়া করে ২০০৯-এর নিয়মাবলী নং. ২, তারিখ ২১ মে ২০০৯ দেখুন। (সিসিআই ওয়েবসাইটwww.cci.gov.in–এও উপলব্ধ)

কমিশনের ক্ষমতা

তদন্তের পরে, কমিশন, এই আইনের ২৭ নং ধারা অনুযায়ীনিম্নলিখিত যেকোনো বা সবকটি আদেশ পাশ করাতে পারে :

(১) পার্টিগুলিকে এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং এই ধরনের চুক্তি আর না করতে নির্দেশ দেওয়া।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া

(৩) এর সাথে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে, কমিশনের দ্বারা পাশ করা আদেশগুলি এবং নির্দেশগুলি মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া, যেমন, খরচ পরিশোধ সমেত

(৪) বিবেচনা অনুযায়ী আদেশ পাশ করা এবং নির্দেশ দেওয়া।

জরিমানা

বিবেচনা অনুযায়ী কমিশন জরিমানা ধার্য করতে পারে। জরিমানাটি,পূর্ববর্তী তিনটি অর্থনৈতিক বছরের গড় আয়ের ১০% হতে পারে, যা সেইসব ব্যক্তিদের উপর ধার্য হবে যারা দর কারচুপি করে বা প্রস্তাব মূল্য ঠিক করার সময় চক্রান্ত করে।যদি দর কারচুপির চুক্তি যা ধারা ৩-এর উপধারা(৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তা কার্টেলের দ্বারা করা হয়ে থাকে তাহলে কমিশন প্রত্যেক উৎপাদক, বিক্রেতা, পরিবেশক বা পরিষেবা প্রদানকারী যারা ওই কার্টেলের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের উপর চুক্তির স্থিতিকাল অনুযায়ী প্রত্যেক বছর লাভের তিনগুণ বা চুক্তির স্থিতিকাল অনুযায়ী প্রত্যেক বছর আয়ের ১০%,যেটা বেশী হবে সেটা ধার্য হবে।অতএব, জরিমানাটি গুরুতর হতে পারে এবং দোষী পার্টির প্রচুর অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ব্যয় হতে পারে।

এই আইনের ধারা ৪৬ কমিশনকেএই ক্ষমতা প্রদান করে, যে যদি কোনো কার্টেলের সাথে যুক্ত পার্টি সত্যি, সম্পূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক তথ্য প্রকাশ করে যেগুলির দ্বারা কার্টেলের তল্লাশি করা সম্ভব, তাহলে কমিশন তাদের জন্য কম জরিমানা ধার্য করবে। যাইহোক, তদন্তের সময় যদি জানা যায় যে, যে শর্তগুলি অনুযায়ী কম জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল পার্টি সেগুলি মান্য করেনিবা তার দ্বারা প্রকাশিত তথ্য যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় বা যদি মিথ্যা প্রমাণ দেওয়া হয়, তাহলে সে আর সেই সুযোগ পাবে না।

মনে রাখবেন:

জরিমানা কম হওয়ার শর্তাবলী জানার জন্য দয়া করে ২০০৯-এর নিয়মাবলী নং. ৪, তারিখ ১৩ আগস্ট২০০৯।(সিসিআই ওয়েবসাইটwww.cci.gov.in–এও উপলব্ধ)

অন্তর্বর্তী আদেশ

এই আইনের ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী, দর কারচুপির তদন্তের নির্ণয়কার্যকালে, যতক্ষণ না তদন্তের কোনো কিনারা পাওয়া যাচ্ছে বা আরও আদেশ আসছে ততক্ষণ কমিশন যেকোনো পার্টিকে অস্থায়ীভাবে আপত্তিকর কাজকর্ম করতে বাধা দিতে পারে, প্রয়োজন হলেকোনো ঘোষণা না করেই কমিশন এই কাজ করতে পারে।

মনে রাখবেন:
অন্তর্বর্তী আদেশ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দয়াকরে ২০০৯এর নিয়মাবলী নং. ২ তারিখ ২১ মে, ২০০৯ দেখুন। (সিসিআই ওয়েবসাইটwww.cci.gov.in–এও উপলব্ধ)

আবেদন

জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) কে এই ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে যাতে আইনে উল্লিখিত কমিশনের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত বা আদেশগুলি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে এটি সক্ষম হয়।
কমিশনের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত বা আদেশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।

আধিপত্যের অপব্যবহার

আধিপত্যের অপব্যবহার

ভূমিকা

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ (সংশোধিত) আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক আইনসমূহের দর্শন অনুসরণ করে এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশে প্রযুক্ত হয় তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিযোগিতাবিরোধী নীতিগুলি থেকে ভারতীয় বাজারকে রক্ষা করে। এই আইন প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আধিপত্যের অপব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং সমন্বয়কে নিয়ন্ত্রণ করে (সংযুক্তি, একীভবন, অধিগ্রহণ), এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাতে ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখা যায়।

আইনের ৪ নং ধারা্র মূল বিষয়হল শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃকআধিপত্যের অপব্যবহার,যেটি বর্ণনা করা হয়েছে পুস্তিকার এই বিভাগে।

প্রাথমিকভাবে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা আইন বাজার শক্তি এবং এর অপব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। "বাজার শক্তি" শব্দটিকে "কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান", "একচেটিয়া ক্ষমতা", "সারগর্ভ বাজার শক্তি" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় ।

আধিপত্য বলতে কি বোঝায় ?

আইনটিতে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান বলতে ভারতের প্রাসঙ্গিক বাজারে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আস্বাদিত শক্তিশালী অবস্থানকে বোঝায়, যা এটিকে :

- প্রতিযোগী শক্তিবর্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতের প্রাসঙ্গিক বাজারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে অথবা,
- এর প্রতিযোগীদের অথবা উপভোক্তাদের কিংবা প্রাসঙ্গিক বাজারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম বানায়।

এটি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিপণি শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কার্য চালিত করার ক্ষমতাকে বোঝায় যা মূলত সেই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবমূলক অবস্থান নির্ধারিত করে। আদর্শ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকেনা,বিশেষ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে।কিন্তুআদর্শ বাজারের শর্তগুলি বাস্তeবে সম্ভব নয় এবং অর্থনৈতিক আদর্শ মাত্র । এই কথাগুলি মাথায় রেখে আইনটি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে নির্দেশ করে যেগুলি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্বপরায়ণ কিনা তা নির্ধারণ করে।

প্রাসঙ্গিক বাজার[1]

প্রতিযোগিতায় কর্তৃত্বের গুরুত্বকে প্রাসঙ্গিক বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রাসঙ্গিক বাজার বলতে"প্রাসঙ্গিক দ্রব্যের বাজার এবং প্রাসঙ্গিক ভৌগলিক বাজার অথবা উভয়ের সাপেক্ষে কমিশন দ্বারা

[1]২নংধারারউপবিভাগ (আর)

নির্ধারিত বাজারকে বোঝায়"। আইনটি কতগুলি বিষয়কে নির্দেশ করে যেগুলির মধ্যে কোনো একটিকে অথবা প্রত্যেকটিকেই কমিশন কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বাজারকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিবেচনা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক দ্রব্যের বাজার[2]

একে বিনিময় যোগ্যতার নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নিত্য মূল্যবৃদ্ধির (এস.এস.এন.আই.পি.) পরিপ্রেক্ষিতে এটি দ্রব্যসমূহের ক্ষুদ্রতম সেট(দ্রব্য এবং পরিষেবা উভয়েরই) যেগুলি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় যোগ্য।উদাহরণস্বরূপ গাড়ির বাজার ছোটো গাড়ি, মাঝারি আয়তনের গাড়ি, লাক্সারি গাড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দ্রব্যের বাজার দ্বারা সংগঠিত, যেহেতু এগুলি মূল্যের একটি সামান্য পরিবর্তনের কারণে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় যোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক ভৌগলিক বাজার[3]

প্রাসঙ্গিক ভৌগলিক বাজারকে একটি অঞ্চলের সাপেক্ষে বর্ণনা করা হয় যেখানে দ্রব্যের সরবরাহ এবং পরিষেবার বন্দোবস্ত অথবা দ্রব্য এবং পরিষেবা উভয়ের চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার শর্তগুলি স্পষ্টরূপে সমপ্রকৃতির এবং সেগুলিকে পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত শর্তগুলির থেকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ।

কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান নির্ণায়ক বিষয়সমূহ[4]

কর্তৃত্বকে পরম্পরাগতভাবে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীর বাজার শেয়ারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়। যদিও কিছু সংখ্যক অন্যান্য বিষয় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা এর বাজারের ওপর প্রভাব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এগুলি হল :

- বাজার শেয়ার;
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং সম্পদ;
- প্রতিযোগীদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্ষমতা;
- অনুভূমিক সংযুক্তিকরণ;
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর উপভোক্তাদের নির্ভরশীলতা;
- বাজারে প্রবেশ এবং প্রস্থানের পথে প্রতিবন্ধকতা;

---

[2]২নংধারারউপবিভাগ(টি)

[3]২নংধারারউপবিভাগ (এস)

[4]১৯নংধারারউপবিভাগ (৪)

- সমান ক্রয়ক্ষমতা;
- বাজারের কাঠামো এবং আয়তন;
- কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের উৎস অর্থাৎ এটি সংবিধির দ্বারা প্রাপ্ত কিনা তা নির্ণয় করা;
- অর্থনৈতিক উন্নতিতে কর্তৃত্বময় অবস্থান আস্বাদনকারী একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক ব্যয় ও তার দায়বদ্ধতা এবং অবদান।

এছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়কেকর্তৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করতে কমিশন অধিকারপ্রাপ্ত ।

কর্তৃত্বের অপব্যবহার

কর্তৃত্বকে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না, কিন্তু এর অপব্যবহারকে করা হয়।অপব্যবহার তখনই হয় যখন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বাজারে তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের একচেটিয়া এবং শোষণমূলক অপব্যবহার করে।

আইনটি কিছু প্রথার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করে যেগুলির মাধ্যমে একটিকর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের অপব্যবহার সংঘঠটত হয় এবংসেই কারণেপ্রথাগুলি নিষিদ্ধ।এই প্রথাগুলির মাধ্যমে ভারতের প্রাসঙ্গিক বাজারে তখনই অপব্যবহার সাধিত হয় যখন সেগুলিকে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান আস্বাদিত করে।

কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের অপব্যবহার একটি প্রভাবশালী শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত কিছু নির্দিষ্ট ধরণের কার্যাবলীর সাপেক্ষে বিবেচিত হয়। এই সমস্ত কার্যগুলি আইনত নিষিদ্ধ।আইন দ্বারা চিহ্নিত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে কোনো ধরণের অপব্যবহার নিষিদ্ধ[5]।

আইনের ৪ নং ধারা (২) প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত নিম্নলিখিত প্রথাগুলিকে অপব্যবহার হিসেবে নির্দেশ করে :

i) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দ্রব্য ও পরিষেবার ক্রয় এবং বিক্রয়ের ওপর অন্যায্য তথা বৈষম্যমূলক শর্ত আরোপ করা;

ii) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দ্রব্য ও পরিষেবার ক্রয় এবং বিক্রয়ের ওপর অন্যায্য তথা বৈষম্যমূলক মূল্য (প্রিডেটরি মূল্যসহ) আরোপ করা;

iii) বাজারে দ্রব্যের উৎপাদনঅথবা পরিষেবার বন্দোবস্তকে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করা;

iv) দ্রব্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত উপভোক্তাদের পূর্বধারণার সাপেক্ষে প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে সীমিত ও সীমাবদ্ধ করা;

v) বাজারে প্রবেশকে যে কোনো প্রকারে অস্বীকার করা;

---

[5] ৪ নংধারারউপবিভাগ (২) দফা (এ) থেকে (ই)

vi) অন্যান্য পার্টির গ্রহণযোগ্যতার সাপেক্ষে অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতাস্বরূপ এমন সব চুক্তি সুনিশ্চিত করা যে তাদের প্রকৃতি ও বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুযায়ী সেই সব চুক্তির বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক থাকেনা ;

vii) প্রভাবশালী অবস্থানের সৌজন্যে একটি প্রাসঙ্গিক বাজার থেকে আর একটি প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রবেশ অথবা নিকটবর্তী প্রাসঙ্গিক বাজারকে রক্ষা করা

শোষণমূলক আচরণ ও অপব্যবহার

আইনে উল্লিখিত অপব্যবহারকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা :

শোষণমূলক (অতিরিক্ত অথবা বৈষম্যমূলক মূল্য ধার্যকরা) এবং অগ্রাহ্যতা (উদাহরণস্বরূপ বাজার সুবিধাকে বর্জন করা)

শোষণমূলক(প্রিডেটরি) মূল্য

আইনে উল্লিখিত প্রিডেটরি মূল্য বলতে ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রি এবং পরিষেবার বন্দোবস্ত করাকে বোঝায়, যা মূলতঃ দ্রব্যের উৎপাদন এবং পরিষেবা যোগানের নিয়মাবলী দ্বারা নির্ধারিত হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাতে প্রতিযোগীদের অপসারিত করা যায় অথবা প্রতিযোগিতা কমানো যায় ।[আইনের ৪ নং ধারার ব্যাখ্যা (বি)]

প্রিডেশন এক বর্জনাত্মক আচরণ যা প্রাসঙ্গিক বাজারে কর্তৃত্বপূর্ণঅবস্থানভো গকারীপ্রতিষ্ঠান/ প্রতিষ্ঠানসমূহেরদ্বারা সম্পাদিত । এহেন আচরণ নির্ধারণের পশ্চাতে জড়িত মূল উপাদানগুলি হল:

- প্রাসঙ্গিক বাজারে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের স্থাপনা
- প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রাসঙ্গিক পণ্য সামগ্রীর ওপর ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্য ধার্য্য করা।[২০০৯ সালে প্রণোদিত বিধি অনুযায়ী এক্ষেত্রে মূল্য বলতে ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন দ্বারা নির্ধারিত মূল্যকে বোঝায়।(উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ)]
- প্রতিযোগিতার ক্রমহ্রাস এবং প্রতিযোগীদের অপসারিত করার প্রবণতা যা প্রথাগতভাবে প্রিডেটরি ইনটেন্ট টেস্ট নামে পরিচিত ।

আবশ্যিক সুবিধা মতবাদ

প্রাসঙ্গিক বাজারে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশের পথে অন্তরায়ই হল প্রতিযোগিতার গতিশীলতার পথে প্রধান নিয়ন্ত্রক । প্রাসঙ্গিক বাজারেযখন কোনো প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজারকে হস্তগত করার জন্য কিছু আবশ্যিক পরিকাঠামো এবং কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে নিয়ন্ত্রণ করে যা না তো কম সময়েযথোপযুক্ত মূল্যে সহজে পুনরুৎপাদনযোগ্য, না তো অন্যান্য পণ্য অথবা পরিষেবারসাথে বিনিময়ে, যসগুলো কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান যথাযথ কারণব্যতীত তাদের প্রতিযোগীদের সাথে যথোপযুক্ত মূল্যে ভাগ করে নিতে অস্বীকার করতে পারেনা। এই তত্ত্বকে আবশ্যিক সুবিধা মতবাদবা ইংরিজিতে বলা হয় এসেন্সিয়ালফ্যাসিলিটিজডক্ট্রিন (ই.এফ.ডি)। এটা পরিলক্ষিত যে ই.এফ.ডি-র যে কোনো আবেদন নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে চলে:

- প্রাসঙ্গিক বাজারের সুযোগ সুবিধাগুলি একটি প্রভাবশালী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে ।
- প্রতিযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবিশেষের সুযোগ সুবিধাকে পুনরুৎপাদন করার ক্ষেত্রে

কোনো একটি বাস্তবিক ক্ষমতার অভাব থাকতে হবে ।

- প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এই বিশেষ সুযোগ সুবিধার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন ।
- সুযোগ সুবিধাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করার জন্য এটা অবশ্যইকার্যকর হওয়া উচিত ।

এই শর্তানুযায়ী এবং প্রতিযোগিতামূলক আইনএর প্রচলিত রীতি যা কিনা ক্ষেত্র বিশেষেপ্র যোজ্য, কমিশনধারা (৪)(২)(গ) অনুযায়ী এমন নির্দেশ দিতে পারে, যা কিনা আবশ্যিক সুবিধাভোগকারী সংস্থাকে তার উৎপাদন শৃঙ্খলার নিম্নস্তরীয় প্রতিযোগীদের সাথে সেই সুবিধাকে ভাগ করে নিতে বাধ্য করবে।

আই.পি.আর. এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহার

যখন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসের যুক্তিসংগত ব্যবহার, প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি ৩নং ধারার কঠোরতার বর্হিভূত থাকে, তখন নির্দিষ্ট হানিকর কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আই.পি.আর.–এর সঠিক ধারক কর্তৃক অপব্যবহার সংক্রান্ত মর্যাদাহানির ঘটনা দেখা যায়না।

ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস(আই.পি.আর.এস.) ও প্রতিযোগিতামূলক আইনসাধারণত পরস্পরবিরোধী। যেহেতু আই.পি.আরএকাধিপত্য প্রদান করে তাই অনেকে বিশ্বাস করেন এটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক।কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে উভয়ই পরস্পরের পরিপূরক এবং দুজনের লক্ষ্য একই – উদ্ভাবন এবং সার্বিক সমৃদ্ধি । সুতরাং আই.পি.আর প্রতিযোগিতামূলক আইনের আওতায় পড়ে যায় কিন্তু মূল্যায়ণের বিচারে এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

৩ নং ধারার অন্তর্ভুক্ত চুক্তিসমূহ, যা মূলত আই.পি.আরকে রক্ষা করার জন্য আরোপিত, প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তির বর্হিভূত থাকে| কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত ৪নং ধারা আই.পি.আরকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই সূচনা দেয় যে, প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলিকে মেনে নিয়ে যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বেই অবস্থা ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে।

কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত তদন্ত

আইনের ১৯নং ধারার অধীন ক্ষমতাসমূহের বলে কমিশন কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত ৪নং ধারা লঙঘনের জন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত জারি করতে পারে।১৯নং ধারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য কতগুলি বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করে যা কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়।এই সমস্ত বিষয়গুলি হল শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজার শেয়ার, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং সম্পদ, প্রতিযোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং গুরুত্ব, উপভোক্তাদের নির্ভরশীলতা, প্রবেশের পথে বাধা, সামাজিক দায় ও দায়িত্ব এবং ভৌগোলিক ও পণ্য বাজারের সামাজিক দায় ও মূল্য ইত্যাদি।

যদি কমিশন প্রাথমিক ভাবে মনে করেন যে কর্তৃত্বের অপব্যবহার সংক্রান্ত কোনো দৃষ্টান্ত ঘটেছে তাহলে তিনি ডিরেক্টর জেনেরালকে একটি তদন্ত দাখিল করতে এবং প্রতিবেদন তৈরী করার আবেদন করতে পারেন।দেওয়ানীকার্যবিধি সম্পর্কিত সংহিতাঅনুসারেযে সমস্ত বিষয় কমিশনের দেওয়ানী আদালতের সমতুল্য ক্ষমতা আছে সেগুলিহল:কোনো ব্যক্তির ওপর পরওয়ানা জারি করে তার উপস্থিতি বলবত করা এবং শপথের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পরীক্ষা করা। এছাড়া তথ্য আবিষ্কারের প্রয়োজনেনথিপত্র দাখিল করা এবং হলফনামা সমেত প্রমাণ গ্রহণ করা প্রভৃতি। মহাপরিচালকের হাতে তদন্ত পরিচালনা করার জন্য একটি দেওয়ানী আদালতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার বাইরেও অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকে ।

বি.দ্র. :অনুসন্ধান এবং তদন্তসংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দয়া করে ২১শে মে২০০৯ সালের ২নং প্রবিধান পড়ুন। (সিসিআই ওয়েবসাইট www.cci.gov.in

কমিশনের ক্ষমতা

তদন্তের শেষে আইনের ২৭নং ধারা অনুযায়ী কমিশন নিম্নলিখিত আদেশগুলির মধ্যে সবকটি অথবা যে কোনো একটি পাস করাতে পারে:

১) পার্টিগুলিকে এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করতে এবং এই ধরনের চুক্তি আর না করতে নির্দেশ দেওয়া।

২) শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিসংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া।

৩) এর সাথে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক সংস্থাকে, কমিশনের দ্বারা পাশ করা আদেশগুলি এবং নির্দেশগুলি মেনে চলতে নির্দেশ দেওয়া, খরচ পরিশোধ সমেত

কর্তৃত্বকে সরাসরি খারাপহিসেবে বিবেচনা করা হয়না কিন্তু এর অপব্যবহারকে করা হয়। অপব্যবহার তখনই হয় যখন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বাজারে তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের একচেটিয়া এবং শোষণমূলক অপব্যবহার করে।

৪) এই ধরণের অন্যান্য আদেশ পাস করা এবং নির্দেশ জারি করা যা বিবেচ্য হতে পারে ।

৫) কমিশন যোগ্য জরিমানা আরোপ করতে পারে । প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবিশেষ, যারা কারচুপি বা কূটনৈতিক আঁতাতে আবদ্ধ হয়েছিল, তাদের ওপর পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের গড় বার্ষিক লেনদে নের ১০শতাংশ জরিমানা আরোপিত হতে পারে ।

৬) ২৮নং ধারা অনুযায়ী কমিশন কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান আস্বাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি বিভাগ কর্তৃক ভবিষ্যতে তারকর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার যাতে না হয় সেই বিষয় নির্দেশ জারি করে।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ

আইনের ৩৩নং ধারার অধীনে,কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত কোনো একটি তদন্তের নির্ণয়কার্যকালে কমিশন,যেক্ষেত্রে এটির বিবেচনা প্রয়োজন, সেইসব ক্ষেত্রেকোনোরকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপত্তিজনক কাজে অভিযুক্ত কোনো পার্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, যতক্ষণ না পর্যন্ত অনুসন্ধান শেষ হচ্ছে অথবা পরবর্তী কোনো আদেশ আসছে।

বি.দ্র. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দয়া করে ২১শে মে২০০৯ সালের ২নং প্রবিধান পড়ুন । (সিসিআই ওয়েবসাইট www.cci.gov.in

আবেদন

আইনের ৫৩এ নং ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা কমিশন দ্বারা পাস হওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন শোনার জন্য এবং তার মীমাংসার জন্য আইনের বিশেষ বিভাগ দ্বারা সংগঠিত।সব আবেদন কমিশন দ্বারা প্রদত্ত আদেশ/নির্দেশ/সিদ্ধান্তগ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে ।

ক্ষতিপূরণ [ধারা নং ৫৩এন]

যে কোন ব্যক্তিবিশেষ NCLATকে আবেদন জানাতে পারে ক্ষতিপূরণের দাবি সংক্রান্তবিষয় বিচার বিবেচনা করার অভিপ্রায় নিয়ে যা মূলত কমিশনের তথ্য থেকে উঠে আসে ।

সমন্বয়

সমন্বয়

সূচনা

২০০২-এর প্রতিযোগিতামূলক আইন (সংশোধিত) আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক আইনের দর্শনকে অনুসরণ করে এবং এর উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং প্রতিযোগিতা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় বাজারকে রক্ষা করা। এই আইন প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তিকে এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহারকে বাধা দেয় এবং সমন্বয়কে (কম্বিনেশন) (সমবায় (মার্জার)এবং আয়ত্তি (য়াকুইজিশন)) নিয়ন্ত্রণ করে যাতে ভারতের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে কোনো প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে। সমন্বয়নীতি সংক্রান্ত এই আইন ১লা জুন, ২০১১ (দ্র. কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি এস.ও. ৪৭৯(ই) ৪ঠা মার্চ ২০১১) থেকে জারি হয়েছে।

সমন্বয় কি ?

সাধারণভাবে, এই আইন অনুযায়ী, সমন্বয় হল কোনো উদ্যোগ এবং সমবায় এবং সংযুক্তির মধ্যে অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহর ব্যাপারে একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, নির্বাচনী অধিকার অথবা সম্পদের সম্বন্ধে আয়ত্তি, যখন সংযুক্ত পার্টিগুলি আইনে পরিধার্য সীমা অতিক্রম করে। ভারতে এবং বিদেশে সম্পদ(অ্যাসেট) এবং টার্নওভার অনুযায়ী এই আইনের সীমা নির্ধারণ করা হয়। সমন্বয় এবং সমবায় শব্দ দুটি এই পুস্তিকাতে বিকল্পভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো সমন্বয় যা ভারতের প্রাসঙ্গিক বাজারের প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিষিদ্ধ করা হবে এবং এই প্রকার সমন্বয় বাতিল হিসাবে গণ্য করা হবে।

সমন্বয় আইনের সীমা

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম। এই বিকাশ পদ্ধতি উদ্যোগের জৈবিক ও অজৈবিক (সমবায় এবং আয়ত্তির মাধ্যমে) পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্ত সমবায় এবং আয়ত্তি পর্যালোচনা করা সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত নয়। এটা অনুমান করা যেতে পারে যে ছোট সমন্বয়গুলির ক্ষেত্রে ভারতের বাজারগুলির প্রতিযোগিতায় প্রতিকূল প্রভাবের সম্ভাবনা কম। এই আইন কমিশনের কাছে সম্পদ (অ্যাসেট)/টার্নওভার সংক্রান্ত আজ্ঞাধীন বিজ্ঞপ্তি জারি করার ব্যাপারে উচ্চসীমা জারি করেছে।

পাইকারি মূল্য সূচকের (ডব্লু পি আই)পরিবর্তন অথবা টাকা বা বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে, কমিশনের সাথে আলোচনা করে সরকার প্রতি ৫ বছর অন্তর এই আইন পুনর্বিবেচনা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ২০১৬-এর ৪ঠা মার্চ দ্রষ্টব্য এস. ও. ৬৭৫ (ই)-তে সরকার ধারা ৫-এ উল্লিখিত সম্পদ(অ্যাসেট) ও টার্নওভারের মূল্য ১০০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন। যৌথ পার্টির সমন্বিত সম্পদ (অ্যাসেট)/টার্নওভারের বর্তমান সীমা নিচে দেওয়া হল:

একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে :

ভারতে প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ সম্পদ(অ্যাসেট)গুলির মূল্য ২০০০ কোটি টাকার বেশি হওয়া উচিত অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ টার্নওভারগুলির মূল্য ৬০০০ কোটি টাকার বেশি হওয়া উচিত। যদি একটি বা দুটি প্রতিষ্ঠানেরই ভারতের বাইরেও সম্পদ(অ্যাসেট)/ টার্নওভার থাকে, তাহলে ভারতে প্রতিষ্ঠানসমূহর সমন্বিত সম্পদ(অ্যাসেট)গুলির মূল্য কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রাসহ ১০০০ লক্ষ

আমেরিকান ডলার হবে অথবা টার্নওভারের মূল্য ৩০০০ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রাসহ ৩০০০ কোটি আমেরিকান ডলার হবে।

গোষ্ঠী

যে গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, সম্পদ অথবা নির্বাচনী অধিকারগুলি আয়ত্ত করে অথবা যে গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠানের সমবায় অথবা একত্রীকরণ হয়, তাদের ভারতীয় মুদ্রায় কমপক্ষে ৮০০০ কোটি টাকা অ্যাসেট অথবা ২৪০০০ কোটি টাকা টার্নওভার আছে ভারতের মধ্যে। যদি এই গোষ্ঠী ভারতে এবং ভারতের বাইরে উভয়েই অবস্থান করে তাহলে তাদের ১০০০ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রাসহ ৪ লক্ষ আমেরিকান ডলারের সম্পদ অথবা ৩০০০ কোটি টাকা ভারতীয় মুদ্রাসহ ১২ লক্ষ আমেরিকান ডলারের টার্নওভার আছে।

গোষ্ঠী শব্দটিকে আইনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি গোষ্ঠীতে দুটি প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে যদি একটি প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে ২৬ শতাংশ নির্বাচনী অধিকার পায় অথবা কমপক্ষে ৫০ শতাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখে অথবা অন্য পরিচালনবর্গ বা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (আইনের ধারা ৫-এর ব্যাখ্যা (বি))। ৪ঠা মার্চ ২০১৬ দ্রষ্টব্য বিজ্ঞপ্তি এস. ও. ৬৭৩ (ই)-তে সরকার সেই গোষ্ঠীকে ৫ বছরের জন্য ছাড় দিয়েছে যার ধারা ৫-এর বিধান অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী অধিকার ৫০ শতাংশের কম।

উপরোক্ত সীমাগুলি নিচে তালিকায় দেওয়া হল:

	প্রযোজ্য	সম্পদ(অ্যাসেট)		টার্নওভার	
ভারতে	একক **ব্যক্তির ক্ষেত্রে**	২০০০ কোটি টাকা		৬০০০ কোটি টাকা	
	গোষ্ঠী	৮০০০ কোটি টাকা		২৪০০০ কোটি টাকা	
ভারতের বাইরে		সম্পদ(অ্যাসেট)		টার্নওভার	
		সমগ্র	ন্যূনতম ভারতীয় উপাদান	সমগ্র	ন্যূনতম ভারতীয় উপাদান
	একক	১০০০ লক্ষ ডলার	১০০০ কোটি টাকা	৩০০০ লক্ষ ডলার	৩০০০ কোটি টাকা
	গোষ্ঠী	৪ বিলিয়ন ডলার	১০০০ কোটি টাকা	১২ বিলিয়ন ডলার	৩০০০ কোটি টাকা

পণ্যবিক্রয় অথবা কাজের মূল্য বিবেচনা করে টার্নওভার নির্ধারণ করা উচিত। প্রস্তাবিত সমবায়ের তৎকালীন আর্থিক বছরের ঠিক পূর্ব আর্থিক বছরের প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাবের বইয়ে নির্দেশিত সম্পদের জমাখরচের হিসাব মূল্যহ্রাস সহ বিবেচনা করে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। আইনের ধারা ৫-এর ব্যাখ্যা (সি) হিসাবে, পণ্যচিহ্নের মূল্য, ব্যবসায়ে সুনামের মূল্য অথবা বুদ্ধিগত সম্পদের অধিকার ইত্যাদি সম্পদের মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরও, কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফিকেশন নং এস.ও. ২৭ শে মার্চ, ২০১৭ এর 988 (ই) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে যেখানে কোনও উদ্যোগ বা বিভাগ বা ব্যবসায়ের কোনও অংশ অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, অন্য কোনও এন্টারপ্রাইজের সাথে একীভূত করা হয়েছে বা একত্রিত করা হয়েছে, সেখানে উল্লিখিত অংশ বা বিভাগ বা ব্যবসায়ের সম্পদের মূল্য এবং বা এর জন্য দায়ী, আইনের ধারা 5 এর অধীন থ্রেশহোল্ডগুলি গণনা করার উদ্দেশ্যে বিবেচিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পদ এবং টার্নওভার।

অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ

কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের স্বার্থে আইনের ৫৪ ধারার অনুবিধি (এ)-তে দেওয়া ক্ষমতা অবলম্বনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অব্যাহতি দিয়েছেন

- উক্ত আইনের ৫ ধারা অনুসারে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান, যার নিয়ন্ত্রণ, শেয়ার, নির্বাচনী অধিকার অথবা অ্যাসেট আয়ত্ত করা হয়েছে, তার সম্পদ ৩৫০ কোটি ভারতীয় মুদ্রা (আই এন আর)-এর থেকে বেশি না হয় অথবা টার্নওভার ১০০০ কোটি ভারতীয় মুদ্রা (আই এন আর)-এর বেশি না হয় তাহলে তাকে ৫ বছরের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।[6]

- যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইনের ৪৫ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, সেটিকে ৫ বছরের জন্য ধারা ৫ ও ৫-এর প্রয়োগের শর্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।[7]

- যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইনের ৪৫ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, সেটিকে ৫ বছরের জন্য ধারা ৫ ও ৬ -এর প্রয়োগের শর্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

- আঞ্চলিক পল্লী ব্যাংকগুলোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক পল্লী ব্যাংক আইন, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ২১) এর ধারা ২৩ এ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যা এগুলিকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২-এর ধারা ৫ ও ৬ থেকে পাঁচ বছরের জন্য অব্যহতি দেয়।

- কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ (সিপিএসই) পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ (১৯৩৪ সালের ৩০) এর অধীনে তেল এবং গ্যাস সেক্টরে পরিচালিত এবং অয়েল ফিল্ডস (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ এর ৫৩) এবং এর অধীনে তৈরি বিধিগুলি তেল ও গ্যাস সেক্টরগুলোতে পরিচালিত তাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলি সহ এই আইনের ধারা ৫ ও ৬ থেকে পাঁচ বছরের জন্য অব্যহতি দেয়।

- ব্যাংকিং সংস্থাগুলি (অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণের অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৭০ (১৯৭০ এর ৫) অধীনে এবং ব্যাংকিং সংস্থাগুলি (অধিগ্রহণের অধিগ্রহণ ও স্থানান্তর) আইন, ১৯৮০ (সালের ৪০) আইনের অধীনে পুনর্গঠন, পুরো বা তার কোন অংশের স্থানান্তর এবং জাতীয়করণকৃত

[6] কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ,বিজ্ঞপ্তি এস .ও .৪৮) ই ,(৪ঠা মার্চ ,২০১১।

[7] কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ,বিজ্ঞপ্তি এস .ও .৯৩) ই ,(৮ই জানুয়ারী ,২০১৩

ব্যাংকগুলোর সংহতকরণ সমস্ত মামলা প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২ এর ধারা ৫ ও ৬ থেকে দশ বছরের জন্য অব্যহতি দেয়।

যে সমন্বয়গুলির ব্যাপারে সাধারণত বিজ্ঞপ্তি জারি করা আবশ্যক হয় না

সমন্বয় নীতি অনুসারে, তফসিল ১-এর অধীনে প্রস্তাবিত, কিছু সমন্বয়ের ব্যাপারে কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন হয়না কারণ সেই লেনদেনগুলি ভারতে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সাধারণত কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল প্রভাব ফেলে না।

(১) আইনের ৫ ধারার অনুবিধি (এ)-এর উপধারা (i) অথবা উপধারা (ii) অনুসারে শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকারের আয়ত্তি একমাত্র একটি লগ্নী অথবা ব্যবসার সাধারণ ধারায় এতটাই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকারীর শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকার, অধিগ্রহণকারী কোম্পানীর মোট শেয়ারের ২৫ শতাংশ অথবা বেশি বা নির্বাচনী অধিকারের জন্য অভিহিত করে না, যার শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা কোন শেয়ার হোল্ডারের চুক্তি অথবা বস্তুসমূহের সংযোগ সম্পাদন আয়ত্ত করা হয়, প্রতিষ্ঠানের যার শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকার আয়ত্ত করা হয়, তার আয়ত্তির নিয়ন্ত্রণ করে না।[৪]

[ব্যাখ্যা: কোন প্রতিষ্ঠানের সমগ্র শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকারের ১০ শতাংশের কম আয়ত্তি বিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয়।

উক্ত আয়ত্তির সাথে সম্পর্ক অনুসারে -

(এ) অধিগ্রহণকারী শুধুমাত্র সেই অধিকারগুলি চর্চার অধিকার আছে যা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার হোল্ডার যাদের শেয়ার আয়ত্ত করা হচ্ছে তাদের আছে, নিজ নিজ শেয়ার এর পরিমান অনুসারে; এবং

(বি) যে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং নির্বাচনী অধিকার আয়ত্ত করা হয়, অধিগ্রহণকারী সেই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সদস্য হবে না এবং তার সেই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে ডিরেক্টর মনোনীত করার অধিকার বা ইচ্ছা থাকবে না এবং সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অথবা পরিচালন সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করবে না।]

(১এ) অধিগ্রহণকারী অথবা তার গোষ্ঠীর কোনো প্রতিষ্ঠানের বাড়তি শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকারের আয়ত্তি,[৯] যেখানে অধিগ্রহণকারী অথবা তার গোষ্ঠী আয়ত্তির আগেই ২৫ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার রাখে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশ অথবা তার বেশি শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার ভোগ করে না, আয়ত্তির আগে বা পরে:

[৪] ২০১৬-এর ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন-এর সংশোধিত নিয়মাবলী)সমন্বয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসার লেনদেন কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত(দ্বারা নির্দেশিত।

[৯] ২০১৬-এর ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে "একটি আর্থিক বছরে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকারের ৫ শতাংশের বেশি আয়ত্তি আনে না" (সমন্বয় সংক্রান্ত ব্যবসার লেনদেনের কার্যপ্রণালী) এটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই শর্তানুসারে এই প্রকার আয়ত্তির পরিনাম প্রতিষ্ঠানের অধিগ্রহণকারী বা তার গোষ্ঠীর একক বা যৌথ নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তির ওপর প্রভাব ফেলে না।

(২) আইনের ৫ ধারার অনুবিধি (এ)-এর উপধারা (i) অথবা উপধারা (ii) অনুসারে, অধিগ্রহণকারীর শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকারের আয়ত্তির আগে, অধিগৃহীত প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশ অথবা বেশি শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার আছে, যা ছাড়ালেনদেনের ফলে যৌথ নিয়ন্ত্রণ থেকে একক নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তরিত হয়।

(৩) আইনের ৫ ধারার অনুবিধি (এ)-এর উপধারা (i) অথবা উপধারা (ii) অনুসারে, সম্পদের আয়ত্তি অংশীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত নয় যে অংশী সম্পদ আয়ত্ত করছে অথবা শুধুমাত্র বিনিয়োগ করছে অথবা ব্যবসার সাধারণ কার্যধারায় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য না দিয়ে সম্পদ আয়ত্ত করা হয়। এর ব্যতিক্রম হয় শুধুমাত্র সেখানে, যেখানে সম্পদের আয়ত্তি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর অথবা প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপকে নির্দেশ করে এবং এক্ষেত্রে অ্যাসেটগুলি স্বতন্ত্র আইনসম্মত বস্তু কিনা এসব নিয়ে চর্চা করা হয় না।

(৪) প্রস্তাবিত বস্তুর এই প্রকার সংশোধন অথবা নবীকরণের আগে একটি সংশোধন অথবা নবীকরণ টেণ্ডার প্রস্তাব করা হয় যেখানে যে পার্টি এই প্রস্তাব দেয় সেইই কমিশনের কাছে বিজ্ঞপ্তি জারি করে:প্রবিধান ১৬-এর কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞাপনের সম্মতি অনুসারে।

(৫) সাধারণ বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক স্টক, কাঁচা মাল, গুদামজাত এবং অতিরিক্ত মাল, বাণিজ্যিক প্রাপ্য এবং আরো এই প্রকার বর্তমান অ্যাসেট সম্পর্কে আয়ত্তি।

(৬) বোনাসের অনুবর্তী শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার অথবা স্টকভেদ অথবা শেয়ারের মূল মূল্যের একত্রীকরণ অথবা পুনরায় শেয়ার ক্রয় অথবা শেয়ারের অধিকারের সম্মতির আয়ত্তি, যা নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তিতে পরিণত হয়না।

(৭) সাধারণ বাণিজ্যিক নীতি এবং দায়গ্রহণ অথবা স্টক সংক্রান্ত দালালের কাজের পদ্ধতিতে কোনো জামিনের দায় গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত বা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধভুক্ত দালালের দ্বারা তার ক্লায়েন্টের সপক্ষে শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকারের আয়ত্তি।

(৮) কোন একজন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্য এক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার অথবা অ্যাসেটের আয়ত্তিকরণ। এর ব্যতিক্রম হল সেই সব আয়ত্তিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি অন্য গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৯) দুটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় বা একত্রীকরণ যেখানে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের অন্যটির ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার বা নির্বাচনী অধিকার আছে এবং/অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় অথবা একত্রীকরণ যেখানে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশের বেশী শেয়ার অথবা নির্বাচনী অধিকার আছে। এটির ব্যাতিক্রম যেখানে লেনদেনের ফলে যৌথ নিয়ন্ত্রণের থেকে একক নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর হয়ে।

(১০) আইনের ৩১ ধারার আদেশ অনুসারে এবং কমিশনের অনুবর্তী ক্রেতার অনুমোদিত শেয়ার নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনী অধিকার অথবা অ্যাসেটের আয়ত্তি।

সমন্বয় বিজ্ঞপ্তি

এই আইন অনুসারে সমন্বয়ের বিবেচনা পদ্ধতিতে কমিশনের কাছে আবশ্যিকভাবে সমন্বয়ের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে কমিশনের কাছে সংযোগ অথবা একত্রীকরণের ব্যাপারে বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের দ্বারা অথবা আয়ত্তি সংক্রান্ত কোনো তথ্য অথবা সম্মতির নিষ্পাদন সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্মতি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত সমন্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ফর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। ২০০২-এর প্রতিযোগিতা আইনের এবং সমন্বয় নীতিসমূহের সাথে সম্মতিক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য প্রস্তাবিত সমন্বয়ের ব্যাপারে পার্টিকে পথনির্দেশ করার লক্ষ্যে, কমিশন তার ওয়েবসাইটে "ফর্মসমূহের পরিচায়ক টীকা" এবং "ফর্ম ১-এর টীকা" প্রকাশ করেছে। যদি কোনো কারণে একটি অবশ্য জ্ঞাপনীয় সমন্বয়কে জ্ঞাপন না করা হয়, কমিশন নিজ ক্ষমতায় তার অনুসন্ধান করতে পারে সমন্বয় বাস্তবিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে। সমন্বয় কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে ব্যর্থ হলে কমিশন নিজ ক্ষমতায় জরিমানা ধার্য করতে পারে যা সমগ্র টার্নওভার অথবা সম্পদের সমন্বয়ের এক শতাংশ, উভয়ের মধ্যে যেটা বেশি।

কোনো সমন্বয়ের জন্য কমিশনের কাছে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে, বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ২১০ দিন অবধি অথবা কমিশন কোনো আদেশ জারি না করা পর্যন্ত, উভয়ের মধ্যে যেটা পূর্বে ঘটবে, তার কোনো প্রভাব থাকে না। কমিশন উক্ত ২১০ দিনের মধ্যে আদেশ জারি না করলে সমন্বয়টি অনুমোদিত বলে ধার্য হবে।

পি এফ আই, ভি সি এফ প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তিকরণ অথবা অর্থায়ন দক্ষতা

অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে, সর্বজনীন অর্থায়ন সংস্থা, বিদেশী সংস্থার বিনিয়োগকারী, ব্যাঙ্ক অথবা উদ্যোগী মূলধন তহবিল, ঋণচুক্তি অথবা বিনিয়োগ চুক্তির যে কোনো প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শেয়ারের সম্মতি বা অর্থায়ন দক্ষতা অথবা যে কোনো আয়ত্তির ব্যাপারে, আয়ত্তির ৭ দিনের মধ্যে কমিশনকে এই ধরনের আয়ত্তির বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে।

সমন্বয়ে অনুসন্ধানের কার্যপ্রণালী

সমন্বয় আইন অনুসারে, বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ভারতের বাজারের প্রতিযোগিতায় সমন্বয় কতটা লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে বা ফেলতে পারে সেই বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টান্তমূলক মতামত পেশ করা উচিত। যদি কমিশন এই মত পেশ করে যে সমন্বয় ভারতের বাজারের প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে বা ফেলতে পারে, তাহলে কমিশনের উচিত পার্টিকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শোকজ করা এবং প্রশ্ন করা যে, কেন এই ধরনের সমন্বয়ের ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান করা হবেনা। পার্টির উত্তর সাপেক্ষে যদি কমিশন মনে করে যে, সমন্বয়টি প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে, কমিশনের আইনের নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এগোনো উচিত।

প্রতিযোগিতার ওপর লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাবের মূল্যায়ন

আইনটি ভারতের বাজারের প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাবকে সমন্বয় সমূহের নিয়মের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করে। ২০ ধারার উপধারা (৪)-এ উল্লেখিত বিষয়গুলি অনুযায়ী, আইনটি কমিশনকে প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাবের মূল্যায়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে।

বিষয়গুলি হল:

(ক) বাজারে আমদানি অনুসারে, প্রতিযোগিতার আসল এবং সম্ভাব্য পরিমাণ;

(খ) বাজারে প্রবেশের প্রতিকূলতার সীমা;

(গ) বাজারে সমাহরণের (কন্সেন্ট্রেশন) পরিমাণ;

(ঘ) বাজারে সমকারী (কাউন্টারভেইলিং) ক্ষমতার পরিমাণ;

(ঙ) সম্ভাব্য যে সমন্বয়ের ফলে সমন্বয় পার্টিরা উল্লেখযোগ্যভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে মূল্য অথবা মুনাফার মার্জিন বাড়িয়ে দিতে পারে;

(চ) কার্যকর প্রতিযোগিতার সীমা বাজারে বজায় থাকতে পারবে;

(ছ) বাজারে বিকল্পগুলির লভ্যতার সীমা;

(জ) সংশ্লিষ্ট বাজারে, সমন্বয় ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমন্বয়ে মার্কেট শেয়ার;

(ঝ) সম্ভাব্য যে সমন্বয়ের ফলে বাজারে উৎসাহী এবং সক্রিয় প্রতিযোগী অথবা প্রতিযোগীদের অপসারণে প্রভাব ফেলতে পারে;

(ঞ) বাজারে শীর্ষস্থ উপাদানের একত্রীকরণের প্রকৃতি এবং সীমা;

(ট) দুর্বল ব্যবসার সম্ভাবনা;

(ঠ) নব প্রবর্তিত বস্তুর প্রকৃতি এবং সীমা;

(ড) কোনো সমন্বয়, যা প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে, আর্থিক উন্নতিতে অনুদান দেওয়ায় তার আপেক্ষিক সুবিধা;

(ঢ) সমন্বয়ের সুবিধা, সমন্বয়ের প্রতিকূল প্রভাবকে হারিয়ে দেয় কিনা।

সবুজ প্রণালী (গ্রীণ চ্যানেল)

সমন্বয়ের অনুমোদন পদ্ধতি দ্রুততর করার জন্য এবং ব্যবসার সুবিধে বাড়ানোর জন্য কমিশন যে নিয়মিত চেষ্টাগুলি নেয়, সেই সূত্রে কমিশন সমন্বয়ের অনুমোদনের জন্য সবুজ প্রণালীর অন্তর্গত একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করেছে। সমন্বয় সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিকল্পনা এর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের সমন্বয় গুলি, যদি তারা চায়, এই প্রণালী অবলম্বন করতে পারে। এই পদ্ধতিতে, একটি নোটিশ জমা দিয়ে তার স্বীকৃতি নেওয়ার পর, প্রস্তাবিত সমন্বয়টি কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হিসেবে গ্রাহ্য হবে। সমন্বয়ের সদস্যদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যে তাঁরা, তাঁদের সমন্বয়টি সবুজ প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত কিনা জানতে, জমা দেওয়ার পূর্ববর্তী পরামর্শের সুবিধা গ্রহণ করুন।

আবেদনসমূহ

আইনের প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে, কমিশনের আদেশ/উপদেশ/সিদ্ধান্তের প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT)-এ আবেদন লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

সমন্বয়ের কমিশনে বিজ্ঞপ্তি জারি করার ব্যর্থতায়, কমিশন তার নিজস্ব ক্ষমতায়, সমন্বয়ের সমগ্র টার্নওভারের অথবা সম্পদের ১ শতাংশ অবধি জরিমানা ধার্য করতে পারে।

সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) কর্মসূচী

সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) কর্মসূচী

সূচনা

এই পুস্তিকাটির মধ্যে নানান তথ্য রয়েছে যা "সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা (লিনিয়েন্সি) কর্মসূচীর" অন্তর্গত কার্টেল[1](ব্যবসায়িকগোষ্ঠী) ক্ষেত্রগুলির সনাক্তকরণের জন্য। প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২ (সংশোধিত) এর কার্যকরী প্রয়োগে সাহায্যের জন্য এই কর্মসূচী রচিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কার্টেল (ব্যবসায়িক গোষ্ঠী) ক্ষেত্রগুলি সনাক্তকরণ, আবিষ্কার ও মোকাবিলার জন্য স্বচ্ছ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কার্যক্রম একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত।

ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ (সিসিআই)

ভারতের প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ লোকসভার আইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি হয়েছে:

- প্রতিযোগিতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির প্রতিরোধ করা,
- বাজারে প্রতিযোগিতার উৎসাহ বাড়ানো ও বজায় রাখা,
- ক্রেতাদের রক্ষা করা,
- ভারতের বাজারে অন্যান্য অংশীদারগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা নজরে রাখা।

প্রতিযোগিতামূলক আইন ২০০২

প্রতিযোগিতা আইন ২০০২ (সংশোধিত),আধুনিক প্রতিযোগিতার আইনের দর্শন অনুসরণ করে এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেয় এবং উদ্যোগের দ্বারা প্রতিযোগিতা-বিরোধী চর্চার বিরুদ্ধে ভারতীয় বাজারকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কাজ করে। এই আইন প্রতিযোগিতা-বিরোধী চুক্তি এবংপ্রভাবশালী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ক্ষমতার অপব্যবহার নিষিদ্ধ করে, এবং ভারতে প্রতিযোগিতার উপর যাতে কোন কু-প্রভাব না পড়ে সেটা নিশ্চিত করার জন্য সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ (সমবায়,একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ) করে।

কার্টেলস্: এই আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

কার্টেল তৈরি এই আইনের চোখে মারাত্মক ক্ষতিকর অপরাধ। যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রে আয়োগই তদন্ত করার অধিকারি এবং শাস্তিস্বরূপ কার্টেলে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বছরের লভ্যাংশের উপর তিন গুণ অথবা প্রতি বছরের মোট আয়ের দশ শতাংশ, যেটি বেশি, সেই জরিমানা ধার্য হতে পারে।

এছাড়াও, যেকোনো নির্দেশের বা সব নির্দেশের উপরঅন্তর্বর্তী আদেশ (ধারা ২৭) দেওয়ার অধিকার দেওয়া আছে:

- সংশ্লিষ্ট অংশিদারদের চুক্তি বাতিল করা ও পুনরায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা;
- সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির চুক্তি পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া;
- সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সমস্ত খরচসহ আয়োগের নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া;
- এই বিষয়ে প্রয়োজনমত অন্যান্য নির্দেশ জারি করা।

সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কর্মসূচির যুক্তি

আয়োগের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান ও সহযোগিতা করার জন্য কার্টেল সদস্যদের উৎসাহ দেয়া হবে।

সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কর্মসূচি কি?

- এটি একটি সতর্কীকরণমূলক রক্ষাকবচ অর্থাৎ, আয়োগ দ্বারা একটি কার্টেল এর কোনো সদস্যকে ক্ষমা করা যে কার্টেল এর অন্যান্য সদস্যদের সম্বন্ধে তথ্য ও বিবরণ পেশ করে সহায়তা করবে।
- প্রতিস্পর্ধা আয়োগের বিভিন্ন উপশমমূলক কর্মসূচী তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মীকে উৎসাহদান করা যাতে তারা প্রতিযোগিতা বিরোধি চুক্তি প্রকাশ করে আয়োগের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সহানুভূতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।
- সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা কর্মসূচী একটি রক্ষাসূচক কর্মসূচী তাদের কাছে যারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে সততার সঙ্গে সমস্ত বিবরণ দেবে, অন্যথায় যারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতো যদি আয়োগ নিজে থেকে একটি কার্টেলের উপস্থিতি চিহ্নিত করতো।

আইনের অন্তর্ভুক্ত সহানুভূতিশীল/ক্ষমাশীলতা শর্তসমূহ

এই আইনের ৪৬ নং ধারায় যে শর্তসমূহ বলা আছে তা হল:

যদি আয়োগ মনে করে যে কোনো উৎপাদক, বিক্রেতা, বণ্টনকারী, ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারী যে কিনা কোনো কার্টেল এর অন্তর্ভুক্ত থেকে ধারা ৩ লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু সেই কার্টেল এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসও করে দিয়েছে নিজের থেকেই, তবে আয়োগ চাইলে তার শাস্তি কমিয়ে দিতে পারে:

দোষ স্বীকারের পূর্বে যাদের সম্পর্কে ধারা ২৬ অনুযায়ী শুরু করা তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তাদের শাস্তি কমানো যাবে না।

যদি তারা (কোনো উৎপাদক, বিক্রেতা, বন্টনকারী, ব্যবসায়ী অথবা পরিষেবা প্রদানকারী) সমস্ত দোষ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বীকার করে তবেই তাদের শাস্তি কমানো যেতে পারে।

দোষ স্বীকার করার পরেও যারা তদন্ত চলাকালীন আয়োগ এর সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে না, তাদের শাস্তি আয়োগ কমাবে না।

যদি আয়োগের নজরে আসে যে কার্টেল মধ্যস্থ কোনো সদস্য বিবরণ দেওয়ার সময়-

(ক) শাস্তি কমানোর ক্ষেত্রে সমস্ত দোষ স্বীকার করছে না; অথবা

(খ) মিথ্যা বিবরণ দিয়েছে; অথবা

(গ) স্বীকারোক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়,

এবং ওই সমস্ত উৎপাদক, বিক্রেতা, বন্টনকারী, ব্যবসায়ী অথবা পরিষেবা প্রদানকারী যাদের পূর্বে শাস্তি কমানো হয়েছিল তারাও শাস্তির যোগ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই শাস্তি কমানো যাবে না।

প্রতিযোগিতা আধিকারিক গণ বিভিন্ন সহানুভূতিশীল কর্মসূচী প্রস্তুত করেছেন, যার দ্বারা বিভিন্ন কর্মীকে উৎসাহদান এবং ভাতা প্রদান দ্বারা, উৎসাহিত করা হবে, যাতে তারা প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি প্রকাশ করে আধিকারিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সহানুভূতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

কাদের জন্য সহানুভূতিশীল কর্মসূচী?

সহানুভূতিশীল কার্যক্রম সেই সমস্ত ব্যক্তি বা উদ্যোগপতিদের জন্য যারা আয়োগের কাছে একটি কার্টেলের কার্যবিবরণী সম্পর্কে তথ্য দেবেন ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানে সাহায্য করবেন যাতে তাদের শাস্তি কমে বা সম্পূর্ণ ক্ষমা পান। কার্টেলদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই কর্মসূচী সারা বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত।

এই কার্যক্রমটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ (কমশাস্তির) নিয়মক্রম (২০০৯) তৈরি করেছে আয়োগ,যার মূল বৈশিষ্টগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বলা হয়েছে।

নিয়মাবলী- ভারতের প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ (কমশাস্তির)নিয়মাবলী, ২০০৯[2]

আইনের (ধারা ৬৪) সহানুভূতিশীল প্রস্তাবগুলি আয়োগকে যে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রস্তাবনায় দেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করার শক্তি যোগাবে। এইজন্যই ২০০৯-এর প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাবনাগুলি আনা হয়েছে ২০০৯-এর আগষ্ট মাসে। এই প্রস্তাবের জন্যই আয়োগ বিভিন্ন কার্টেলেদের শাস্তি কমাতে পারবে।

সহানুভূতিশীল কার্যক্রমের তিনটি প্রধান অংশ আছে। এইগুলি হল- এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা হবে যাতে সহানুভূতিশীলতার লাভ পেতে হলে কিছু নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে হবে, কমশাস্তি প্রদানের কার্যপ্রণালী, এবং ধাপে ধাপে শাস্তি পরিত্যাগ করা, যখন সহানুভূতিশীলআচরণ করা হবে, যারা বা যে কার্টেলে সব রকম সহযোগিতা ও তথ্য আয়োগকে পেতে সাহায্য করবে, তাদের জন্য।প্রত্যেকটি অংশ নিচে বর্ণনা করা হল।

সহানুভূতিশীল প্রস্তাবনাগুলির লাভজনক সুবিধা নেওয়ার শর্ত

আবেদনকারীর আবশ্যিক কর্তব্য গুলি হল:

- আইনের অন্তর্গত ২৬ নং ধারা অনুযায়ী তদন্তের সময় সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।
- যতক্ষণ নাআয়োগ নির্দেশ দিচ্ছে ততক্ষণ কার্টেলে অংশগ্রহণ স্থগিত থাকবে।

- আইনের ৩ নং ধারার অন্তর্গত উপধারা ৩ ভঙ্গ করার গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ জমা দেবে।
- আয়োগের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত তথ্য, প্রমাণপত্র উপস্থিত করতে হবে।
- তদন্তের সময় সততার সঙ্গে ক্রমাগত সহযোগিতা করবে।
- কার্টেল প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন, নষ্ট বা বিক্রি করবে না।
- অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করবে:
    - কোন অবস্থায় আবেদনকারী তথ্য উন্মুক্ত করছে।
    - যা যা তথ্য আগেই আয়োগের কাছে আছে।
    - তথ্য বিচার্য বিষয়ের সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হল কিনা।

শাস্তি কমানোর পদ্ধতি

- আবেদনকারী ব্যক্তি মৌখিক বা ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।
- আয়োগ গুরুত্ব অনুযায়ী আবেদনকারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করবে ও আধিকারিক আবেদনকারীকে তা জানাবে। কিন্তু শাস্তি কম হওয়া বা অনুদান সম্বন্ধে কিছুই জানানো হবে না।
- পদাধিকারী আধিকারীকের দ্বারা লিখিত তারিখ ও সময়ই আবেদনকারীর আবেদন পৌঁছানোর তারিখ ও সময় হিসাবে গণ্য হবে।
- যতক্ষণ না প্রথম আবেদনকারীর তথ্য পরীক্ষা বা বিচার হচ্ছে ততক্ষণ পরবর্তী আবেদন বিচার্য হবে না।
- শুনানির পরও আবেনকারীর অসহযোগিতা আয়োগ কর্তৃক আবেদানকারীর আবেদন বাতিল হতে পারে।
- আয়োগ কর্তৃক প্রথম আবেদানকারীর আবেদন বাতিল হলে পরবর্তী আবেদনকারীর অবস্থান উপরের দিকে যাবে।

সহানুভূতিশীল বিধানের প্রতিরোধ ক্ষমতা

আইনের ২৭ নং ধারার উপধারা (খ) অনুযায়ী সহানুভূতিশীল বিধানের প্রতিরোধ ক্ষমতায় শাস্তিবিধানের তুল্যমুল্য বিচার পাওয়া যাবে।

প্রাথমিকভাবে, ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শাস্তি কম পাওয়া যেতে পারে যদি আবেদনকারী প্রথমেই কোনো কার্টেলের উপস্থিতি সম্পর্কে উপযুক্ত নথিপত্র তথ্যপ্রমাণ সহ উপস্থিত করতে পারে। এছাড়াও,

- যখন আয়োগের কাছে বা পদাধিকারী কর্মকর্তার কাছে কার্টেলের উপস্থিতি সম্পর্কে আবেদনকারীর স্বীকারোক্তি ছাড়া যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তখন ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে।
- কোন আবেদনকারী যদি সুবিধা পেয়ে না থাকে তখন অন্য কোনো আবেদন কারীর আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে।

- যখন কোনো কার্টেলের উপস্থিতির প্রমাণ আয়োগ বা পদাধিকারির কাছে থাকবে এবং তার সঙ্গে যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অথবা পরবর্তী আবেদনকারীর তথ্যপ্রমাণের মিল থাকে তবে প্রথম আবেদনকারীর সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবেদনকারী ও ৫০ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ ছাড় পেতে পারে।

গোপনীয়তা

ভারতের প্রতিযোগিতা আয়োগের (কমশাস্তির) ২০০৯ নির্ধারিত নিয়মে বলা আছে যে কোনো আবেদনকারীর পরিচয় ও নথি এবং তথ্যপ্রমাণাদি গোপন রাখা হবে যেইগুলি এই প্রবিধানের অন্তর্ভূক্ত, নিম্নলিখিত তিনটি পরিস্থিতি ছাড়া-

- যখন আইনের প্রয়োজন হচ্ছে,
- যখন আবেদনকারী লিখিতভাবে ইচ্ছুক হবে,
- যখন আবেদনকারী নিজেই গোপনীয়তা ভাঙ্গবে।

এছাড়াও ডাইরেক্টর জেনারেল তদন্ত চলাকালীন সময়ে কমিশনের অনুমোদন এর দ্বারা বিপরীত দলগুলিকে এই তথ্য নথি এবং তথ্য প্রমাণাদি দেখাতে পারে।

সেই তথ্যগুলির গোপনীয়তা সংস্করণ নথিপত্র এবং প্রমাণাদি বিপরীত দলগুলিকে দেখানো হবে শুধুমাত্র যখন ডাইরেক্টর জেনারেল এগুলো দলগুলিকে ফরওয়ার্ড করবেন।

এই সমস্ত চুক্তিপত্র গোপনীয়তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

উপসংহার

আয়োগের স্বচ্ছ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রয়োগের জন্যই এই সহানুভূতিশীল কর্মসূচী আইনটি তৈরি হয়েছে। যখন প্রতি ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বুঝতে পারবে এই কর্মসূচীর সহানুভূতিশীল দিকগুলি ও উপকারিতাগুলি, তখন তারা উৎসাহ সহকারে এগিয়ে আসবে এবং দোষ স্বীকার করবে।

কার্যকরী সহানুভূতিশীল কর্মসূচির উপকারিতা গুলি হল:

- কোনো কার্টেলকে বাছার ক্ষেত্রে এবং তাদের ব্যবসায়িক অংশগ্রহণে অনুমোদন দিতে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- আয়োগের সহানুভূতিশীল কর্মসূচীর স্বচ্ছতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এই আইনের বলে এগিয়ে আসা আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যপ্রমাণ ও স্বীকারোক্তি সব কিছুই সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- সহযোগিতার মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে দ্বায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও অতি স্বচ্ছতার সঙ্গে তা পালন করতে হবে।
- অপপ্রচার ও আইনবিরুদ্ধ কাজ করলে এই আইন তাদের বিরুদ্ধেও কাজ করবে।
- সংক্ষেপে বলতে গেলে, যারা আয়োগের কাছে তথ্য দেবে তারাই উপকৃত হবে।

আয়োগের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি

ভারতের প্রতিযোগিতামূলক আয়োগের (কমশাস্তির) নিয়মাবলী, ২০০৯ আইন সম্বন্ধে যারা অতিরিক্ত খবর পেতে চান অথবা কোনো তথ্য দিতে চান তারা নিম্নলিখিত জায়গায় যোগাযোগ করবেন।

<table>
<tr><td colspan="2">ওয়েবসাইটঃ www.cci.gov.in</td></tr>
<tr><td colspan="2">ঠিকানা: ভারতের প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ
নবম তলা, অফিস ব্লক এক,
কিদ্বাই নগর (পূর্ব), রিং রাস্তার বিপরীতে, নিউদিল্লী- ১১০০ ২৩।</td></tr>
<tr><td>আয়োগের প্রতিযোগিতামূলক আইন ও নিয়মাবলী, ২০০২ সম্পর্কিত বিষয় অনুসন্ধানের জন্য</td><td>পদাধিকারী আধিকারিক,
আয়োগের ২ (এফ) এবং ৫ নং ধারা, ২০০৯</td></tr>
<tr><td>সম্পাদক</td><td>সম্পাদক</td></tr>
<tr><td>ভারতীয় প্রতিযোগিতা মূলক আয়োগ
টেলি: ২০৮১৫০০৯
ফ্যাক্স: ২০৮১৫০১৯
ইমেল: secy@cci.gov.in</td><td>ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক আয়োগ
টেলি: ২০৮১৫০০৯
ফ্যাক্স: ২০৮১৫০১৯
ইমেল: secy@cci.gov.in</td></tr>
</table>

পরিশিষ্ট-I

কার্টেল[10]

আইন অনুযায়ী

আইনের ধারা দুই, উপধারা (গ) তে কার্টেলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

কতকগুলি উৎপাদকের সংগঠন, বিক্রেতা, পরিবেশক, ব্যবসায়ী বা পণ্যজীবি, অথবা সেবা প্রদানকারীর সমষ্টি যারা নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়ের পরিধি উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশনা, বিক্রয়, সেবাপ্রদান ও মূল্যনির্ধারণে সক্ষম এমন চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীকেই "কার্টেল" বলে।

কার্টেল কি?

- "কার্টেল" উৎপাদক, বিক্রেতা,পরিবেশক,ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীর একটি সমিতিযা নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারাসীমা,নিয়ন্ত্রণ বা পণ্যের উৎপাদন, বিতরণ, বিক্রয় বা এরমূল্য নির্ধারণ অথবা বাণিজ্য বা পরিষেবা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। একটি কার্টেলের লক্ষ্য হল মূল্য বৃদ্ধিকে প্রতিযোগিতার ঊর্ধে রাখা যাতে উপভোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিবৃদ্ধি হয়।উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি, খারাপ মানের পণ্য দ্রব্য বন্টন ও নিম্নমানের পরিষেবা ক্ষতিকর।
- একটি কার্টেলের অস্তিত্ব নির্ভর করে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে মূল্য নির্ধারণে তাদের চুক্তি, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টন, বাজারভাগ ও বিক্রয়বিভাগের উপর এবং তাদের এক বা একাধিক বাজারে যুক্ত থাকার উপর। কাজেই কার্টেলের সংজ্ঞা হল প্রতিযোগিতা সৃষ্টি না করে চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এমন সংস্থা।
- প্রতিযোগিতার চুক্তিতে কার্টেলই অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ এরাই প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি তৈরিকরে, প্রতিযোগিতার প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষতিকর ক্লার্টেলদের উচ্ছেদ করা, ষড়যন্ত্রকারী কার্টেলদের ফৌজদারি আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা। ভারতে ক্ষতিকর কার্টেলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আইনত অপরাধ।

---

[10] কার্টেল সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য উপদেশমূলক পুস্তিকা "কার্টেল সম্বন্ধিত বিধান" নিম্নলিখিত লিংকে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লগ অন টু www.cci.gov.in

ক্লিক অন "অয়াডভোকেসি বুকলেট"

ক্লিক অন "প্রভিশন রিলেটিং টু কার্টেলস"

পরিশিষ্ট- ॥

ভারতীয় গেজেটে প্রকাশিত, এক্সট্রাঅর্ডিনারি, বিভাগ , ধারা ৪

ভারতীয় প্রতিযোগিতা আইন

বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় প্রতিযোগিতা শাস্তির জন্য বিধিমালা ২০০৯

(২০০৯ এর নং ৪)

নিউ দিল্লি ১৩ ই আগস্ট ২০০৯

নম্বর L-3(4)/Reg-L.P./2009-10/CCI- প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১২) এর ধারা ৪৬ এবং ধারা ২৭ এর (খ) দিয়ে পড়ুন, ধারা ৬৪ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন এর দ্বারা নিম্নলিখিত বিধিগুলি তৈরি করে, যথা: -

১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সূচনা -

১) এই বিধিগুলিকে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (কম পেনাল্টি) বিধিমালা, ২০০৯ বলা যেতে পারে।

২) তারা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর হবে।

২) সংজ্ঞাসমূহ -

১) এই বিধিগুলিতে, যদি না অন্য প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় -

ক) আইন" এর অর্থ প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২ (২০০৩ এর ১২ নং);

খ) ["আবেদনকারীর অর্থ একটি এন্টারপ্রাইজ, আইনের ধারা ২ এর ধারা (জ) এ সংজ্ঞায়িত, যিনি কার্টেলের সদস্য ছিলেন বা ছিলেন এবং একজন ব্যক্তি যিনি কোন এন্টারপ্রাইজ এর পক্ষে কার্টেলের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং কমিশনে কম জরিমানার জন্য আবেদন জমা দিয়েছিলেন];[11]

গ) আইনের ধারা ২ এর ধারা (গ) "কার্টেলের" অর্থ সংজ্ঞায়িত আছে ।

ঘ) "কমিশন" এর অর্থ হল ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন যেটি কিনা

ঙ) "সংস্থা" এর অর্থ হল আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এর ব্যাখ্যার ধারা (ক) এ সংজ্ঞায়িত একটি সংস্থা;

---

[11] প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর জন্য: "আবেদনকারী" অর্থ একটি এন্টারপ্রাইজ, যার অর্থ আইনের ধারা ২ এর ধারা (জ) এ সংজ্ঞায়িত, যিনি কার্টেলের সদস্য বা ছিলেন এবং আবেদন জমা দেন কমিশনে কম জরিমানার জন্য।

চ) "মনোনীত কর্তৃপক্ষ" অর্থ কমিশনের একজন কর্মকর্তা যাকে এই বিধিগুলির উদ্দেশ্যে, সভাপতিত্বকারী কর্তৃক এইরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে।

ছ) "মহাপরিচালক" এর অর্থ আইনের ধারা ২ এর ধারা (ছ) এ সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালককে বোঝায়;

ছ-ক) পার্টি" এর মধ্যে একটি উদ্যোগ বা আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যথাক্রমে আইনটির ধারা ২ (জ) এবং (এল) এ সংজ্ঞায়িত, যার বিরুদ্ধে তদন্ত বা কার্যধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, যে কোনও রাজ্য সরকার বা যে কোন একটিকে অন্তর্ভুক্ত করবে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এবং এই কার্যক্রমে যোগদানের অনুমতি প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে];[12]

জ) "অগ্রাধিকারের অবস্থা" এর অর্থ হল আবেদনকারীদের কম জরিমানার সুবিধা দেওয়ার জন্য চিহ্নিত আবেদনকারীদের তালিকা;

ঝ) "গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ" অর্থ কমিশনের কাছে আবেদনকারীর দ্বারা তথ্য বা প্রমাণের সম্পূর্ণ এবং সত্য প্রকাশ, যা কমিশনকে কার্টেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয় বা বিধানগুলির লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে আইনের ধারা ৩।

২) এই বিধিগুলিতে বর্ণিত শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত না হলেও ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তি গুলির সমার্থক শব্দ এই আইনে নির্ধারিত, বা [কোম্পানী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৮)] তে নির্ধারিত শব্দগুলির একই অর্থ হবে।

৩) কম জরিমানার শর্তাবলী

১) একজন আবেদনকারী,কম দণ্ডের সুবিধা চাইলে আইনের ধারা ৪ এর অনুযায়ী -

ক) সে যেদিন থেকে কমিশনকে জানিয়েছে সেদিন থেকে আর কার্টেলে আর অংশগ্রহণ করতে পারবে না অন্যথা করতে পারবে যদি কমিশন অনুমতি দেয়।

খ) গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ প্রদান করে আইনের ধারা ৩ [বিধান লঙ্ঘন] এর বিষয়ে।[13]

গ) কমিশনকে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য, নথি এবং প্রমাণাদি সরবরাহ করে।

ঘ) কমিশনকে তদন্ত এবং অন্যান্য কার্যক্রমে খাঁটি, সম্পূর্ণ, একটানা এবং তাত্ক্ষণিক ভাবে সহযোগিতা করে; এবং

---

[12] প্রতিযোগিতা কমিশন (সংক্ষিপ্ত পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে

[13] শব্দ, পরিসংখ্যান এবং বন্ধনী "উপ-ধারা (৩) এর অধীন লঙ্ঘন" এর জন্য প্রতিযোগিতা কমিশন (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ দ্বারা

ঙ) কার্টেল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এমন কোনও উপায় গোপন না করা, ধ্বংস না করা, কারসাজি না করা বা অপসারণ না করা হয়।

[১-ক) যেখানে আবেদনকারী একটি সংস্থা, সেখানে কার্টেল এর সাথে জড়িত ব্যক্তিরা যারা এর পক্ষে ছিল এবং যাদের জন্য এই জাতীয় উদ্যোগের কাছে কম জরিমানা চাওয়া হয়েছে তাদের নাম ও সরবরাহ করবে।][14]

২) যখন আবেদনকারী উপ বিধি - ১ এ লিখিত শর্ত গুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হন তখন কমিশন আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমাণাদি ব্যবহার করতে পারবে।

৩) উপবিধি ১ এবং ২ এর পর্যালোচনা ছাড়াই কমিশন আবেদনকারীকে আরো বিধি নিষেধ বা শর্তাবলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে যদি কমিশন মনে করে মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি দেখে।

৪) এই বিধিগুলির অধীন আর্থিক জরিমানা হ্রাস সংক্রান্ত কমিশনের বিচক্ষণতা যথাযথভাবে বিবেচিত হ'ল -

ক) যে পর্যায়ে আবেদনকারী তথ্য প্রকাশ করতে সামনে আসে।

খ) ইতিমধ্যে কমিশনের দখলে থাকার প্রমাণ;

গ) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের মান; এবং

ঘ) মামলার পুরো ঘটনা এবং পরিস্থিতি।

৪) কম জরিমানা প্রদান

বিধি ৩ এর বিধি অনুসারে শর্ত সাপেক্ষে, প্রবিধান ৩ এর উপ-বিধি (১ ক) এ উল্লিখিত আবেদনকারী এবং পৃথক ব্যক্তিকে আইনের ধারা ২৭ এবং ধারা ৪৮ এর ধারা (খ) এর অধীন ধার্য মূল্য থেকে কম জরিমানার সুবিধা দেওয়া হবে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যথা; -

ক) বিধি ৩ এর উপ-প্রবিধান (১ এ) এ উল্লিখিত আবেদনকারী এবং পৃথক ব্যক্তিকে জরিমানা হ্রাসের সুবিধা ১০০ শতাংশ বা সমমানের মঞ্জুর করা যেতে পারে, যদি আবেদনকারী প্রথম ব্যক্তি হন কার্টেলের প্রমাণ দাখিল করার বিষয়ে, যদি কমিশন কার্টেলের অস্তিত্ব সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক মতামত তৈরি করতে সক্ষম হন যে এটি এই আইনের ৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করেছে এবং কমিশনের কাছে সেই মুহূর্তে মতামত প্রদান করার মতন প্রমাণ না থাকে ।

এছাড়াও কমিশন কম জরিমানার সুবিধা আবেদনকারীকে দিতে পারে ১০০ % বা সমতুল্য যদি আবেদন কারী প্রথম ব্যক্তি হন যে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণের সাথে কমিশনের

[14] প্রতিযোগিতা কমিশন (সংক্ষিপ্ত পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে

কাছে জানায় এবং যেটি আইনের বিধি লংঘন করে এবং যেটি বিধি টিনের তদন্তের আওতায় পড়ে এবং কমিশন বা ডাইরেক্টর জেনারেলের কাছে সেই আবেদন করার সময় পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকে এটি আইন লংঘন করেছে।

এছাড়াও ১০০% বা সমতুল্য জরিমানা কমানোর আবেদন তখনই গ্রাহ্য হবে যদি আবেদনের সময় অন্য কোন আবেদনকারীকে এই সুবিধা দেওয়া হয় নি।

খ) পরবর্তী আবেদন কারীরা যারা কিনা প্রথম আবেদনকারীর পরে কার্টেল এর পোজ দিয়েছেন যেটি আইনের ধারা ৩ কে লঙঘন করেছে সেই আবেদনকারীদের কমিশন জরিমানার সুবিধা প্রদান করবে যদি কিনা তাদের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয় কমিশন বা ডাইরেক্টর জেনারেলের কাছে থাকা প্রমাণাদি তে আরও গুরুত্ব প্রদান করে।

ব্যাখ্যা -

এই বিধি বিধান গুলোর ক্ষেত্রে -

একত্রিত মূল্য বা সংযোজিত মূল্যের অর্থ হল যে প্রমাণগুলি পরিস্থিতি অনুসারে কমিশন বা ডাইরেক্টর জেনারেলের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং কার্টেল এর উপস্থিতি বোঝায় যেটি আইনের বিধান লংঘন করে।

গ) উপধারা ঘ-তে বর্ণিত আর্থিক জরিমানার সংক্রান্ত বিষয় গুলি নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে সাজানো হবে।

১) দ্বিতীয় আবেদনকারীকে আর্থিক জরিমানার ৫০% বা সমতুল্য হ্রাস করা হবে।

২) তৃতীয় আবেদনকারী বা আবেদনকারীদের আর্থিক জরিমানার ত্রিশ শতাংশ হ্রাস করা হবে।

৩) প্রযোজ্য অবস্থার তৃতীয় বা তৎক্ষণাত চিহ্নিত হিসাবে চিহ্নিত বিধি ৩ এর উপ-প্রবিধান (১ এ) এ উল্লিখিত আবেদনকারী এবং পৃথক ব্যক্তিকে পুরো দন্ড ধার্যকৃত ত্রিশ শতাংশের বেশি বা জরিমানা হ্রাস দেওয়া যেতে পারে।[15]

---

[15] সাবস। প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর জন্য:
"৪। কম জরিমানা প্রদান –
বিধি ৩ এর বিধি অনুসারে শর্ত সাপেক্ষে, আবেদনকারীকে আইনের ধারা ২ এর ধারা (খ) এর অধীন ধার্যকর তুলনায় কম জরিমানার সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, যেমন কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে – যথা;
আবেদনকারীকে কার্টেলের প্রমাণ দাখিলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রকাশ করার আগে কমিশনকে সক্রিয় করে অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম পক্ষের মতামত গঠনের পক্ষে সক্ষম হয়ে প্রথমত যদি জরিমানা হ্রাস বা একশত শতাংশ সমতুল্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে যে কার্টেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই

৫) জরিমানা হ্রাসের পদ্ধতি

১) জরিমানা হ্রাসের জন্য আবেদনকারীকে বা তার প্রতিনিধিকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেগুলো অনুসুচিত এ বর্ণিত আছে সেগুলি একটি আবেদন পত্রের মাধ্যমে বা যোগাযোগের মাধ্যমে বা মৌখিকভাবে বা ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে মনোনীত কর্তৃপক্ষকে কার উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ সাজানোর জন্য দিতে হবে মনোনীত কর্তৃপক্ষ তারপর বিষয়টি কমিশনের কাছে পাঠাবে ৫[16] কার্যকরী দিনের মধ্যে তাদের মতামত জানার জন্য।

২) কমিশন আবেদনকারীর এরপর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান চিহ্নিত করবে এবং মনোনীত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আবেদনকারীকে টেলিফোন বা ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে জানাবেন উপবিধি এ বর্ণিত তথ্যটি মৌখিক বা ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে আসে সেই ক্ষেত্রে কমিশন আবেদনকারীকে অনুসূচিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখিত আবেদন রূপে ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে বলবে ।

৩) কমিশন প্রদত্ত আবেদনের রশিদ তারিখ এবং সময় মনোনীত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নথিভুক্ত সার্ভারে নথিভূক্ত বা কর্তৃপক্ষের ফ্যাক্স মেশিন এর তারিখ এবং সময় একই হবে।

আইনের ৩ ধারা লঙ্ঘন করেছে এবং কমিশন, আবেদনের সময়, এই জাতীয় মতামত গঠনের পর্যাপ্ত প্রমাণ রাখেনি:

তবে শর্ত থাকে যে কমিশন জরিমানা হ্রাসের ক্ষেত্রে একশত শতাংশ বা তার সমতুল্য সুবিধা দিতে পারে, যদি আবেদনকারী সর্বপ্রথম এই জাতীয় প্রমাণাদি জমা দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ করেন যা আইনের অধীনে কোন আইনের ধারা ৩ এর লঙ্ঘন কে প্রতিষ্ঠিত করে? তদন্ত এবং কমিশন, বা মহাপরিচালক, প্রয়োগের সময়, এই ধরনের লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠার পর্যাপ্ত প্রমাণ রাখেনি:

আরও প্রদত্ত যে জরিমানা হ্রাসের সুবিধার জন্য একশ শতাংশ বা তার সমমানের জন্য আবেদনের বিষয় কেবলমাত্র বিবেচিত হবে, যদি আবেদনের সময় অন্য কোন আবেদনকারী কমিশন কর্তৃক এ জাতীয় সুবিধা মঞ্জুর না করে থাকে

প্রথম আবেদনকারীর পরে যারা আবেদনকারী তার প্রমাণ দাখিল করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে জরিমানা হ্রাসের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, যা কমিশনের মতামত অনুসারে কমিশনের দখলে থাকা বা প্রমাণের কাছে ইতিবাচক অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করতে পারে মহাপরিচালক, এমনটা হতে পারে, কার্টেলের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা আইনের ৩ ধারা লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাখ্যা - এই বিধিগুলির উদ্দেশ্যে, - যুক্ত মূল্য - এর অর্থ হল যে প্রমাণ সরবরাহ করা কমিশন বা মহাপরিচালকের সক্ষমতা বাড়াতে পারে, যেমনটি মামলার কার্টেলের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যার অভিযোগ রয়েছে আইনের ৩ নং ধারা লঙ্ঘন করেছেন।

ধারা (খ) এ বর্ণিত আর্থিক জরিমানা হ্রাস নিম্নলিখিত আদেশে হইবে-

অগ্রাধিকারের স্থিতিতে দ্বিতীয় হিসেবে চিহ্নিত আবেদনকারীকে পূর্ণ দণ্ডের পঞ্চাশ শতাংশের চেয়ে বেশি বা আর্থিক জরিমানার হ্রাস অনুমোদিত হতে পারে; এবং

[16] সাবস। প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী রেগুলেশন, ২০১৭ শব্দগুলির জন্য, - তিন কার্যদিবসের মধ্যে

৪) যখন যোগাযোগের ১৫ দিনের মধ্যে উপবিধি ২[17]- এ বর্ণিত সমস্ত উপযুক্ত তথ্য নথিপত্র যুক্ত আবেদনটি গ্রহণ না করা হয় বা কমিশনের দ্বারা আরো তদন্তের সময় বাড়ানো হয় আবেদনকারী সেই ক্ষেত্রে চাইলে তার জরিমানা হ্রাস এর সুবিধার জন্য আবেদন টিকে তুলে নিতে পারে।

৫) কমিশন তার মনোনীত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন পাবার পর একটি লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করবে যে তারা আবেদন কে গুরুত্ব প্রদান করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র স্বীকৃতি পত্র পর্যাপ্ত নয় আবেদনকারীর জরিমানা হ্রাসের ক্ষেত্রে।

৬) কমিশন যতক্ষণ না প্রথম আবেদনকারীর তথ্য-প্রমাণ গুলি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করছে ততক্ষণ আগামী আবেদনকারীকে গ্রাহ্য করা হবে না।

৭) যখন কমিশন এই মতামতে উপনীত হয় যে আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধি যারা জরিমানা হ্রাসের জন্য আবেদন করেছে তারা কমিশনকে উপযুক্ত উপবিধি তে বর্ণিত তথ্য বা প্রমাণ প্রদান করে নি সময়ের সাথে সাথে কমিশন মামলার পরিস্থিতি এবং তথ্যাদি যাচাই করার পর আবেদনকারী আবেদন পত্রটি কে বাতিল করতে পারেন কিন্তু এটি করার আগে কমিশন আবেদনকারীকে একটি শুনানির সুযোগ দেবে।

৮) যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান প্রথম আবেদনকারীকে প্রদান করা হয়নি পরবর্তী আবেদন গুলি ক্রমানুসারে এগিয়ে আসবে এবং প্রথম আবেদনকারীর ক্ষেত্রে যে গুলো প্রয়োগ করা হয়েছিল সেগুলি মূল বিষয়বস্তু একই রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচার করা হবে।

৬) গোপনীয়তা

ভারতীয় কম্পিটিশন আয়োগ সাধারণ উপ বিধি ২০০৯ এ বর্ণিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কমিশন বা ডাইরেক্টর জেনারেল গোপনীয়তা রক্ষা করবেন সেগুলি হল -

ক) আবেদনকারীর পরিচয় এবং

খ) তথ্য নথিপত্র প্রমাণাদি যেগুলো আবেদনকারী উপ বিধি ৫ অনুসারে পাঠিয়েছে।

এছাড়াও আবেদনকারীর পরিচয় বা তথ্য প্রমাণাদি নথিপত্র প্রকাশ করতে পারে যদি -

১) আইনে প্রকাশ এর প্রয়োজনীয়তা থাকে।

২) আবেদনকারী লিখিতভাবে প্রকাশের কথা জানায়।

৩) আবেদনকারী নিজে জনসম্মুখে তথ্যগুলি প্রকাশ করে থাকে।

আরো এছাড়া যেখানে ডাইরেক্টর জেনারেল মনে করেন উপবিধি পাচ্ছে প্রদত্ত তথ্য প্রমাণাদি প্রকাশ করা প্রয়োজন পার্টি গুলিকে তদন্তের সুবিধার জন্য কিন্তু আবেদনকারী এগুলো প্রকাশ করার জন্য

[17] সাবস। প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর শব্দের জন্য, – প্রথম যোগাযোগের পনের দিনের মধ্যে

সম্মতি প্রদান না করে থাকে ডাইরেক্টর জেনারেল এই তথ্য প্রমাণাদি গুলিকে কমিশনের অনুমতি দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন সেই পার্টি কে লিখিত রূপে নথিভুক্ত করার জন্য।[18]

৬-ক) নথিপত্র পরিদর্শন

বিধি ৬ উপবিধি ৩৭ এর ১,৩, এবং ৪ এবং ভারতীয় কম্পিটিশন আয়োগ সাধারণ বিধি ২০০৯ এ বি ডি ৫০ এ বর্ণিত গোপনীয়তাঃ গুলি যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় হয় তাহলে তথ্যের নথির এবং প্রমাণাদি গুলি ও গোপনীয় রূপে ব্যবহৃত হবে কিনা আবেদনকারী ধারা প্রয়োগ এর আওতায় এনেছে কমিশন ডিরেক্টর জেনারেলের সেই রিপোর্টের প্রতিলিপি পার্টিকে দিতে পারে।

এছাড়াও বলা হচ্ছে যে সেই পার্টি তথ্য প্রমাণাদি গুলোকে প্রকাশ করতে পারবেনা এই আইনের কার্যকলাপ ছাড়া।[19]

৭) অসুবিধা গুলির অপসারণ

এই প্রবিধানের বিধান গুলির ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়নে যদি কোন সন্দেহ বা অসুবিধা দেখা দেয় তবে কমিশনের সামনে সেগুলিকে রাখা হবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে।

---

[18] সাবস। প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর জন্য: "৬। গোপনীয়তা।"
ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সাধারণ) বিধিমালা, ২০০৯-এ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কমিশন আবেদনকারীর পরিচয় বা তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য গোপনীয় হিসাবে বিবেচনা করবে এবং পরিচয় বা প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করবে না-
আইন দ্বারা প্রকাশের প্রয়োজন; বা
আবেদনকারী লিখিতভাবে এ জাতীয় প্রকাশে সম্মত হয়েছেন; বা (গ) আবেদনকারীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে প্রকাশিত হয়েছে।"

[19] প্রতিযোগিতা কমিশন (সংক্ষিপ্ত পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ ঢোকানো হয়েছে।

পরিকল্পনা

আবেদনের বিষয়বস্তু

বিধিমালা ৫ এর উপধারা (১) এবং (২) দেখুন

জরিমানা হ্রাসের এই আবেদনটি নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে সাজাতে হবে -

ক) আবেদনকারীর বা তার প্রতিনিধি বা কার্টেল এ জড়িত সংস্থার নাম এবং ঠিকানা।

খ) যদি আবেদনকারী ভারতের বাইরে বসবাসকারী হন তাহলে তার ভারতীয় ঠিকানা যেখানে যোগাযোগ করা যেতে পারে টেলিফোন নম্বর এবং ইমেইল আইডি ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

গ) কার্টেল এর উপস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য গুলি সুরক্ষার জন্য পরিচালিত কার্যক্রম এবং বিস্তারিত কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দিতে হবে।

ঘ) এর সাথে জড়িত পণ্য এবং পরিষেবা গুলির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে।

ঙ) এর ভৌগোলিক বাজারের বিস্তার সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে হবে।

চ) কার্টেল শুরু এবং তার সময়কাল এর বর্ণনা দিতে হবে।

ছ) ব্যবসায়ের আনুমানিক পরিমাণ এবং ভারতে কার্টেলের প্রভাব এর বর্ণনা দিতে হবে।[20]

জ) নাম অবস্থান অফিসের অবস্থান এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে আবেদনকারীর জ্ঞান অনুসারে যারা কার্টেল এর সাথে যুক্ত আছেন এমন ব্যক্তির বর্ণনা এবং যারা আবেদনকারীর সাথে কার্টেলে যুক্ত ছিলেন তাদের বর্ণনা দিতে হবে।

ঝ) কার্টেল এর অভিযোগ যদি অন্যান্য প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষ ফোরাম বা আদালতে জানানো হয়ে থাকে তার বর্ণনা দিতে হবে।

ঞ) জরিমানা হ্রাসের আবেদনের সাথে যুক্ত প্রমাণের বিস্তারিত বিবরণ এর প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু গুলির বর্ণনা দিতে হবে।

ট) এছাড়াও কমিশন দ্বারা নির্দেশিত অন্য কোন তথ্য ও উপাদানের বিবরণ দিতে হবে।

---

[20] সাবস। প্রতিযোগিতা কমিশন অফ ইন্ডিয়া (কম পেনাল্টি) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৭ এর জন্য, "অভিযোগ যুক্ত কার্টেল দ্বারা প্রভাবিত।"

প্রায়শই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী

প্রায়শই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী

১. বাজারে প্রতিযোগিতা কি?

- সহজ কথায় বাজারে প্রতিযোগিতার অর্থ, সর্বাধিক মুনাফার জন্য (অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়িক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য) বিক্রেতাদের স্বাধীন চেষ্টা ক্রেতাদের সমর্থন পাওয়ার।
- একজন ক্রেতা সেই দামেই জিনিস কিনতে চান, যে দামে তিনি সর্বোচ্চ সুবিধা পান। অন্যদিকে একজন বিক্রেতা সেই দামেই জিনিস বিক্রি করেন, যে দামে তিনি সর্বাধিক লাভ করতে পারবেন।

২. বাজারে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন কেন?

প্রতিযোগিতা এখন সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতামূল দামে, বিস্তৃতক্ষেত্রে উপভোক্তাদের অবাধ এবং পরিষেবা পাওয়া সুনিশ্চিত করতে, প্রতিযোগিতা এখন প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। উৎপাদকের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ থাকে, উৎপাদন খরচ কমিয়ে উপভোক্তার চাহিদা পুরনের ব্যবস্থা করা। প্রতিযোগিতায় এইভাবে বিলিব্যবস্থা এবং উৎপাদনশীলতা দক্ষতা উন্নীত করে। কিন্তু সবকিছুর জন্য বাজারের ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকর (ত্রুটিমুক্ত) হওয়া প্রয়োজন এবং সারা বিশ্বজুড়ে গভর্নমেন্ট উপযুক্ত নিয়মকানুন প্রয়োগ করে প্রতিযোগিতা উন্নত করার চেষ্টা বাড়িয়ে চলেছে।

৩. অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অর্থ কি?

অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অর্থ হল, অশুভ আঁতাত করে দাম নির্ধারণ, দাম বাড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া, উৎপাদিত পণ্য বাজারে ঢুকতে বাধা সৃষ্টি করা, বাজারগুলির মধ্যে বিভাজন ঘটানো, বিক্রিতে বাধা দেওয়া, লুণ্ঠনমূলক দাম, পক্ষপাতমূলক দাম ইত্যাদি।

৪. প্রতিযোগিতার নিয়মনীতি কি?

প্রতিযোগিতার নিয়মনীতি গভর্নমেন্ট (সরকার) নির্ধারণ করে, যা উদ্যোগীর আচরণ এবং শিল্পের গঠনকে প্রভাবিত করে সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যেখানে সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং সর্বাধিক কল্যাণমূলক অবস্থা তৈরি করা যায়। এখানে গভর্নমেন্ট (সরকার) দুটি বিষয় নির্ধারণ করেঃ

- প্রতিযোগিতার নীতি-নীতিগুচ্ছ, যেমন বাণিজ্যনীতি সম্প্রসারিত করা, এফডিআই (FDI)পলিসি সহজ করা, বিনিয়ন্ত্রন ইত্যাদি যা বাজারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মান উন্নত করে।
- প্রতিযোগিতার নিয়ম (আইন)-খুব সামান্য মধ্যস্ততা করে বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক অভ্যাস থেকে রক্ষা করা।

৫. প্রতিযোগিতা (কম্পিটিশন) আইন (অ্যাক্ট) ২০০২ (AS AMENDED)[THE ACT] এর লক্ষ্য কি*?*

প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, এটি একটি আইন, যা একটি কমিশন গঠন করবে, যা প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করবে, বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখবে এবং মান উন্নততর করবে, উপভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষিত করবে এবং ভারতের বাজারে বানিজ্য স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে।

৬. কিভাবে আইনটির লক্ষ্যগুলিতে পৌছনো যাবে*?*

আইনটির লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছতে হবে কম্পিটিশন কমিশন অফ্ ইন্ডিয়া (*CCI)* এর সাহায্য নিয়ে, যেটা ১৪ অক্টোবর ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছিল।

৭. CCI এর কাজ কি?

CCI প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তিগুলি এবং ক্ষমতার অপ্যব্যবহার বন্ধ করতে পারবে এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত করে সমন্বয় (সংযুক্তি অথবা সংমিশ্রণ অথবা একত্রীকরণ) নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। CCI প্রতিযোগিতার ইস্যুগুলির ওপর মতামত দিতে পারবে আইনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো কতৃত্ব/কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকারের উল্লেখের পর মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে এবং প্রতিযোগিতার ইস্যুগুলির ওপর প্রশিক্ষন দিয়ে, প্রতিযোগিতা রক্ষার দায়ভার গ্রহণ করা CCI এর জন্য বাধ্যতামূ লক।

৮. আইনটির অধীনে একটি চুক্তি কি?

একটি চুক্তি হল অংশীদারদের মধ্যে যেকোনোব্যা বস্থা, সমঝোতা বা মিলিত কাজ। এর জন্য লিখিত বা আনুষ্ঠানিক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আইনটির মধ্যে উল্লিখিত থাকার প্রয়োজন নেই।

৯. একটি প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি কি?

একটি প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি হল, একটি চুক্তি যেখানে প্রতিযোগিতার ওপর লক্ষণীয় অনভিপ্রেত ফলাফল থাকে। প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু সীমাবদ্ধ করা হয়না।

- চুক্তিতে উৎপাদন অথবা যোগান নিয়ন্ত্রিত থাকে।
- চুক্তিতে বাজারগুলি বণ্টনযোগ্য থাকে।
- চুক্তিতে দাম নির্দিষ্টথা কে।
- প্রস্তাবিত মূল্যের কৌশল অথবা অশুভ আঁতাতে বদ্ধ।
- শর্তসাপেক্ষ ক্রয় বা বিক্রয় (ব্যবস্থার মধ্যে বণ্টন)
- একচেটিয়া জোগান/সরবরাহ ব্যাবস্থা
- পুনর্বিক্রয় মূল্য বজায় রাখা এবং

- লেনদেন প্রত্যাখ্যান করা

১০. কিভাবে কর্তৃত্বের অপব্যবহার হয়?

কর্তৃত্বকে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়না, কিন্তু এর অপব্যবহারকে করা হয়।অপব্যবহার তখনই হয় যখন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বাজারে তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের একচেটিয়া এবং শোষণমূলক অপব্যবহার করে।

আইনটি কিছু প্রথার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করে যেগুলির মাধ্যমে একটিকর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানের অপব্যবহার সংঘঠটত হয় এবংসেই কারণেপ্রথাগুলি নিষিদ্ধ। এই প্রথাগুলির মাধ্যমে ভারতের প্রাসঙ্গিক বাজারে তখনই অপব্যবহার সাধিত হয় যখন সেগুলিকে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান আস্বাদিত করে।

- অন্যায় শর্ত অথবা দাম আরোপিত করা।
- অন্যায্য তথা বৈষম্যমূলক দাম নির্ধারণ।
- উৎপাদন, বাজারঅথবাপ্রযুক্তিগতউন্নয়নকেসীমাবদ্ধকরেদেওয়া।
- প্রবেশেবাধাসৃষ্টিকরা।
- গ্রহণযোগ্যতার জায়গায়অসামঞ্জস্যপূর্ণশর্তাবলীপ্রয়োগ।
- বাজারেপ্রবেশঅস্বীকারকরাএবংঅন্যবাজারথেকেসুবিধালাভকরতেএকটিবাজারেরওপরক র্তৃত্বপ্রয়োগ।

১১. কখন কমিশন প্রতিযোগিতাবিরোধী চুক্তি ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ওপর তদন্ত শুরু করতে পারে?

- নিজস্ব তথ্য এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজের অধিকারে। অথবা
- কোনো তথ্য হাতে পেলে। অথবা
- কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/অথবা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সূত্র আসার ওপর।

১২. কারা তথ্য প্রদান করতে পারে?

যেকোনো ব্যক্তি, উপভোক্তা, উপভোক্তা সংগঠন, অথবা বণিক সভা বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা এবং অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাঠাতে পারে।

- একজন ব্যক্তির মধ্যে এককভাবে কোনো একজন, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF), কোম্পানি, ফার্ম, এ্যাসোসিয়েশন অফ্ পারসনস্ (AOP), বডি অফ্ ইনডিভিজ্যুয়াল (BOI), বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন কোঅপারেটিভসো সাইটি, আর্টিফিশিয়াল জুরিডিক্যালপা র্সন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং ভারতের বাইরের ইনকর্পোরেটেড বডি।
- একজন উপভোক্তা একজন ব্যক্তি, যিনি দ্রব্য এবং পরিষেবা কেনেন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দ্যেশ্যে।
- মধ্যবর্তী ক্রেতারাও তথ্য প্রদান করতে পারেন।

১৩. কে তদন্তের (অনুসন্ধানের) জন্য সূত্র দিতে পারে?

কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা আইনের অধীনে থাকা কর্তৃপক্ষ তদন্তের জন্য সূত্র দিতে পারে। উল্লিখিত সূত্রে অন্ততপক্ষে জিওআই (GOI) এর জয়েন্ট সেক্রেটারি পদাধিকারী হতে হবে।

১৪. কমিশন কি নিজের মত করে অনুসন্ধান করতে পারে?

হ্যাঁ, নিজের অধিকারে থাকা তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে, কমিশন নিজের মতো করে তদন্ত করতে পারে।

১৫. কমিশন কিভাবে তদন্ত (অনুসন্ধান) প্রক্রিয়াচা লায়?

নিজের মত করে। অথবা তথ্য ও সূত্র পাওয়ার ভিত্তিতে, যদি কমিশন মনে করে, এটা দেখা যাচ্ছে (Prima facie) যে আইনের ধারা লঙিঘত হয়েছে, তাহলে আইনগতভাবে নিযুক্ত ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য এবং পাওয়া রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

১৬. তদন্তের পর কমিশন কি করবে?

ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর,

- কমিশন সংশ্লিষ্ট (কনসার্নড) পার্টির কাছে পাঠাতে পারে
- বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সূত্র পেয়ে যদি তদন্ত হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট (কনসার্নড) কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো বাধ্যতামূলক
- যদি ডিজির (DG) রিপোর্টে আইন লঙঘন হয়েছে এমন কোন বিষয় না থাকে, কমিশন সংশ্লিষ্ট (কনসার্নড) পার্টির কাছ থেকে আপত্তির কারন জানতে চাইতে পারে।
- প্রাপ্ত আপত্তিজনক বিষয়গুলি বিবেচনা করার পর, যদি কিছু থাকে, কমিশন ডিজির (DG) রিপোর্ট গ্রহন করতে পারে, অথবা আবার ডিজিকে দিয়ে অনুসন্ধান করাতে পারে, বানিজেরাও অনুসন্ধান করতে পারে।
- উপরে উল্লিখিত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে, যে এটা কোনো প্রতিযোগিতাবিরোধী বিষয়, অথবা ক্ষমতা অপব্যবহারের অবস্থা, অথবা দুটোই। সংশ্লিষ্ট (কনসার্নড) পার্টির কাছ থেকে শুনে নিয়ে উপযুক্ত নিয়মগুলির বৈধতা দেওয়া হবে।

১৭. বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা চুক্তিগুলি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে, কোন নিয়মগু লিকে কমিশন বৈধতা দিতে পারে?

- অনুসন্ধান চলাকালীন, যে পার্টিরা বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা অথবা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিষয়গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন আইন চালু করতে পারে।
- উদ্যোগীর আগের ব্যবসায় খাটানো টাকার তিন বছরের গড়ের ওপর দশ শতাংশের (১০%) কম জরিমানা, কমিশন ধ্যার্য করতে পারে। একটি বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে কমিশন, আদেশ লঙঘনকারীদের প্রতি সদস্যের প্রতি বছরের লভ্যাংশের তিন গুণ জরিমানা ধার্য করতে পারে। অথবা প্রতি বছর ব্যবসায় খাটানো টাকার ওপর লঙঘনকারীকে দশ শতাংশ জরিমানা ধার্য করতে পারে, যেটা বেশী হবে কমিশন সেই জরিমানাই ধার্য করবে।
- অনুসন্ধানের পর, অপরাধী উদ্যোগীকে বন্ধ করে দিতে এবং বিরুদ্ধ প্রতিযোগিতা চুক্তিতে পুণপ্রবেশে বাধা দিতে অথবা ক্ষমতার অবস্থান খারিজ করতে কমিশন নির্দেশ দিতে পারে। কমিশন এই ধরনের চুক্তিকে পরিবর্তন করতেও নির্দেশ দিতে পারে।
- কমিশন উদ্যোগ ভাগ করার নির্দেশ দিতে পারে, যদি এরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না, এটা সুনিশ্চিত করে কতৃত্বের অবস্থান বজায় রাখতে পারে।

১৮. আইনের অধীনে সমন্বয়কি ?

প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখে ৪ঠা মার্চ, ২০১১ কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট করেছে যে ১লা জুন, ২০১১ থেকে সমন্বয় সম্পর্কিত নিয়ম কার্যকরী হবে। বিস্তৃতভাবে বলা যায়, সমন্বয়ের মধ্যে রয়েছে, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন, অংশীদারী, সম্পদের ভোটাধিকার, উদ্যোগীর থেকেও একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন, যেখানে সেই ব্যক্তি ব্যবসার প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী অপর উদ্যোগীর ওপর নিয়ন্ত্রন রাখতে পারবে এবং উদ্যোগীদের মধ্যে সংযুক্তি ও সংমিশ্রণ যেখানে এরা, আইনে নির্দিষ্ট করে, ব্যবসায় খাটানো টাকা অথবা সম্পদের প্রান্তিক মান অতিক্রম করে। যদি একটি সমন্বয় ভারতের সম্পর্কিত বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লক্ষনীয়ভাবে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কারন হয় বা হতে চলেছে দেখা যায়, তবে এটা নিষিদ্ধ করা হয় বা প্রয়োজনীয় বদল করে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে|

১৯. সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক মান কি?

প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় নিম্নলিখিত প্রান্তিকমানের সীমা পড়ে -

উদ্যোগীদের সমন্বয়ের সম্পদের মূল্য ১৫০০ কোটির বেশী অথবা সমন্বয়ে খাটানো টাকার পরিমান ৪৫০০ কোটির বেশী। যদি একটি অথবা সব উদ্যোগীর সম্পদ/ব্যবসায় খাটানো টাকা ভারতের বাইরেও হয়, তখন উদ্যোগীদের সংযুক্ত সম্পদের মূল্য ৭৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশী ভারতে কমপক্ষে ৭৫০ কোটিসহ। অথবা ব্যবসায়ে খাটানো টাকার মূল্য ২২৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশী, ভারতে কমপক্ষে ২২৫০ কোটি সহ।

সমন্বয়ের পর উদ্যোগীর অর্জিত দলের সংযুক্ত সম্পদ ৬০০০ কোটির বেশী হতে হবে। অথবা সমন্বয়ের পর এই ধরনের দলের সংযুক্ত ব্যবসায় খাটানো টাকা ১৮০০০ কোটির বেশী হতে হবে। যদি এই ধরনের দলের সম্পদ/ব্যবসায় খাটানো টাকা দেশের বাইরে থাকে, তখন দলের সংযুক্ত সম্পদের মূল্য ৩০০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশী হতে হবে, ভারতে কমপক্ষে ৭৫০ কোটি সহ। অথবা ব্যবসায় খাটানো টাকা ৯০০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, ভারতে কমপক্ষে ২৫০০ কোটি সহ।

আইনে দলের বর্ণনা করা হয়েছে, দুটো উদ্যোগী একটা 'দলে' থাকতে পারে, যদি একজন এমন অবস্থানে থাকে, অথবা কমপক্ষে ৫০% ডিরেক্টর নিযুক্ত করতে পারে, অথবা ম্যানেজমেন্ট অথবা অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উপরের সীমাগত মান নিচের টেবিলের দ্বারা দেখানো হল ।

	প্রযোজ্যক্ষেত্র	সম্পদ		ব্যবসায়ে খাটানোটা টাকা	
ভারতের মধ্যে	পৃথকগোষ্ঠী	১৫০০ কোটি টাকা		৪৫০০ কোটি টাকা	
	গোষ্ঠী	৬০০০ কোটি টাকা		১৮০০০ কোটি টাকা	
ভারতের মধ্যে এবং বাইরে		সম্পদ		ব্যবসায়ে খাটানো টাকা	
		মোট	মোট ন্যুনতম ভারতীয় উপাদান	মোট	মোট ন্যুনতম ভারতীয় উপাদান
	পৃথকগোষ্ঠী	৭৫০ মিলিয়ন ডলার	৭৫০ কোটি টাকা	২২৫০ মিলিয়ন ডলার	২২৫০ কোটি টাকা
	গোষ্ঠী	৩০০০ মিলিয়ন ডলার	৭৫০ কোটিটা কা	৯০০০ মিলিয়ন ডলার	২২৫০ কোটি টাকা

২০. একটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের প্রস্তাব করে কমিশনকে অবহিত করতে পারে?

একটি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে ঢোকার প্রস্তাব করে কমিশনকে অবহিত করতে পারে, নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত সমন্বয়ের সব বিবরণ প্রকাশ করে, ৩০ দিনের মধ্যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের অনুমোদন অথবা কোনো চুক্তির সম্পাদন বা অন্যান্য কাগজপত্র সহ।

২১. সমন্বয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করার জন্য এখানে কি কোনো আবশ্যকীয় অপেক্ষাকাল আছে ?

হ্যাঁ, প্রস্তাবিত সমন্বয়ের জন্য ২১০ দিন সময় নেওয়া হয়, যেদিন কমিশনকে অবহিত করা হয় সেদিন থেকে, অথবা যেদিন কমিশন অর্ডার পাশ করে, দুটোর মধ্যে যেটা আগে হয়। উল্লিখিত ২১০ দিনের মধ্যে কমিশন যদি অর্ডার পাশ না করে, তবে সমন্বয় অনুমোদন পাবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

২২. সমন্বয়ের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া কি?

সমন্বয় আইন অনুসারে, বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ভারতের বাজারের প্রতিযোগিতায় সমন্বয় কতটা লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে বা ফেলতে পারে সেই বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টান্তমূলক মতামত পেশ করা উচিত। যদি কমিশন এই মত পেশ করে যে সমন্বয় ভারতের বাজারের প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে বা ফেলতে পারে, তাহলে কমিশনের উচিত পার্টিকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শোকজ করা এবং প্রশ্ন করা যে, কেন এই ধরনের সমন্বয়ের ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান করা হবেনা। পার্টির উত্তর সাপেক্ষে যদি কমিশন মনে করে যে, সমন্বয়টি প্রতিযোগিতায় লক্ষণীয় প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে, কমিশনের আইনের নিয়ম অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এগোনো উচিত।

২৩. একটি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশন কি কি অর্ডার পাস করতে পারে?

- সমন্বয়কে অনুমোদন যদি উল্লেখযোগ্য বিরুপ প্রতিক্রিয়া প্রতিযোগিতার ওপর লক্ষ্য করা না যায়।
- সমন্বয়কে অনুমোদন নয়, উল্লেখযোগ্য বিরুপ প্রতিক্রিয়া প্রতিযোগিতার ওপর থাকলে।
- উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্যপ্র স্তাব।

২৪. প্রতিযোগিতামূলক চুক্তির ওপর যারা তথ্য দেয়, তাদের মধ্যে কাউকে কি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়?

বিনিময়ের চুক্তির কোনো সদস্য, যে বিনিময় চুক্তির সাপেক্ষে সম্পূর্ণ, সত্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়, আইনের সেকশন ৪৬ অনুযায়ী কমিশন সেই সদস্যকে কম শুল্ক ধার্য করে সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই পরিকল্পনাটি কোনরকম বিরোধী প্রতিযোগিতামূলক যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কার্টেলের সনাক্তকরণ এবং অনুসন্ধানে সাহায্য করার জন্য।

২৫. পার্টিদের হয়ে কে কমিশনের সামনে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?

একজন ব্যক্তি অথবা উদ্যোগী ব্যক্তিগতভাবে অথবা উদ্যোগীর অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন বা একের বেশী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্টস, অথবা কোম্পাণী সেক্রেটারি অথবা আইনজীবি কমিশনের সামনে নিজের অথবা উদ্যোগীর কেসে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

২৬. কে প্রতিযোগিতা পলিসির ওপর রেফারেন্স তৈরি করতে পারে?

কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত অথবা অন্য বিষয়ে আইন প্রণয়ের সময় কমিশনের মতামত চাইতে পারে।

২৭. প্রতিযোগিতা ইস্যুতে কে রেফারেন্স তৈরি করতে পারে?

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার অথবা আইনদ্বারা স্বীকৃত কোনো কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের নিকট রেফারেন্স পেশ করতে পারেন।

২৮. প্রতিযোগিতাকমিশনকিবিধিবদ্ধকর্তৃপক্ষেরওপর রেফারেন্সতৈরিকরতেপারে?

কমিশন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের ওপর রেফারেন্স তৈরি করতে পারে সম্পর্কিত ইস্যুর ওপর মতামতের জন্য যেটা অগ্রবর্তী কার্যধারা চলাকালীন উঠতে পারে। পার্টির নির্দেশে কার্যধারার ওপর অথবা এর নিজস্ব গতির ওপর।

২৯. কম্পিটিশন কমিশনের কোনো অর্ডারের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করার কি কি সুযোগ রয়েছে?

কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) বিজ্ঞাপিত করেছে। কমিশনের ইস্যু করা যে কোনো নির্দেশ, কমিশনের নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্ত, নির্দিষ্ট সেকশন অফ অ্যাক্ট এর অধীনে পাশ করা যা সমন্বয়ের ওপর বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত কোনো অর্ডার, কমিশনের অনুসন্ধান এবং জরিমানা, সবকিছুর বিরূদ্ধে শোনা এবং মীমাংসার জন্য আপিল করা যাবে।

অর্ডার, নির্দেশ বা কমিশনের সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আপিল নথিভুক্ত করা যাবে। কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (NCLAT) নির্দেশ, সিদ্ধান্ত অথবা অর্ডারে অবনমিত হলে যে তারিখে নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা অর্ডার পেয়েছেন সেই তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করতে পারবেন।

৩০. কিভাবে তথ্য নথিভুক্ত করা হয় ?

- পিনকোড সহ নিজের সম্পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফো ননম্বর, ফ্যাক্স নম্বর এবং ইমেল অ্যাড্রেস জানাতে হবে। উদ্যোগীদের আইনগত নাম ঠিকানা এবং আইনের সুবিধাগুলি লঙঘণ করা অভিযোগগুলি উল্লেখ করতে হবে।

- সমস্ত তথ্য, অভিযোগে বর্ণিত, আইন লঙ্ঘনকারী বিষয়টি বিস্তৃতভাবে স্টেটমেন্ট আকারে বর্ণনা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।
- যেকোনো তথ্য, রেফারেন্স, প্রতিক্রিয়া কমিশনেপাঠাতে হলে, সেক্রেটারীকে পাঠাতে হবে,লোক পাঠিয়ে অথবা রেজিস্টার্ড পোষ্টে অথবা ক্যুরিয়ার সার্ভিসে অথবা প্রতিলিপি পাঠিয়ে। অ্যাড্রেস করতে হবে সেক্রেটারী অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে।
- যেকোনো তথ্য ফি জমা দেওয়ার রসিদ সহ কমিশনে জমা দিতে হবে। ফি জমা দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফ্ট অথবা পে অর্ডার অথবা ব্যাঙ্কার চেকে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, নিউদিল্লী এর পক্ষে (পেয়েবেল ইন ফেভার অফ), কম্পিটিশন ফান্ডে। অথবা ইলেক্ট্রনিক্স ক্লিয়ারেন্স সার্ভিসেসের (ECS)মাধ্যমে সরাসরি পাঠানোযা বে, কম্পিটিশন কমিশন অফই ন্ডিয়া, (কম্পিটিশন ফান্ড), অ্যাকাউন্ট নং ১৯৮৮০০২১০০১৮৭৬৮৭, পাঞ্জাব ন্যাশনালব্যা ঙ্ক, ভিকাজিকামা প্লেস, নিউদিল্লী-১১০০৬৬।
- তথ্য নথিভুক্ত করার যথাযথ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিবরনের জন্য রেফার করুন "হাউ টু ফাইল ইনফর্মেশন" নির্দিষ্ট পুস্তিকাটি অথবা কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (জেনারেল) নিয়মাবলী, ২০০৯, যা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৩১. নির্ধারিত ফি কত ?

ক) স্বতন্ত্র বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচ ইউ এফ) এর ক্ষেত্রে 5,000 (পাঁচ হাজার) টাকা।

খ) বেসরকারি সংগঠন, গ্রাহক সমিতি , সমবায় সমিতি এবং ট্রাস্ট **১০০০০** টাকা

গ) ফার্ম (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা সংস্থা (এক ব্যক্তি সংস্থা সহ) পূর্ববর্তী বছরে দুই কোটি টাকা টার্নওভার হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা।

ঘ) ফার্ম (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা সংস্থা (এক ব্যক্তি সংস্থা সহ) পূর্ববর্তী বছরে দুই কোটি টাকার বেশি ও ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত টার্নওভার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ।

ঞ) যারা ক), খ), গ), এবং ঘ) বিধির বাইরে রয়েছেন তাদের জন্য ৫০,০০০/- টাকা।

Regulations Notified by the Competition Commission of India		
No.	**Title**	**Regulation Date**
1.	The Competition Commission of India (Meeting for Transaction of Business) Amendment Regulations, 2021	05/03/2021
2.	CCI (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2021	17/02/2021
3.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2020	26/11/2020
4.	The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2020	06/02/2020
5.	The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2019	20/11/2019
6.	The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Second Amendment Regulations, 2019	30/10/2019
7.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019	13/08/2019
8.	The Competition Commission of India (General) Amendment regulations, 2018	06/12/2018
9.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018	09/10/2018
10.	The Competition Commission of India (Lesser Penalty) Amendment Regulations, 2017	08/08/2017
11.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016	07/01/2016
12.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015	01/07/2015
13.	CCI (Procedure For Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2014	21/11/2014
14.	CCI (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2014	30/07/2014
15.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014	08/03/2014

16.	CCI (General) Amendment Regulations, 2013 (No. 2 of 2013)	08/10/2013
17.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 (No. 1 of 2013)	04/04/2013
18.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 (No. 1 of 2012)	23/02/2012
19.	CCI (General) Amendment Regulation, 2011 (2 of 2011)	22/11/2011
20.	CCI (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011 (No. 3 of 2011)	11/05/2011
21.	CCI (General) Amendment Regulation, 2011 (No. 1 of 2011)	04/04/2011
22.	CCI (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulation, 2011 (No. 1 of 2011)	08/02/2011
23.	CCI (General) Amendment Regulations, 2010 (No. 1 of 2010)	20/10/2010
24.	CCI (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009 (No. 6 of 2009)	20/08/2009
25.	CCI (General) Amendment Regulation, 2009 (No. 5 of 2009)	20/08/2009
26.	CCI (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (No. 4 of 2009)	13/08/2009
27.	CCI (General) Regulation, 2009 (No. 2 of 2009)	22/05/2009
28.	CCI (Meeting for Transaction of Business) Regulations, 2009 (No. 3 of 2009)	21/05/2009
29.	CCI (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009 (No. 1 of 2009)	15/05/2009

Advocacy Booklets

by

Competition Commission of India

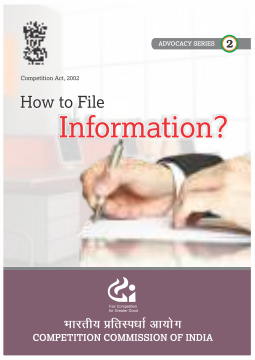

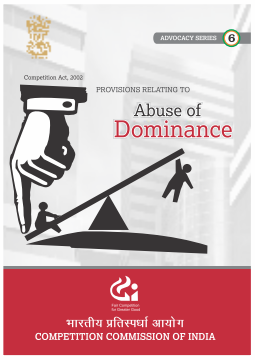

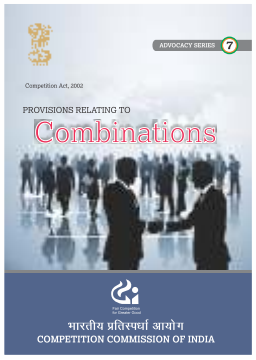

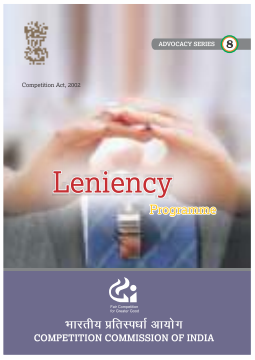

Above booklets are available at
www.cci.gov.in

Fair Competition
For Greater Good

COMPETITION COMMISSION OF INDIA

9th Floor, Office Block-1,
Kidwai Nagar (East)
New Delhi: 110023, India
EPABX Board Number 011-24664100
FAX Number 011-20815022
Web: cci.gov.in
Email: advocacy@cci.gov.in